চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 285 Thursday, 14 September, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ২৮৫ সংখ্যা ❋ ২৭ ভাদ্র, ১৪৩০, বৃহস্পতিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

টাকী থুবাতে টাকী নাট্যমের উদ্যোগে জাতীয় ও বাংলার থিয়েটার চর্চা ও সমাজে তার প্রভাব বিষয়ক এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ...বিস্তারিত পাতা ৩

জমি নিয়ে বিবাদ, আর সেই জমির উপর তৈরি করা ঘর ভাঙচুর। বাধা দিতে গেলে গুলিবিদ্ধ এক এবং ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আহত একাধিক। ...বিস্তারিত পাতা ৫

ক'দিন আগেই রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছিলেন, মার্কিন রাজনীতিতে পচন ধরেছে। এরপর খবর এল ইমপিচ করা হবে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে। ...বিস্তারিত পাতা ৬

তিনি নাকি দ্বিতীয় সারির টিম এশিয়ান গেমসে যেতে রাজি নন। সরাসরি না বললেও স্টিমাচকে নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। ...বিস্তারিত পাতা ৮

‘টাকা না নিলেই দায়িত্ব এড়াতে পারে রাজ্য?’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বরঃ হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। আচমকাই পড়ুয়ারা জানতে পেরেছেন অনুমোদনই নেই তাঁদের স্কুলের। বোর্ডের পরীক্ষার আগে প্রায় ৫০০ পড়ুয়ার রেজিস্ট্রেশনও আটকে গিয়েছে। খাস কলকাতার বেসরকারি স্কুলের বিরুদ্ধে এমন গুরুতর অভিযোগ সামনে আসার পর তৎপর হয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। এবার জানা গেল, সেই স্কুলটি যে বাড়িতে চলছে, তার কোনও কমপ্লিশন সার্টিফিকেট নেই। অবিলম্বে খোঁজ খবর নেওয়ার পাশাপাশি স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে আদালত। বেসরকারি স্কুল মানেই যে সরকার দায় এড়িয়ে যেতে পারে না, এই বার্তাও দিয়েছেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। কয়েক দিন আগেই কলকাতার রিপণ স্ট্রিটের ওই স্কুলে এই অভিযোগ তুলে রীতিমতো বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকেরা। বুধবার আদালতে স্কুল বৈধতা না থাকার কথা স্বীকার করা নিয়েছে। স্কুলের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু বলেন, ‘‘পড়ুয়াদের হাতে তো প্ল্যাকার্ড ধরিয়েছেন আপনারাই। ওদের হাত থেকে পেন ছাড়িয়ে প্ল্যাকার্ড হাতে ধরনা দিতে শিখিয়েছেন। আপনাদের দায়িত্বহীনতা ওদের এটা করতে বাধ্য করেছে।’’ স্কুলের পরিচালন কমিটির ভূমিকা নিয়ে রীতিমতো অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। মামলাকারীর আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন শুনানিতে উল্লেখ করেন, স্কুল বৈধতা না থাকার কথা এখন জানা যাচ্ছে। আর তার জেরে অধিকাংশ অভিভাবকের রাতের ঘুম উড়েছে। সেই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, এই স্কুলের ক্ষেত্রে রাজ্য কোনও টাকা নেয় না, ফলে রাজ্যের কোনও দায়িত্ব নেই। এ কথা শুনে বিচারপতি বসু বলেন, ‘‘টাকা না নিলেই কি দায়িত্ব এড়াতে পারে রাজ্য?’’ স্কুলের আইনজীবী জানান, বোর্ড অনুমোদন দিচ্ছে না স্কুলকে। সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু এত কিছুর পরও কীভাবে স্কুলে নতুন পড়ুয়া ভর্তি করা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিচারপতি। স্কুলকে বিচারপতির প্রশ্ন, নতুন ছাত্রছাত্রী কীভাবে ভর্তি করা হচ্ছে? তারা তো জানেই না যে ওই স্কুলের অনুমোদন নেই। এদিকে, বিচারপতির প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে স্কুলের আইনজীবী জানান, স্কুলবাড়ির কোনও কমপ্লিশন সার্টিফিকেট নেই। ওই সার্টিফিকেট থাকলে তবেই পুরসভা অনুমোদন দেয়। বাড়িটির বেশিরভাগ অংশ ভেঙে পড়ছে বলেও জানিয়েছে স্কুল। এ কথা শুনে আরও ক্ষুব্ধ হন বিচারপতি। তিনি বলেন, ‘‘এর দায় কার? সিসি (কমপ্লিশন সার্টিফিকেট) নেই এমন বাড়িতে স্কুল চলছে কীভাবে? এটা একটা ক্রিমিনাল অফেন্স।’’

অভিষেকের পাশে টিম ‘ইন্ডিয়া’

‘রাজনৈতিক চক্রান্তের’ অভিযোগ বিরোধীদের

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বরঃ ইন্ডিয়া জোটের সমন্বয় কমিটির বৈঠকে বুধবার থাকতে পারেননি কমিটির অন্যতম সদস্য তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কারণ, ইডি তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। বেলা ১১টা ৪০ মিনিট নাগাদ অভিষেক পৌঁছে যান সিজিও কমপ্লেক্সে। ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকের দিনই অভিষেককে তলব নিয়ে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছে তৃণমূল। কেন্দ্রীয় এজেন্সির অপব্যবহারের অভিযোগ তুলেছে বাংলার শাসক দল। আর এবার অভিষেকের পাশে বিরোধীদের টিম ইন্ডিয়াও। একের পর এক নেতারা মুখ খুলতে শুরু করেছেন। বুধবার অভিষেককে ইডির তলব ইস্যুতে প্রথম মুখ খোলেন শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত। আজ সকালেই বিজেপিকে তোপ দেগে শিবসেনা নেতা

বলেছেন, ‘‘ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক হোক, তা চাইছে না ইডি বা বিজেপি। সেই কারণেই আজকের দিনে তলব করা হয়েছে।’’ সঞ্জয় রাউত যে আক্রমণ শুরু করেছেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার ঝাঁঝ আরও বাড়ছে। বৈঠকে অভিষেক উপস্থিত থাকতে না পারায় বিজেপিকে নিশানা করছেন অন্যান্য বিরোধী দলের নেতারাও। সঞ্জয় রাউতের পর অভিষেকের পাশে ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতা ওমর আবদুল্লাও। তাঁরও বক্তব্য, বিরোধীদের আলাদা করে টার্গেট করা হয়েছে। বৈঠকে অভিষেকের অনুপস্থিতি যে বিরোধীরা বোধ করবে, সে কথাও বলেছেন ওমর আবদুল্লা। বলেছেন, ‘‘আশা করি পরের বৈঠকে অভিষেককে আমরা পাব।’ অভিষেক ইস্যুতে তৃণমূলের পাশে অরবিন্দ কেজরীবালের আম আদমি পার্টিও। আপের তরফেও কেন্দ্রীয় সংস্থার অপব্যবহারের অভিযোগ তোলা হয়েছে বিজেপির বিরুদ্ধে। আম আদমি পার্টির নেতা রাঘব চাড্ডাও বলেছেন, ‘‘অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আজ আসতে পারেননি কারণ, বিজেপির ফ্রন্ট্রাল এজেন্সি ইডি তাঁকে একই দিনে ডেকে পাঠিয়েছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি।’’ এদিন বৈঠক শেষে যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে বেণুগোপাল জানান, অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপালে হবে বিজেপি বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’র প্রথম জনসভা। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্বের মতো বিষয়গুলি সামনে রেখে ওই সমাবেশ হবে। সেই সঙ্গে বুধবার দিল্লিতে সমন্বয় ও নির্বাচনী রণকৌশল কমিটির প্রথম বৈঠকের পর এই ঘোষণা করে বেনুগোপাল বলেন, ‘‘যত দ্রুত সম্ভব আসন সমঝোতার বিষয়ে আমরা আলোচনা করব।’’

‘এবার এগিয়ে যাওয়ার সময়’, বাবুল সুপ্রিয়র পোস্ট ঘিরে তুমুল জল্পনা! এল ইন্দ্রনীল প্রসঙ্গও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বরঃ বিদেশ সফরে যাওয়ার আগে ফের রাজ্যের মন্ত্রিসভায় রদবদল ঘটিয়ে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পর্যটন দফতর থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বাবুল সুপ্রিয়কে। এর থেকে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ দফতর অপ্রচলিত শক্তি উস দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বাবুলকে। এর পাশাপাশি তথ্য প্রযুক্তি দফতরের দায়িত্বও রয়েছে বাবুলের হাতে। অন্যদিকে, বাবুলের পর্যটন দফতর দেওয়া হয়েছে ইন্দ্রনীল সেনকে। এরপরই এক্স হ্যান্ডেলে (ট্যুইটার) দীর্ঘ পোস্ট করেছিলেন বাবুল সুপ্রিয়। কিন্তু তাতেও জল্পনা না থামায় আরও একবার ফেসবুকে দীর্ঘ পোস্ট করলেন বাবুল। সেই পোস্টে উঠে এল পর্যটন দফতরের নতুন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের প্রসঙ্গও। ফেসবুক পোস্ট বাবুল লেখেন, ‘মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো আমি এবং ইন্দ্রনীলদা দুজনেই নিজের নিজের দফতর এর দায়িত্ব নিয়ে, অবশ্যই নতুন উদ্দমে কাজ শুরু করেছি.. পাবলিক লাইফ যে থাকলে কন্ট্রোভার্সির প্রেসার থাকবেই.. লিজেন্ডারি টেনিস প্লেয়ার বিলি জেন কিং বলেছিলেন ‘প্রেসার ইস এ প্রিভিলেজ’। আমার ধারনা, আমরা আমাদের কথা বলেছি-নাউ ইট শুড বি লেফট ব্যাক দেয়ার, টু মুভ ওন এন্ড মুভ অ্যাহেড.. আমি আমার দুটি দফতর, ‘ইনফরমেশন, টেকনোলজি এন্ড ইলেকট্রনিক্স’ এন্ড দ্য নিউ ওয়ান, ‘রেনেয়াবল এনার্জি এন্ড আনকনভেনশনাল পাওয়ার’, যার সঙ্গে আমার সেন্টারের মিনিস্ট্রি ‘এনভায়রনমেন্ট ক্লাইমেট চেঞ্জ’ এর সিলেবাস-এর প্রচুর মিল আছে, সেই দুটি দফতর নিয়ে খুশি, এবং আই উইশ আওয়ার নিউ ট্যুরিজম মিনিস্টার অল দ্য ভেরি বেস্ট টু..এখন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের ভালর জন্য কাজ করে যেতে হবে।’’ প্রসঙ্গত, এর আগে পর্যটন দফতর হাত থেকে চলে যাওয়ার পরও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন বাবুল। লিখেছিলেন, এমন একটি পার্টিতে যেখানে আপনি আপনার সুপ্রিমোর কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন, আপনি আনন্দের সঙ্গে এবং আন্তরিকভাবে যে কোনও নতুন দফতরে ‘রিনিউড এনার্জি’ নিয়ে কাজ করতে পারেন এবং সেটি হল ‘নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রণালয়’, এর থেকে ভাল কিছু হতে পারে না। এরপরই মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাবুল লেখেন, ‘আইটি ও ইলেকট্রনিক্স দফতর ছাড়াও আধুনিক বিশ্বের আরেকটি অত্যন্ত ভবিষ্যতসম্পন্ন দফতরে আমাকে দায়িত্ব দেওয়ার জন্য তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।’

দুবাই বিমানবন্দরেও শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতির প্রশ্নের মুখে মমতা

‘আপনি কি বিরোধী জোটের নেতৃত্ব দিতে চলেছেন?’

দুবাই, ১৩ সেপ্টেম্বরঃ ‘বিমানবন্দরের লাউঞ্জে হঠাতই আমাকে দেখতে পেয়েই ডাকলেন। এটাই ওঁর সৌজন্য। আমি আপ্লুত।’ ফেসবুকে পোস্ট করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুবাই বিমানবন্দরে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংয়ের সঙ্গে হঠাৎ দেখা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। দু'জনের মধ্যে সৌজন্য বিনিময় হয়। মুখ্যমন্ত্রী ফেসবুকে লেখেন, ‘বিমানবন্দরের লাউঞ্জে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে ডাকেন। কিছু বিষয় নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়। আমি ওঁর সৌজন্যে আপ্লুত।’ বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিটের জন্য তিনি শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্টকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বলেও ফেসবুকে উল্লেখ করেছেন। এদিকে মাদ্রিদ উড়ে যাওয়ার আগে তিনি শ্রীলঙ্কাতেও আমন্ত্রণ পেলেন বলে জানিয়েছেন। একটি ভিডিয়ো সামনে এসেছে, তাতে দেখা গিয়েছে, শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করেছেন, ‘‘আমি কি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?’’ মমতা উত্তর দেন, ‘‘হ্যাঁ অবশ্যই।’’ এর পরেই বিক্রমসিঙ্ঘের প্রশ্ন, ‘‘আপনি কি বিরোধী জোটকে নেতৃত্ব দিতে চলেছেন?’’ তখন মুখ্যমন্ত্রী হেসে বলেন, ‘‘ওহ মাই গড।’’ তবে এটাও তিনি উত্তর দেন, ‘‘মানুষ যদি আমাদের সমর্থন করে, তবে আগামী দিনে আমরা ক্ষমতায় আসতেই পারি।’’ বুধবার ভারতীয় সময় সকাল পৌনে দশটা নাগাদ দুবাই থেকে মাদ্রিদ উদ্দেশে রওনা দেন মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে ছিল তাঁর প্রতিনিধি দলও। মূলত ১২ দিনের শিল্প সফরে মুখ্যমন্ত্রী স্পেনে যাচ্ছেন। মঙ্গলবারই কলকাতা থেকে রওনা দিয়েছেন তিনি। দুবাই হয়ে মাদ্রিদ যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। যদিও দুবাইগামী বিমানটি নির্দিষ্ট সময়ে ছাড়েনি। দু'ঘণ্টারও বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয় তাঁকে। দুবাই পৌঁছে আবার মুখ্যমন্ত্রী নিজের পছন্দের ছবিও আঁকেন। সেই ছবিও পোস্ট করেন ইনস্টাগ্রামে। লাল, নীল-সবজে রঙা একটি ফুল, তাতে বাহার আনতে সাদা রঙের টান। ওপরে নীলচে আভাস। বাহারি ফুলের অবয়বের সেই ছবি নীচে নিজের নাম লিখে তারিখও লিখে রাখেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাজভবন থেকে হলফনামা চেয়ে ঠিক করেনি হাইকোর্ট
বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বরঃ রাজ্য সরকারের সঙ্গে রাজ্যপালের চরম সংঘাতের মাঝেই রাজভবনের কাছে হলফনামা চেয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। তবে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, এভাবে হলফনামা চাওয়া যায় না রাজভবনের কাছে। এটা না করলেই ভাল হত বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। উপাচার্য নিয়োগ সংক্রান্ত একটি বিল বিধানসভায় পাশ হয়ে গেলেও রাজ্যপাল তাতে সই করেননি। কেন সেই বিল মাসের পর মাস রাজ্যপালের কাছে পড়ে রয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মামলা হয়েছিল আদালতে। তার প্রেক্ষিতেই আদালত হলফনামা চেয়েছে। বুধবার এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘হাইকোর্টের সেই অধিকার নেই বলেই আমার ব্যক্তিগত অভিমত। এটা না করলেই ভাল হত। সংবিধানেই এর সমাধান আছে। তবে মাননীয় বিচারপতি নিশ্চয় জানেন। আমি এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না।’’ স্পিকার আরও বলেন, ‘‘কোনও বিল বিধানসভায় পাস হওয়ার পর তা রাজ্যপালের কাছে পাঠালে তিনি বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠাতেই পারেন। তিনি মনে করলে রাষ্ট্রপতির কাছেও পাঠাতে পারেন। তাঁকে যে সই করতেই হবে, এমন কোনও কথা সংবিধানে বলা হয়নি।’’ শুধুমাত্র উপাচার্য নিয়োগের বিল নয়, একাধিক বিল পড়ে রয়েছে রাজভবনে। সই হয়নি আচার্য বিলেও। মঙ্গলবার হাইকোর্টে সেই মামলা উঠলে, বিচারপতি ইন্দ্র প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রশ্ন করেছিলেন, সাংবিধানিক সঙ্কট তৈরি হলেও কি প্রশ্ন করতে পারে না? অন্যদিকে, কেন্দ্রের তরফে আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য দাবি করেন, সংবিধান অনুযায়ী, রাজ্যপালকে আদালতের আইনি প্রক্রিয়ার আওতায় আনা যায় না। আগামী ৪ অক্টোবর রাজভবনকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ফের শিক্ষক নিয়োগ! তবে পরীক্ষা দিতে পারবেন না বিএড উত্তীর্ণরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বরঃ জল্পনা ছিলই। অবশেষে হল অপেক্ষার অবসান। ২০২৩ সালের প্রাথমিক টেট-এর দিনক্ষণ ঘোষণা করে দিল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে পর্ষদের তরফে জানানো হয়, আগামী ১০ ডিসেম্বর হতে চলেছে ২০২৩ সালের টেট। নির্ধারিত দিনে দুপুর ১২টা থেকে বেলা ৩টে পর্যন্ত হবে পরীক্ষা। পর্ষদ সভাপতি গৌতম পাল আরও জানান, বুধবারই এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ নোটিস প্রকাশিত হবে পর্ষদের ওয়েবসাইটে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে আবেদন করার সময় শুরু হচ্ছে। তিন সপ্তাহ সময় থাকবে প্রার্থীদের কাছে। কারও পেমেন্টের সমস্যা হলে ফের দিন বাড়ানো হতে পারে। এনসিটিই-র গাইডলাইন ও সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ মেনেই এ বছর টেট নেওয়া হবে। গতবারের মতো এবারও ওএমআর শিট ও প্রশ্নপত্রের বুকলেট বাড়ি নিয়ে যেতে পারবেন পরীক্ষার্থীরা। পর্ষদের তরফে এদিন জানানো হয়, অনেক মামলার কারণে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দেরি হচ্ছে। তবে যত দ্রুত সম্ভব যাতে এই দফার নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করা যায়, সে বিষয়ে পর্ষদ সচেষ্ট থাকবেন বলে জানান তিনি। তবে, এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানানো হয়েছে পর্ষদের তরফে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, বি এড যাঁরা করেছেন, তাঁরা এবছর টেট-এ বসতে পারবেন না। ডিএলএড বা প্রাথমিকে পড়ানোর অন্যান্য প্রশিক্ষণ যাঁদের রয়েছে, তাঁরাই এবার প্রাথমিক টেট-এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। তা ছাড়া, গত বছরের টেটে যাঁরা অকৃতকার্য হয়েছিলেন, তাঁরাও নতুন করে এ বছর ফর্ম পূরণ করতে পারবেন, এমনটাই জানালেন প্রাথমিক পর্ষদ সভাপতি। আরও জানান, ‘‘সরকার চাইছে আরও বেশি শূন্যপদে নিয়োগ হোক। এই পর্বের নিয়োগ শেষ হলেই পরের নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিতে পারব।’’ গত বছর টেট পরীক্ষা হয়েছিল ১১ ডিসেম্বর। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর ওই পরীক্ষা হয়েছিল। তখনই পর্ষদ সভাপতি জানিয়েছিলেন, প্রতি বছর নিয়ম করে টেট হবে। এ বছরেও ডিসেম্বরে টেটের আয়োজন করছে পর্ষদ।

বিনামূল্যে এলপিজি সংযোগ আরও ৭৫ লক্ষ মহিলাকে, রান্নার গ্যাস নিয়ে ফের বড় ঘোষণা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বরঃ গৃহস্থালীর রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের দামে ২০০ টাকা করে ভর্তুকি দেওয়ার পর, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন এবং বেশ কয়েকটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের আগে, রান্নার গ্যাস নিয়ে আরও এক বড় ঘোষণা করল মোদি সরকার। বুধবার ‘প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা’র আওতায় আরও ৭৫ লক্ষ এলপিজি সংযোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হল। এদিন মন্ত্রীসভার এক বৈঠকে এই বাবদ মোট ১,৬৫০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দের অনুমোদন দেওয়া হল। পরবর্তী তিন বছরে এই ৭৫ লক্ষ এলপিজি সংযোগ দেওয়া হবে। অর্থাৎ, আগামী ৩ বছরে আরও ৭৫ লক্ষ গরিব মহিলা বিমামূল্যে এলপিজি সংযোগ পাবেন। এদিন মন্ত্রিসভার বৈঠক সম্পর্কে সাংবাদিক সম্মেলন করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর বলেন, ‘‘এখনও পর্যন্ত উজ্জ্বলা প্রকল্পের অধীনে ৯.৬০ কোটি এলপিজি সিলিন্ডার বিতরণ করা হয়েছে। আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, আরও বেশি দরিদ্র এবং অভাবী মহিলারা যাতে এই প্রকল্পের সুবিধা পান, তার জন্য বিনামূল্যে আরও ৭৫ লক্ষ এলপিজি সংযোগ দেওয়া হবে।’’ প্রসঙ্গত, দারিদ্র সীমার নীচে থাকা পরিবারগুলির মহিলাদের, বিনামূল্যে এলপিজি সংযোগ দেওয়ার জন্য ২০১৬ সালের মে মাসে ‘প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা’ চালু করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রান্নার জন্য কাঠ, কয়লা, ঘুটে ইত্যাদি ব্যবহারের ফলে যে স্বাস্থ্যগত সমস্যা হত, তার মোকাবিলায় দরিদ্র পরিবারগুলি যাতে এলপিজি সিলিন্ডার ব্যবহার করতে পারে, সেই লক্ষ্যেই এই প্রকল্প শুরু করা হয়েছিল। শুধু বিনামূল্যে এলপিজি সংযোগই নয়, উজ্জ্বলা যোজনার গ্রাহকদের প্রতি বছর ১২টি করে ১৪.২ কেজি ওজনের এলপিজি সিলিন্ডারে ২০০ টাকা করে ভর্তুকি দেওয়া হয়। সরকারের পক্ষ থেকে সকলের জন্য গৃহস্থালীর এলপিজি সিলিন্ডারে ২০০ টাকা করে ভর্তুকি ঘোষণার পর, উজ্জ্বলা যোজনার সুবিধাভোগীদের সিলিন্ডার প্রতি ভর্তুকির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪০০ টাকায়। সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ের প্রতিবেদন অনুসারে, উজ্জ্বলা প্রকল্পের অধীনে এই অতিরিক্ত ৭৫ লক্ষ এলপিজি সংযোগের ফলে, এই প্রকল্পের আওতায় মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ১০.৩৫

স্কুলে-স্কুলে ‘ছেলেধরা’ আতঙ্ক, কলকাতা থেকে জেলা সর্বত্রই উদ্বেগে শিক্ষক-অভিভাবকরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বরঃ স্কুলের চৌহদ্দির ভিতরে পড়ুয়ারা নিরাপদ। মাস্টারমশাই, দিদিমণিরা রয়েছেন। কিন্তু স্কুলগেটের বাইরেও কি নিরাপদ? সাম্প্রতিক বেশ কয়েকটি ঘটনায় উদ্বেগ বাড়ছে অভিভাবক-অভিভাবিকাদের মনে। এই যেমন মাটিগাড়ায় এক কিশোরীকে স্কুল থেকে ফেরার পথে জঙ্গলের ভিতরে নিয়ে গিয়ে খুনের অভিযোগ। জলপাইগুড়ির এক স্কুল পড়ুয়াকে অপহরণের চেষ্টার অভিযোগ। এমনকী খাস কলকাতাতেও এক পড়ুয়াকে স্কুল ছুটির পর বাইকে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ। একের পর এক ঘটনায় যখন উদ্বেগ বাড়ছে অভিভাবক-অভিভাবিকাদের মনে, ঠিক সেই সময়ে ভাইরাল এক অভিভাবিকার অডিয়ো ক্লিপ। স্কুল পড়ুয়াদের অভিভাবকদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ছড়িয়ে পড়েছে ওই অডিয়ো ক্লিপটি। সম্প্রতি সল্টলেকের এক স্কুলের অভিভাবকদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে এসেছে ওই অডিয়ো ক্লিপটি। সেখানে দাবি করা হচ্ছে, স্কুলের বাইরে থেকে পরিবারের লোকজনের নাম করে পড়ুয়াদের অপহরণের চেষ্টা করা হচ্ছে। ভাইরাল ওই অডিয়ো ক্লিপে এক অভিভাবিকার দাবি, তাঁর সন্তান স্কুল থেকে ফিরে তাঁকে জানিয়েছেন, স্কুলের গেটের বাইরে গলিতে মুখে মাস্ক পরা এক ব্যক্তি পড়ুয়ার হাত চেপে ধরেছিল। অজ্ঞাত পরিচয় ওই ব্যক্তি বলেছিল, ওই পড়ুয়ার দাদু খুব অসুস্থ এবং তাই পড়ুয়ার বাবা তাকে পাঠিয়েছে। কিন্তু, পড়ুয়া ওই ব্যক্তিকে জানায় তার জন্মের পাঁচ বছর পরেই দাদু মারা গিয়েছেন। কিন্তু এরপরও ওই ব্যক্তি জোরাজুরি করতে থাকে। তখন পড়ুয়া বলে, হাত না ছাড়লে চিৎকার করবে। আর এরপরই ওই ব্যক্তি সেখান থেকে পালিয়ে যায় বলে ভাইরাল অডিয়ো ক্লিপে দাবি করছেন ওই অভিভাবিকা। যদিও ওই অডিয়ো ক্লিপটি কার, সেই বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয়। ওই অভিভাবিকা নিজের সন্তানের নামও বলছেন অডিয়ো ক্লিপে। কিন্তু ওই অভিভাবিকার বিষয়ে কিছু জানা যায়নি এখনও। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের বাকি সদস্যরা বলছেন, সেটি ফরওয়ার্ডেড অডিয়ো ক্লিপ ছিল। তবে এই অডিয়ো ক্লিপ ছড়িয়ে পড়তেই আতঙ্ক ও উদ্বেগ দানা বেঁধেছে অভিভাবকদের মনে। সল্টলেকের ওই স্কুলের অধ্যক্ষ পায়েল দাসও জানাচ্ছেন, যে অডিয়ো ক্লিপটি ছড়িয়ে পড়েছে, সেটির বিষয়ে কেউই স্পষ্টভাবে কিছু বলতে পারছেন না। বলছেন, ‘‘সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে অনেক সময় ভুয়ো খবরও ছড়িয়ে পড়ে। এটা কতটা সত্য, তা জানার জন্য প্রশাসন যেন বিষয়টি খতিয়ে দেখে। কারণ পড়ুয়াদের নিরাপত্তার বিষয়টি সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।’’ একের পর এক ঘটনায় অভিভাবক-অভিভাবিকাদের মনেও দানা বাঁধতে শুরু করেছে ছেলে-ধরা আতঙ্ক। শুধু কলকাতা বা সল্টলেকের মতো

জায়গাতেই নয়, জেলাগুলিতেও ছড়িয়েছে আতঙ্ক। উদ্বিগ্ন শিক্ষক-শিক্ষিকারাও। বারাসতের একাধিক স্কুলে দেখা গেল শিক্ষক-শিক্ষিকারাই উদ্যোগী হয়ে সচেতনতার পাঠ দিচ্ছেন পড়ুয়াদের। বারাসত প্যারীচরণ সরকার রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়, বারাসত গার্লস হাইস্কুল-সহ একাধিক স্কুলে দেখা গেল এমন ছবি। পড়ুয়াদের বোঝানো হচ্ছে, যাতে এরকম কোনও ফাঁদে তারা পা না দেয়। বারাসত প্যারীচরণ সরকার রাষ্ট্রীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিকাশ চক্রবর্তী জানাচ্ছেন, বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অভিভাবক-অভিভাবিকাদের সতর্ক করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এর পাশাপাশি স্কুলের প্রার্থনা সঙ্গীতের সময়েও পড়ুয়াদের সচেতন করে দেওয়া হচ্ছে যাতে অচেনা-অজানা কারও সঙ্গে স্কুলের বাইরে না যায়। বারাসত গার্লস হাইস্কুলের শিক্ষিকা জবা সরকারও জানাচ্ছেন, সেখানেও গল্পের ছলে পড়ুয়াদের সচেতন করার চেষ্টা চলছে। স্কুলগুলি পদক্ষেপ করছে বটে, তবে অভিভাবক-অভিভাবিকাদের মন থেকে দুশ্চিন্তা পুরোপুরি কাটছে না। কিন্তু স্কুলে তো পাঠাতেই হবে। ছেলে-মেয়েদের তো বাড়িতে বসিয়ে রাখলে চলবে না। অনেকেই তাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্কুলের বাইরে অপেক্ষা করছেন। স্কুল ছুটির পর একেবারে সন্তানদের নিয়ে বাড়ি ফিরছেন। একই ছবি উত্তরের জেলাগুলিতেও। শিলিগুড়ির কলেজপাড়া গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা অত্যুহা বাগচীর গলাতেও উদ্বেগের সুর। স্কুল শুরুর সময় ও স্কুল ছুটির সময় ওই রাস্তায় কারা আসছে, কারা যাচ্ছে তার উপর পুলিশের নজরদারির প্রয়োজনের কথা বলছেন তিনি। বলছেন, ‘‘ওই সময়ে স্কুল গেটের সামনের রাস্তায় এমন অনেক লোকজন ঢুকে যাচ্ছে যারা অভিভাবক-অভিভাবিকা নয়।’’ একইসঙ্গে অভিভাবকদেরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছেন তিনি। পাশাপাশি অভিভাবকরা যে টোটোয় বা পুলকারে করে বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাচ্ছেন, সেই পুলকার বা টোটোচালক কতটা বিশ্বস্ত তাও দেখা দরকার বলে মত প্রধান শিক্ষিকার। তবে এই সব ঘটনার মধ্যেই পুলিশ প্রশাসনের তরফেও কড়া পদক্ষেপ করা হচ্ছে। কলকাতার ঘটনায় যেমন পড়ুয়াকে বাইকে তুলে নিয়ে যাওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশ পড়ুয়াকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। জলপাইগুড়ি পুলিশ জেলা থেকেও অভিভাবকদের কাছে অনুরোধ করা হয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়ো তথ্য না ছড়িয়ে সেই বিষয়ে যাতে দ্রুত পুলিশকে জানানো হয়। গুজব না ছড়ানো ও আতঙ্কিত না হওয়ার জন্যও অভিভাবকদের পরামর্শ দিয়েছে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ। ব্রাত্য বসুকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘‘খুবই খারাপ ঘটনা। উপযুক্ত রিপোর্ট পেলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেব। জেলা থেকে যদি এমন কোনও ঘটনা ঘটে থাকে, তাহলে রিপোর্ট এলে সঙ্গে সঙ্গে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’’

অর্থ সাহায্য ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর, শোকপ্রকাশ গেহলটের

ভরতপুর, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ রাজস্থানের ভরতপুর জেলায় ট্রেলার ও বাসের সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ১৪ জন। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১২ জন। বুধবার ভোর ৪.৩০ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ভরতপুর জেলার হানত্রার কাছে জয়পুর-আগ্রা হাইওয়ের ওপর। পুলিশ জানিয়েছে, লখনপুর এলাকার অন্ত্রা ফ্লাইওভারে বাসটি থেমেছিল, সেই বাসের পিছনে ট্রেলারটি ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনাস্থলেই ৫ জন পুরুষ ও ৬ জন মহিলার মৃত্যু হয়েছে।ভরতপুরের পুলিশ সুপার মৃদুল কাচাওয়া বলেছেন, বাসের যাত্রীরা গুজরাটের ভাবনগর থেকে উত্তর প্রদেশের মথুরায় যাচ্ছিলেন। ভোর ৪.৩০ মিনিট নাগাদ লখনপুর এলাকার অন্ত্রা ফ্লাইওভারে বাসটি থেমেছিল, সেই বাসের পিছনে ট্রেলারটি ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনাস্থলেই ১৪ জনের মৃত্যু হয় ও ১৪ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাজস্থানের ভরতপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের স্বজনদের প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে ২ লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। আহতদের প্রত্যেককে দেওয়া হবে ৫০ হাজার টাকা করে। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটও। মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, ভরতপুরে ১১ জনের মৃত্যুতে গভীরভাবে দুঃখিত। ঈশ্বরের কাছে নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করছি। আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী গেহলট। দুঃখপ্রকাশ করেছেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেলও। গুজরাট সরকারের পক্ষ থেকে নিহতদের পরিবারপিছু ৪ লক্ষ টাকা ও আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে সফর প্রধানমন্ত্রীর, রয়েছে একগুচ্ছ কর্মসূচি

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১৪ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগ। সফরে যাচ্ছেন। এই সফরে দুই রাজ্যে বেশ কিছু কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রী মোদীর। বৃহস্পতিবার বেলা ১১.১৫ মিনিট নাগাদ মধ্যপ্রদেশের বিনায় পৌঁছবেন প্রধানমন্ত্রী, সেখানে তিনি ৫০ হাজার ৭০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন। এর মধ্যে রয়েছে ‘ রিফাইনারিতে পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স’ এবং সমগ্র মধ্যপ্রদেশজুড়ে ১০টি নতুন শিল্প প্রকল্প।এরপর বিকেল ৩.১৫ মিনিট নাগাদ ছত্তিশগড়ের রায়গড়ে পৌঁছবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, সেখানে তিনি গুরুত্বপূর্ণ রেল সেক্টর প্রকল্পগুলি দেশকে উৎসর্গ করবেন। অনুষ্ঠান চলাকালীন, প্রধানমন্ত্রী ছত্তিশগড়ের নয়টি জেলায় ‘ কেয়ার ব্লক’-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন এবং এক লক্ষ সিকেল সেল কাউন্সেলিং কার্ডও বিতরণ করবেন।

ভিয়েতনামে ৯-তলা ভবনে বিধ্বংসী আগুন, কমপক্ষে ৫০ জনের মৃত্যু

হ্যানয়, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয়ের একটি ৯-তলা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কমপক্ষে ৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় সময় অনুযায়ী, মঙ্গলবার মধ্যরাতের ঠিক আগে ৯-তলা বিল্ডিংয়ের পার্কিং ফ্লোরে আগুনের সূত্রপাত হয়, সেখানে অনেক মোটরবাইক ছিল। যখন আগুন লাগে, তখন অনেক বাসিন্দা বাড়িতে ছিলেন। ৪৫টি পরিবার সেখানে বসবাস রে।দমকল কর্মীদের অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সে পৌঁছাতে বেশ বেগ পেতে হয় কারণ বিল্ডিংটি একটি সরু গলির মধ্যে অবস্থিত। বিল্ডিং থেকে ৩০০ থেকে ৪০০ মিটার দূরে দমকলের ইঞ্জিন দাঁড়। করাতে হয়। বুধবার সকালে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, অগ্নিকাণ্ডের পর ৭০ জনকে উদ্ধার করা হয়, তাঁদের মধ্যে ৫৪ জনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আগ্নিকাণ্ডে ৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়েছে এবং উদ্ধার অভিযান চলছে। পুলিশ আগুনের কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে জি-২০ শিখর সম্মেলন

নয়াদিল্লি,১৩সেপ্টেম্বরঃনতুন দিল্লিতে অষ্টাদশ জি-২০ শিখর সম্মেলন শুরুর এক সপ্তাহ আগে থেকেই আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। আয়োজক দেশ ভারতে ৯ এবং ১০ সেপ্টেম্বর এই শিখর সম্মেলনে যোগ দিতে আসা জো বাইডেন, ঋষি সুনক, ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ সহ বিশ্ব নেতৃবর্গ এবং অন্য অভ্যাগতদের জন্য গৃহীত নানাবিধ ব্যবস্থা ওইসব প্রতিবেদনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। এরপর সম্মেলন শুরুর সময়ে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের একাংশ বস্তি ভেঙে দেওয়া, গণতন্ত্রের অবস্থা, ভারতের আর্থিক বৈষম্য প্রভৃতি বিষয়গুলিও তুলে ধরা হয়।যদিও নতুনদিল্লির ঘোষণাপত্র গৃহীত হওয়ার পরে প্রায় প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্র এবং টেলিভিশন চ্যানেল এটিকে বিরাট এক সাফল্য হিসেবে বর্ণনা করেছে। সদস্য দেশগুলির মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠাকে তারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কূটনৈতিক জয় বলেও বর্ণনা করেছে।নতুন দিল্লির ঘোষণাপত্র-বিরাট আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম কেন্দ্রে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা সমবেত হয়ে এই শিখর সম্মেলনে সম্ভাব্য ফল কি হতে পারে তা নিয়ে যখন নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করছেন ঠিক সেই সময় এলইডি স্ক্রিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ছবি ফুটে ওঠে। যেখানে তিনি বলছেন, এইমাত্র সুসংবাদ পৌঁছেছে। আমাদের দলগত কঠোর পরিশ্রম এবং আপনাদের সহযোগিতার ফলে নতুন দিল্লি জি-২০ শিখর সম্মেলনে ঘোষণাপত্রে ঐকমত্য হয়েছে....আমি প্রস্তাব করছি, নেতৃবর্গের এই ঘোষণাপত্র গৃহীত হোক। ঘোষণাপত্র গৃহীত বলে আমি জানাচ্ছি।বিবিসিতে বলা হয়, জি-২০ শিখর সম্মেলন থেকে অপ্রত্যাশিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিরোনাম পাওয়া গেছে। সেই সঙ্গে বলা হয়, শিখর সম্মেলনের প্রথম দিনে যৌথ ঘোষণাপত্র গৃহীত হতে পারে এমন আশা খুব কম জনেরই ছিল। তার কারণ ইউক্রেনের যুদ্ধ নিয়ে জি-২০ গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে তীব্র মতভেদ ছিল। বিবিসি জানায়, দিল্লি ঘোষণাপত্র দেখে মনে হচ্ছে পশ্চিমী দেশগুলি এবং রাশিয়া এরমধ্যে সদর্থক বার্তা খুঁজে পেতে পারে।দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস এই ঘোষণাপত্রকে গতবছরের বালি ঘোষণাপত্রের থেকে ‘বৈপরীত্য’ বলে ব্যাখ্যা করেছে। কারণ বালি ঘোষণাপত্রে বিশ্ব নেতৃবর্গ ইউক্রেন আক্রমণ করায় রাশিয়ার কঠোর নিঃদা করেছিল।অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস রিপোর্ট উদ্ধৃত করে চিকাগো ট্রিবিউন এবং ইউএস নিউজ জানায়, জি-২০ শিখর সম্মেলনে বিভাজিত বিশ্বশক্তি্র মাঝে ভারত যে সমঝোতা গড়ে তুলেছে তা আসলে মোদীর কূটনৈতিক জয় ।ওয়াশিংটন পোস্টে বলা হয়, জি-২০ চুক্তিতে ইউক্রেন নিয়ে তীব্র বৈপরীত্য ফুটে উঠেছে এবং দক্ষিণী বিশ্বের দেশগুলির ক্ষেত্রে এ এক উদ্বেগের ছায়া। তবে, ব্রিটেনের দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকায় বলা হয়, ইউক্রেন নিয়ে জি-২০-র অচলাবস্থা নিরসনে ভারতের বর্ধিত প্রভাব পরিলক্ষিত। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে লেখা হয়, ভারতের উত্থানের সঙ্গেই জি-২০-তে প্রকাশ পেল বিশ্ব ব্যবস্থাপনার ভরকেন্দ্রের পরিবর্তন।বেজিং নতুন দিল্লির ঘোষণাপত্রের প্রশংসার পাশাপাশি বলে, জি-২০ অর্থনৈতিক বিষয়ক গোষ্ঠী, ভূ-রাজনৈতিক নয়। আল জাজিরায় প্রকাশিত হয় শিখর সম্মেলনের সমাপ্তিতে ‘ ঘোষণাপত্রের প্রশংসা করে রাশিয়া।নতুন দিল্লির এই শিখর সম্মেলনকে পর্যবেক্ষকরা দেখেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিশ্বমঞ্চে ভারতের প্রভাব বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে দেখেছেন। হংকং থেকে প্রকাশিত সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টে বলা হয়, এই মঞ্চ মার্কিন রাষ্ট্রপতি জো বাইডেনকে আয়োজক দেশ ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার বন্ধন আরও সুদৃঢ় করার সুযোগ করে দিয়েছে, তার পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশগুলির কাছেও পৌঁছোতে সাহায্য করেছে।ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডোরের ঘোষণাকে দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট এবং সিএনএন তুলে ধরেছে। তারা বলেছে, অস্থির এলাকায় বৃহত্তর সংযোগ গড়ে তুলতে এক আশাব্যঞ্জক প্রস্তাব এবং বছরের পর বছর ধরে বিশ্বজুড়ে চিনের মদতে বৃহ পরিকাঠামো গড়ে তোলার এক পাল্টা পদক্ষেপ ।

মাদক, দুর্নীতি, দুষ্কৃতীদের আখড়ায় পরিণত করিমগঞ্জ জেলা কারাগার, অভিযোগ

করিমগঞ্জ (অসম), ১৩ সেপ্টেম্বরঃ মাদক-হাট, দুর্নীতি, দুষ্কৃতীদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে করিমগঞ্জ জেলা কারাগার। টাকা দিলেই মেলে জামাই আদর। হেরোইন, ব্রাউন সুগার, ইয়াবা, গাঁজা সহ নানা ধরনের মাদক ও মদের অবাধ কারবার চলে কারাগারের ভিতরে। ড্রাগস সেবনের পাশাপাশি কারাগারের ভেতরে রাত জেগে বসে জুয়ার আসরও। কারাগারে বন্দি হাজতবাসীদের আত্মীয়স্বজনরা দেখা করতে আসলে দিতে হয় নগদ টাকা। জুয়া খেলায় সাহায্য সহ ড্রাগস সরবরাহের সাথে জ।তি কারাগারের একাংশ কর্মী। করিমগঞ্জ জেলা কারাগারের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এতদিন কেউ এ ব্যাপারে মুখ না খুললেও এবার এ সব ঘটনার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন সম্প্রতি জামিন-প্রাপ্ত জনৈক ব্যক্তি।কারাগারের সংগঠিত নানা ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি এবং মাদক ও জুয়ার আড্ডার তথ্য তুলে ধরেছেন করিমগঞ্জের ময়না মিয়াঁ। ক্ষোভ প্রকাশ করে ময়না বলেন, জেলা কারাগার দিন দিন অনিরাপদ হয়ে উঠছে। একাংশ কারাকর্মীদের সহযোগিতায় মাদকের আখ।ায় পরিণত হয়েছে। টাকার বিনিময়ে সরবরাহ করা হয় মদ, গাঁজা, হেরোইন ও ইয়াবা।ঘটনার বিবরণ দিয়ে তিনি বলেন, কয়েকমাস আগে প্রতিবেশীর চক্রান্তমূলক এক মামলায় তিনি নিজে এবং তার ছেলে আলতাফ হোসেনকে হাজতবাস করতে হয় বেশ কয়েকদিন। কিন্তু এই কয়েকদিনের মধ্যে তাদের দুজনকেই নানাভাবে অত্যাচার করা হয় কারাগারের ভিতরে।দীর্ঘ কয়েকবছর ধরে কারারুদ্ধ কয়েদিদের হাতে নানাভাবে শারীরিক হয়রানির শসিকার হতে হয়েছে তাদের দুজনকে। এমন-কি নগদ এক লক্ষ টাকা দেওয়া না হলে প্রাণে মারার হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে তাকে। এ সম্পর্কে বারকয়েক জেলসুপারকে নালিশ জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি তাদের। বাধ্য হয়ে অত্যাচার থেকে বাঁচতে ২০ হাজার টাকা দিয়েছেন কয়েক বছর থেকে হাজতবাসী জনৈক কয়েদিকে।ময়না মিয়াঁ বলেন, বাইরে থেকে কিছু বোঝা না গেলেও কারাগারের ভেতরে গ।ে উঠেছে নিরাপদ মাদক ব্যবসার কেঃদ্র। বেশ কয়েক ধরনের সিন্ডিকেট রয়েছে ভিতরে। সিন্ডিকেটে কয়েদিরা যেমন আছেন, তেমনি বাইরে থেকেও অনেকে এ সব কারবার নিয়ন্ত্রণ করেন। নানা কৌশলে কারাগারে ঢোকানো হয় ইয়াবা, হোরাইন, গাঁজা ও মদ। অপকীর্তিতে জ।তি রয়েছেন কারাগারের একাংশ কর্মী।টাকার বিনিময়ে আসামিদের নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধাও দেওয়া হয়। এমন-কি জামিনে মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে আসার সময় নগদ টাকা দাবি করা হয়। তিনি নিজে দাবি মতো টাকা না দেওয়ায় তাকে দুঘণ্টা বসিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ জানিয়ে কোনো লাভ হয়নি।এ সম্পর্কে করিমগঞ্জের জেলাশাসক মৃদুল যাদব বলেন, কিছু দিন পর পর জেলা কারাগার পরিদর্শন করা হয়। কোনও কয়েদির কাছ থেকে কোনও ধরনের অভিযোগ পাওয়া যায়নি। কারাগারে যদি ড্রাগস সেবন বা সরবরাহের অভিযোগ পাওয়া যায় তা-হলে প্রশাসনিকভাবে তদন্ত করা হবে, এমন-কি তিনি নিজে সারপ্রাইজ ভিজিট করবেন। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হলে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে, বলেন জেলাশাসক।উল্লেখ্য, কয়েকমাস আগে করিমগঞ্জ জেলা কারাগার পরিদর্শন করে গিয়েছিলেন রাজ্য আইনি সহায়তা কর্তৃপক্ষ। পরিদর্শনকালে জেলা কারাগারে পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা, জেলবন্দিদের জন্য প্রস্তুতকৃত খাবারের মান পর্যবেক্ষণ, বন্দিদের নিরাপত্তা, তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন রাজ্য আইনি সহায়তা কর্তৃপক্ষ। কারাগারের অভ্যন্তরও পরিদর্শন করে জেল বন্দিদের খাবারের মান, আইনি বিষয়, বন্দিদের সমস্যার কথা শুনে জেল সুপারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি।বিভিন্ন ওয়ার্ডে গিয়ে কারাবন্দিদের সাথে কথা বলে তাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার খোঁজ-খবরও নিয়েছেন। কারাগারের বিভিন্ন অংশে অসুবিধা সমূহ পরিদর্শন করে সে সবের সমাধান সম্পর্কিত নির্দেশনা প্রদান করেছে প্রতিনিধি দল। কিন্তু সম্প্রতি জামিনে মুক্তিপ্রাপ্ত জেল ফেরত ব্যক্তি্র একাধিক অভিযোগে নানা প্রশ্ন উঠছে। প্রশ্ন উঠছে জেল সুপারের ভূমিকায়ও।

কেরলে ৪ জনের দেহে নিপা ভাইরাসের হদিশ, বীনা বললেন সংক্রমণ রুখতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে

তিরুবনন্তপুরম, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ কেরলে ৪ জনের দেশে নিপা ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে তিনটি কেন্দ্রীয় দল কেরল যাচ্ছে। এ বিষয়ে বুধবার কেরলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বীনা জর্জ বলেছেন, এনআইভি পুণের একটি দল মোবাইল ল্যাব স্থাপনের জন্য আজ সন্ধ্যায় কোঝিকোড়ে পৌঁছবে। এনআইভি পুণে থেকে আরেকটি দল বাদুড়ের সমীক্ষার জন্য পৌঁছবে। চেন্নাই থেকে মহামারী বিশেষজ্ঞদের একটি দল সমীক্ষার জন্য পৌঁছেছে।

সংক্রমণ ঠেকাতে সম্ভাব্য সব ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ। এই মুহূর্তে স্বাস্থ্য বিভাগের অগ্রাধিকার হল আরও বেশি মানুষকে সংক্রামিত হওয়া থেকে বিরত রাখা এবং মানসিক সহায়তা-সহ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।বুধবার কেরল বিধানসভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বীনা জর্জ বলেছেন, এর আগের দিন রাতে, স্বাস্থ্য দফতর একটি উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠক করেছিল এবং সমস্ত উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা কোঝিকোড়ে গিয়েছিলেন। প্রোটোকলের ভিত্তিতে, ১৬টি কমিটি গঠন করা হয়েছে... কোঝিকোড় মেডিকেল কলেজে ৭৫টি কক্ষ প্রস্তুত করা হয়েছে। কোঝিকোড় জেলার দু'টি কেন্দ্র এবং এর চারপাশের পাঁচ কিলোমিটার ব্যাসার্ধকে কন্টেনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

বিহারের সীতামঢ়ীতে মিড-ডে মিল খেয়ে অসুস্থ বহু শিশু, চিকিৎসার পর সবাই সুস্থ

সীতামঢ়ী, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ বিহারের সীতামঢ়ী জেলায় একটি প্রাথমিক স্কুলে মিড-ডে মিলের খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে প।ল কমপক্ষে ৫০টি শিশু। ১২ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছিল সীতামঢ়ী জেলার ডুমরা ব্লকের একটি প্রাথমিক স্কুলে। অসুস্থ অবস্থায় প্রত্যেকটি শিশুকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, চিকিৎসার পর সবাই এখন সুস্থ। বুধবার সকালে সদর হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ সুধা ঝা বলেছেন, এখন সবকিছু স্বাভাবিক রয়েছে।মঙ্গলবার ডুমরা ব্লকের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিলের খাবার খাওয়ার পরে প্রায় ৫০টি

বর্তমান আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রসঙ্ঘ নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে

নয়াদিল্লি,১৩সেপ্টেম্বরঃগোষ্ঠীর প্রতিটি সদস্যের সুবিধার দিকটি বিবেচনা করে বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে জি-২০ গোষ্ঠী সক্রিয়। ভারত এই গোষ্ঠীর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় বহুস্তরীয় কূটনীতির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে উদ্যোগী হয়েছে। এক্ষেত্রে ভারতের সাফল্য নজরে আসছে। সারা বছর ধরে ভারতের সভাপতিত্বে জি-২০ গোষ্ঠীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে আলাপ আলোচনায় যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। এই গোষ্ঠীর প্রথম সভাপতি ছিল জার্মানী। সেই সময় থেকে জি-২০ গোষ্ঠীর বিদেশ মন্ত্রীদের বার্ষিক সম্মেলন একটি নিয়মানুগ উদ্যোগে পরিণত হয়। ভারত প্রথমবার গোষ্ঠীর বিদেশ মন্ত্রীদের আলোচনা চূড়ান্ত করে একটি নথি প্রকাশ করে। এই সর্বাঙ্গীন নথিতে সদস্য রাষ্ট্রগুলির বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত স্থান পায়। এর মধ্যে রয়েছে - বহুস্তরীয়বাদকে শক্তিশালী করে তোলা, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা এবং বিশ্ব জুড়ে বিভিন্ন ধরণের স্বাস্থ্য সঙ্কটের সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। বিদেশ মন্ত্রীদের এই অঙ্গীকারের মাধ্যমে একটি সক্রিয় বহুপাক্ষিক ব্যবস্থাপনা গ।ে তুলতে হবে, যেখানে প্রতিটি রাষ্ট্রের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকে। ভারত তার সভাপতিত্বকালে রাষ্ট্রসংঘের সংস্কারের বিষয়টি নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা চালিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে - রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের পুনর্গঠন। রাষ্ট্রসংঘের কাঠামোর মধ্যে থেকে এই সংস্থার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শাখায় আরও বেশি প্রতিনিধির অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি জি-২০ গোষ্ঠীর বিদেশ মন্ত্রীদের আলোচনার মূল নথিতে স্থান পেয়েছে। বর্তমান আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রসঙ্ঘ নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। পরিষদের কাজে নানা ধরনের বিঘ্ন সৃষ্টি করা একটি সমস্যার কারণ। তাই, এই পরিষদকে যথাযথভাবে কাজ করতে হলে এর সর্বাঙ্গীন সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। ভারতের সভাপতিত্বে জি-২০ গোষ্ঠী বহুপাক্ষিক ব্যবস্থাপনাকে আরও সক্রিয় করতে উদ্যোগী হয়েছে। মাল্টিলেটারাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কগুলির সংস্কারের জন্য একটি নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠী গড়ে তোলা হয়েছে। এই গোষ্ঠীটি ব্যাঙ্ক পরিচালনার কাজে বিভিন্ন সুপারিশ করেছে, যাতে একবিংশ শতাব্দীর চাহিদাগুলিকে পূরণ করা সম্ভব হয়। সদস্য রাষ্ট্রগুলির কাছে ইতোমধ্যেই ‘ মাল্টিলেটারাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কস্ দ্য ট্রিপল এজেন্ডা’ শীর্ষক দুই পর্বে একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনের দ্বিতীয় পর্বটিতে আগামী অক্টোবর মাসে অর্থমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির গভর্নরদের চতুর্থ বৈঠকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জমা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ব্যাঙ্কগুলির নিরপেক্ষ পর্যালোচনার জন্য প্রয়োজনীয় নীতি-নির্দেশিকা ছা।াও বিদেশ মন্ত্রীদের বিভিন্ন উচ্চাকাঙ্ক্ষী সুপারিশের বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ বৈঠকের ফাঁকে ব্যাঙ্কগুলির আর্থিক সক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে একটি উচ্চ পর্যায়ের আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হবে। এই আলোচনাচক্র ব্যাঙ্কগুলিকে আরও কার্যকর করতে সহায়ক হবে।প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে ভারত দক্ষিণী বিশ্বের শিখর সম্মেলনের আয়োজন করে। দু'দিনব্যাপী এই সম্মেলনে ১২৫টি দেশের প্রতিনিধিরা ১০টি অধিবেশনে তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরেন। এই আলোচনায় উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলি বিভিন্ন উদ্বেগ, সমস্যা এবং সমস্যা নিরসনের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করে তার সমাধানের বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করে। ‘ কুটুম্বকম্’ ভাবনায় জি-২০ গোষ্ঠীর সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এই আলোচনার মাধ্যমেই আফ্রিকান ইউনিয়নকে গোষ্ঠীর স্থায়ী সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার মধ্য দিয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক এক আন্তর্জাতিক সহযোগিতার নতুন অধ্যায় সূচিত হয়েছে। এটি স্পষ্ট যে, বর্তমান যুগের বিভিন্ন সমস্যা আর কোনও দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী চলতি বছরের মার্চ মাসে জি-২০ গোষ্ঠীর বিদেশ মন্ত্রীদের বৈঠকে বলেছিলেন, আজ বহুস্তরীয়বাদ ব্যবস্থাপনা সঙ্কটের সম্মুখীন। আর্থিক সঙ্কট, জলবায়ু পরিবর্তন, অতিমারী, সন্ত্রাসবাদ এবং যুদ্ধ - গত কয়েক বছরে এইসব সমস্যাগুলি দেখিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহুস্তরীয়বাদ ব্যবস্থা ব্যর্থ। তাই, একটি সংগঠিত, সমন্বিত এবং মানব-কেন্দ্রিক অন্তর্ভুক্তিমূলক উদ্যোগের মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে, যাতে বহুপাক্ষিক সংস্থাগুলি আরও সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কথায় যখন সারা বিশ্বে পরিবর্তন হচ্ছে, আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলিরও তখন পরিবর্তন হওয়া উচিত। নচে, বৈরি মনস্ক এমন এক বিশ্ব গড়ে উঠবে, যেখানে কোনও নিয়ম-কানুন চলবে না। সারা বিশ্ব যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন সেগুলির সমাধান করতে ভারতীয় পুরাণ থেকে নেওয়া ‘ বিশ্ব, এক পরিবার, এক ভবিষ্য’ - এর ভাবনা এবং প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশিত পথ সহায়ক হবে। একবিংশ শতাব্দীর প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনতে আমাদের সহযোগিতা ও সমন্বয়ের উপর গুরুত্ব দিতে হবে, ভারতের সভাপতিত্বে জি-২০ গোষ্ঠী এই বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

দিল্লি সরকারের বিনামূল্যে পরিষেবা প্রকল্পগুলি মুদ্রাস্ফীতি থেকে স্বস্তি দিয়েছেঃকেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃদিল্লি সরকারের বিনামূল্যে পরিষেবা প্রকল্পগুলি মুদ্রাস্ফীতি থেকে স্বস্তি দিয়েছে মানুষকে। দাবি করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল বুধবার দাবি করেছেন, দিল্লিতে মুদ্রাস্ফীতি সর্বনিম্ন এবং বিনামূল্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, বিদ্যুৎ এবং জলের জন্য সরকারের পরিকল্পনাগুলি জাতীয় রাজধানীর মানুষকে অভূতপূর্ব স্বস্তি দিয়েছে।মঙ্গলবার প্রকাশিত একটি সরকারী তথ্য অনুসারে, প্রধানত শাকসবজির দাম কমার কারণে, ভারতে খুচরা মুদ্রাস্ফীতি আগস্টে ৬.৮৩ শতাংশে নেমে এসেছে, জুলাই মাসেই যা ছিল ৭.৪৪ শতাংশ। কিছু রাজ্যের মুদ্রাস্ফীতির পরিসংখ্যানকে জাতীয় গড়ের সঙ্গে তুলনা করে, এমন একটি সংবাদ প্রতিবেদন এক্স মাধ্যমে পোস্ট করে বুধবার কেজরিওয়াল লিখেছেন, বরাবরের মতোই দিল্লিতে মুদ্রাস্ফীতি সর্বনিম্নে রয়েছে। বিনামূল্যে শিক্ষা, বিনামূল্যে চিকিৎসা, মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে পরিবহন, বিনামূল্যে জল, বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, বিনামূল্যে তীর্থযাত্রা এবং দিল্লি সরকারের স সরকার দিল্লির জনগণের জন্য প্রভূত স্বস্তি এনে দিয়েছে।

ফের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ উত্তর কোরিয়ার, সতর্ক করল জাপান

টোকিও, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ আবারও ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করল উত্তর কোরিয়া। তাও আবার উত্তর কোরিয়ার শাসক কিম জং উন-এর রাশিয়া সফরের মধ্যেই। বুধবার (১৩ সেপ্টেম্বর) উত্তর কোরিয়া নিজস্ব পূর্ব উপকূলে অন্তত একটি ‘ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র’ নিক্ষেপ করেছে। এই ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের বিষয়ে সতর্ক করেছে জাপানের প্রধানমন্ত্রীর দফতর।তবে, জাপানের কোস্ট গার্ড জানিয়েছে, দু'টি ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করা হতে পারে এবং সেগুলি সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, কয়েকজন সিনিয়র সামরিক কর্মকর্তাকে সঙ্গে নিয়ে রাশিয়া সফরে গিয়েছেন কিম। এই সফরের এজেন্ডায় অস্ত্র বিক্রির বিষয়টি শীর্ষে আছে বলেই মনে করা হচ্ছে। সেজন্যই পুতিন-কিমের বৈঠকের ঠিক প্রাক মুহূর্তে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়ে থাকতে পারে।

আজম খানের বিভিন্ন ঠিকানায় আয়কর বিভাগের হানা, লখনউ ও গাজিয়াবাদেও চলছে তল্লাশি

লখনউ, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ সমাজবাদী পার্টি (এসপি)-র নেতা আজম খানের সঙ্গে সম্পর্কিত একাধিক ঠিকানায় তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে আয়কর বিভাগ। উত্তর প্রদেশের রামপুর, মেরঠ, লখনউ এবং গাজিয়াবাদ-সহ বিভিন্ন ঠিকানায় চলছে এই তল্লাশি অভিযান। উত্তর প্রদেশের পাশাপাশি মধ্যপ্রদেশেও আজম খান এবং তাঁর সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কর ফাঁকির তদন্তের অংশ হিসাবে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে আয়কর দফতর।আয়কর বিভাগ সূত্রের খবর, উত্তর প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের কমপক্ষে ৩০টি স্থানে চলছে তল্লাশি অভিযান। উত্তর প্রদেশের রামপুর, সাহারানপুর, লখনউ, গাজিয়াবাদ এবং মেরঠে চলছে তল্লাশি, পার্শ্ববর্তী রাজ্য মধ্যপ্রদেশের কিছু জায়গাতেও চলছে অভিযান। আজম খান এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত কিছু ট্রাস্টের সঙ্গে এই মামলাটি।

বিশ্বকর্মা প্রতিমার কাজ চলছে জোর কদমে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন কুমারটুলিতে, এখন শুধুই ব্যস্ততা মৃৎশিল্পীদের

জয়দীপ মৈত্র, দক্ষিণ দিনাজপুরঃবাঙালির শ্রেষ্ঠ উসব দুর্গোৎসবের আগেই বিশ্বকর্মা পুজো। ব্যাস্ততা পাটুলি পা।ায়। হাতেগোনা মাত্র আর পাঁচ দিন, চলতি মাসের ১৮ সেপ্টেম্বর সোমবার সারা বাংলা জুড়ে নানান কলকারখানা সহ অনেক দোকান লোহা লক্কড়ের দোকান সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পূজিত হবেন কারিগরি দেবতা তথা বিশ্বকর্মা দেব। তার সাথে সাথেই কিছুদিনের মধ্যেই মহালয়ার পূণ্য তিথিতে পিতৃপক্ষের অবসান হয়ে মাতৃপক্ষের সূচনা হবে এবং শারদীয়া উসব দেবী দুর্গাপূজা শুরু হবে। চলতি সপ্তাহের অন্ত থেকেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উসব দূর্গো উসবের দামামা বেজে উঠবে। প্রসঙ্গত, গত দুবছর তথা ২০২০-২০২১ ও ২০২২ সালে করোনা আবহ ও লকডাউনের জেরে বিশ্বকর্মা প্রতিমার বায়না তেমন না পাওযায়. মাথায. হাত পড়ে ছিল কুমোরটুলির মৃশিল্পীদের। তবে লকডাউন শিথিল হয়েছে অনেকদিন আগেই আর পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক তাই মুখে হাসি ফুটেছে মৃশিল্পীদের। বাঙালির আবেগের ওপর অন্য কিছু হয.না কারণ বিশ্বকর্মা পূজা মানেই আগমনীর বার্তা বিশ্বকর্মা পুজো শুরু হওযা. মানে দেবী দুর্গার বোধন শুরু হওয়া তাই খুশির জোয়ারে ভাসতেই বিশ্বকর্মা পূজার মধ্য দিয়ে দূর্গাপূজার আবেগে ভাসবেন সকলে। তার আগে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন কুমোরটুলির মৃশিল্পীদের বিশ্বকর্মা প্রতিমার শেষ তুলির টান দিতে দেখা গেল, তাদের প্রস্তুতি ভীষণভাবে তুঙ্গে কারণ সপ্তাহতেই অর্ডার করা বিশ্বকর্মা প্রতিমা পৌঁছে দিতে হবে নানান জায়গায়।এই বিষযে.দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর পৌরসভার ১২ নং ওযার্ডের দত্তপাড়া এলাকাযর মৃৎশিল্পী গৌরাঙ্গ শীল জানান, লকডাউনের জেরে প্রতিমা বিক্রি ও বায়না না পেয়ে কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছিল। লকডাউন শিথিল হয়েছে পরিস্থিতি এখন পুরো স্বাভাবিক ও বিশ্বকর্মা পুজোর দিন এগিয়ে আসর আগে থেকে বিভিন্ন ক্লাব অন্যান্য কারখানা দোকান বড় বড় বাড়ি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছোট-বড় নানান ধরণের বিশ্বকর্মা প্রতিমা বাযনা করে যাচ্ছেন, ১৬ তারিখে ডেলিভারি দিব তাই শেষ প্রস্তুতি চলছে, আমাদের দিকে ভগবান মুখ তুলে তাকিযেছেন। এই কুমোরটুলিতে ১০০০ টাকা থেকে শুরু করে ৬০০০ টাকা অব্দি বিভিন্ন ধরনের ছোট বড় মাঝারি সাইজের বিশ্বকর্মা প্রতিমা তৈরীর প্রস্তুতি চলছে। জানা গেছে এই মৃৎশিল্পী তার নিচের হাতে রাত দিন এক করে ঘেমে নিয়ে প্রায় ৪০টির অধিক প্রতিমা তৈরি করছেন তাই এখন তাদের নাওয়া খাওয়ার সময় নেই সপ্তাহের অন্তেই আগামী পাঁচ দিন পর তথা ১৮ই সেপ্টেম্বর কারিগরি দেবতা বিশ্বকর্মার পুজো তার আগেই বিভিন্ন জায়গা থেকে বায়না করা প্রতিমা ও বাজারে বিক্রি করবার জন্য প্রতিমা তৈরির ব্যস্ততা চলছে।তবে বলাই বাহুল্য, প্রতিমা বিক্রির বায়না পেয়ে হাসি মুখে মনের আনন্দে কারিগরি দেবতা তথা বিশ্বকর্মা ঠাকুরকে তৈরি করেছেন মৃৎশিল্পীরা। রাজ্যজুড়ে চলতি মাসের ১৮ সেপ্টেম্বর বিশ্বকর্মা পূজার পাশাপাশি বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোসবের দামামা বেজে উঠবে এবং দেবী দুর্গার বোধন শুরু হবে তার সাথেই মাতৃ পক্ষের সূচনা হবে আর তাতেই তাল মিলিয়ে দক্ষিন দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কলকারখানা সহ ক্লাব, বারোয়ারী ও বনেদি বাড়ি, বিভিন্ন জায়গায় বিশ্বকর্মা পূজা ও দূর্গাপূজা হবে আর তাতেই এই আনন্দ জোয়ারে গা ভাসাবেন আপামর বাঙালি।তাই তার আগে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন কুমোরটুলিতে কারিগরি দেবতা তথা বিশ্বকর্মা প্রতিমা তৈরির শেষ প্রস্তুতি চলছে তুঙ্গে। দিনরাত এক করে ঘেমে নেয়ে প্রতিমা তৈরি করে

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৪সেপ্টেম্বর ঃ সোমবার, ২৭ভাদ্র মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৪সেপ্টেম্বর ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ২৭ ভাদ্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৭ ভাদ্র মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ২৭ ভাদ্র মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩১.২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৩.০১ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯১শতকরা এবং ৭১শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে বুধবার । জোয়ার-সকাল ৭টা ২০ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টো ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ১৯মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১২ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃদুর্দশায় থাকা কারোকে সাহায্য করতে আপনার শক্তি ব্যবহার করুন। মনে রাখবেন এই
বৃষভ রাশিঃআপনার মন সাম্প্রতিক ঘটনার কারণে বিঘ্নিত হবে।সংসারে শান্তি হতে পারে।
মিথুন রাশিঃআঘাত এড়ানোর জন্য বসে থাকার সময় বিশেষ যত্ন নিন। উপরন্তু ভালো ভঙ্গিমা যে শুধু একজনের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায় তাই নয়, বরং হবে।
কর্কট রাশিঃযেহেতু আপনার নিরন্তর উদ্যমের সাথে সাধারণ বুদ্ধি এবং বোধশক্তি মিলিত হয়ে আপনার সাফল্য নিশ্চিত করবে তাই আপনার ধৈর্য্য বজায় রাখুন।
সিংহ রাশিঃআধ্যাত্মিক এবং শারীরিক উন্নতির জন্য ধ্যান এবং যোগ চর্চা করা উচিত। আজ অর্থ হ্রাস হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
কন্যা রাশিঃঅতীত উদ্যোগগুলি থেকে আসা সাফল্য আপনার প্রত্যয় বাড়িয়ে তুলবে। প্রাচীন জিনিস এবং গয়নায় বিনিয়োগ লাভ এবং সমৃদ্ধি আনবে।শুভ
তুলা রাশিঃআপনার মন ভাল জিনিষের প্রতি আগ্রহী হবে।
বৃশ্চিক রাশিঃআপনি আপনার উত্তেজনা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। বিদেশী দেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যবসায়ী এবং ব্যবসায়ীদের আজ অর্থ হ্রাস
ধনু রাশিঃস্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। বিবাহিত দম্পতিদের আজ তাদের বাচ্চাদের লেখাপড়ার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে। স্নেহময় মমতা আপনাকে
মকর রাশিঃঅপ্রয়োজনীয় উত্তেজনা এবং দুশ্চিন্তা আপনার জীবনকে রসকষহীন করে তুলতে
কুম্ভ রাশিঃস্বাস্হ্য ভালোই থাকবে। এই রাশিচক্রের লোকেরা যারা বিদেশ থেকে ব্যবসা করে থাকে তারা আজ আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শুভদিন
মীন রাশিঃআপনি আপনার ইতিবাচক মনোভাব এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আপনার চারপাশের মানুষের মনে ছাপ ফেলতে পারবেন। আপনার লগ্নি এবং ভবিষ্য লক্ষ্য সম্পর্কে গোপনীয়তা রাখুন। লোকজন ও

টাকীতে থিয়েটার বিষয়ক সেমিনার নাট্যমের

সৌরভ দাশ, বসিরহাট, ১৩ ই সেপ্টেম্বর ঃ মোবাইল, ইন্টারনেটের যুগে থিয়েটার চর্চা থেকে কি মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে বর্তমান প্রজন্ম?স্টোরি, রিলস আর ওয়েব সিরিজেই কি আটকে যাচ্ছে বাংলার সাংস্কৃতিক চর্চা?সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে সবান্ধব থিয়েটার দেখার চেয়ে, একাকী মুঠোফোনের মনরঞ্জনেই স্বচ্ছ ন্দ বোধ করছে সমাজের একটা ব। অংশের মানুষ?মানুষ কি তবে আত্মকেন্দ্রিকতাকেই প্রাধান্য দিচ্ছে? উত্তর যাই হোক, উত্তরের স্বপক্ষে বিশেষ কিছু কারন অবশ্যই আছে। তবে মঞ্চ সংস্কৃতি বিমুখতার ট্রেন্ড ও সমাজে ডিজিটালাইজেশানের প্রভাব ধীর হলেও সুদূরপ্রসারী তা বলা চলে। বর্তমান সমাজে থিয়েটারের প্রভাব কতটা,কেনই বা মানুষ মুখ ফেরাচ্ছে থিয়েটার থেকে? কোন পথে থিয়েটারের এই শাপ মুক্তি? এই বিষয়েই একদিনের সেমিনার অনুষ্ঠিত হলো টাকীতে। এদিন উত্তর চব্বিশ পরগনার টাকী থুবা

তে টাকীর অন্যতম নাট্যদল টাকী নাট্যমের উদ্যোগে জাতীয় ও বাংলার থিয়েটার চর্চা ও সমাজে তার প্রভাব বিষয়ক এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়।সেমিনারে অতিথি বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা ও নির্দেশক শরম উপাধ্যায়, ও নাট্য গবেষক অভীক ভট্টাচার্য।বাংলা থিয়েটারের সাথে জাতীয় স্তরের থিয়েটারের সম্পর্ক এবং সামাজে থিয়েটারের অবদান- এই বিষয়ের উপরে আলোকপাত করেন তারা। বিষয় ভিত্তিক বক্তব্যের শেষে শ্রোতাদের প্রশ্নোত্তর পর্ব ও কথোপকথনের মধ্যদিয়ে সেমিনার টি সম্পন্ন হয়। টাকী,বসিরহাট সহ মহকুমার বিভিন্ন নাট্য সংস্থার প্রতিনিধি ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন এই আলোচনা সভায়। টাকী নাট্যমের তরফে মনীষ ভট্টাচার্য জানান, থিয়েটার চর্চার পাশাপাশি প্রতিবছর ই এই ধরনের সেমিনার আয়োজন করা হয় নাট্যমের তরফে। বিগত দুই বছর দেবেশ চট্টোপাধ্যায়ের নাট্য নির্মান পদ্ধতি ও ভালোবাসার থিয়েটার শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। আগামীদিনে আরো এই ধরনের সেমিনারের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ফের থিয়েটারের প্রতি ভালোবাসা ফিরিয়ে আনতে চায় নাট্যম। উদ্যোক্তাদের কথায়, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে বেশী করে থিয়েটার মুখী করতে, থিয়েটারের দর্শকাসন সম্পূর্ণ করে থিয়েটারের মাধ্যমে সামাজিক চেতনা পৌঁছে দিতে, যুব সমাজ কে আত্মকেন্দ্রীকতা থেকে দূরে সরিয়ে থিয়েটার সহ সাংস্কৃতিক চর্চায় ফিরিয়ে আনতেই তাদের এই উদ্যোগ।

পঞ্চায়েতের জয়ী সদস্যদের নিয়ে হাওড়ার শরৎ সদনে বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ পঞ্চায়েতের জয়ী সদস্যদের নিয়ে হাওড়ার শরৎ সদনে বুধবার এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। কিভাবে পঞ্চায়েতের কাজকর্ম এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে তা নবনির্বাচিত প্রতিনিধিদের এদিন বুঝিয়ে দেন জেলা প্রশাসনিক কর্তারা। এদিনের ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজি, জেলাশাসক মুক্তা আর্য, অতিরিক্ত জেলাশাসক (পঞ্চায়েত) সৌমেন পাল, হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাবেরী দাস, সহ-সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য সহ জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষরা। প্রসঙ্গত, এবার হাওাার ১৫৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত, ১৪টি পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের ৪২টি আসনেও রয়েছে একাধিক নতুন মুখ। পঞ্চায়েতের কাজকর্ম চালাতে

গিয়ে তাঁদের যাতে কোনওরকম সমস্যা না হয় তার জন্যই এদিন তাঁদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এদিনের বৈঠক প্রসঙ্গে বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজি জানান, পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিদের নিয়ে একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল। কিভাবে পঞ্চায়েতের কাজকর্ম চালাতে হবে সেই সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা দিতে এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল।

দত্তপুকুরে তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যার বাড়িতে ভাঙচুর, অভিযোগ গোষ্ঠীদ্বন্দ্বর

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ ফের প্রকাশ্যে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যার বাড়িতে ভাঙচুর অভিযোগ দলেরই অপর পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে দত্তপুকুর থানা এলাকায় ছোটজাগুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে। ওই এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যার বাড়িতে ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে সুশান্ত দাস(পুটু) বিরুদ্ধে। কয়েকদিন আগে ছোট জাগুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রধানের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল তারাপীঠে ঘুরতে যায়। সেখানেই একটি তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু হয়। এরপরই বুধবার সকালে মৃতদেহ তাঁর বাড়ির সামনে নিয়ে গিয়ে ভাঙচুর চালানো হয়। এমনটাই অভিযোগ পঞ্চায়েত সদস্যার। যদিও অভিযুক্তরা অভিযোগ অস্বীকার করেন। সুশান্ত দাস বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে। কোনও বাড়িতে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেনি। শুধুমাত্র পঞ্চায়েত প্রধানের অনুগামীদের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্যের কারণেই এরকম অভিযোগ তোলা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই গোটা বিষয় তদন্ত করছে দত্তপুকুর থানার পুলিশ।

দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টি, গলদঘর্ম অবস্থা থেকে স্বস্তি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ গলদঘর্ম অবস্থা থেকে স্বস্তি পেল কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আলিপুর হাওয়া অফিসের আভাস অনুযায়ী, উত্তর এবং মধ্য বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। সেই ঘূর্ণাবর্ত নিম্নচাপে পরিণত হবে। যার অভিমুখ ওড়িশা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের দিকে। তবে নিম্নচাপ সমতলে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রভাব পড়বে পশ্চিমবঙ্গেও। আর সে কারণেই আগামী ২৪ ঘণ্টা বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায়। সব থেকে বেশি বৃষ্টির সম্ভাবনা দুই পরগনা, দুই মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে। হাওড়া, হুগলি এবং কলকাতায় রয়েছে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে বজ্রবিদ্যু-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনার কথাও জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। তবে এতে তাপমাত্রার তেমন কোনও পরিবর্তন হবে না। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি কম।

পূর্ব উত্তর রেলওয়ের সুদৃঢ়করণের কাজ তীব্র গতি থেকে চলছে

গোরক্ষপুর, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতীয় রেলের আগামী বছরগুলিতে সামনে আসা লক্ষ্যগুলির জন্য ভিত্তি গঠন সুদৃঢ়করণের কাজ তীব্র গতি থেকে চলছে। একই ধারাবাহিকতায় পূর্ব উত্তর রেলে নতুন লাইন তৈরি, দুইহরীকরণ, তিসারী লাইন তৈরি, আমান পরিবর্তন, রাস্তার উপরিগামী পুলঅ্যান্ডর পাস নির্মাণ এবং স্টেশনগুলির বিকাশের কাজ দ্রুত চলছে। এই অর্থাৎ বছরের প্রথম মাসে পচ মাসে অগাস্ট পর্যন্ত সুদিয়ামৌ-প্যাতিপুর-সরাইয়া ও আউড়িহহার-সাদাত দুইহরীকরণ এবং গাজীপুর সিটি-তাড়িঘাট নতুন লাইন তৈরি করা হয়েছে। গরখপুর ক্যান্ট-কুসমি কে মধ্য তিসারী লাইন কম হয়। পূর্বপরবর্তী রেলওয়ের উপর ভিত্তিগত কাঠামোর বিকাশ এই অর্থবছরে মাস আগস্ট পর্যন্ত ৩২৮৩.২৩ কোটির পঞ্জীগত ব্যাবহার হয়। ভারতীয় রেলের পর বছর ২০২৩-২৪ কে প্রথম পচ মাস মাসে মাস আগষ্ট পর্যন্ত সম্পূর্ণ বছর নির্ধারিত অর্থের ৪৬.৬ শতাংশ ব্যায় করা হয়েছে। ভারতীয় রেল পার (ডেডিকেন্ট ফ্রেট কোরিডোর কার্পোরেশন এবং ম্যাট্রো রেল, কোলকাতা ছেড়ে) এই অথার্ৎ বছরে ১.১৩ লাখ কোটি টাকা পুঁজিগঠন হয়েছে, পাশাপাশি রেল প্রকল্পে আপনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা সম্পূর্ণ হবে কি না। বর্তমান অথার্ৎ বছরের মাসে মাসে আগস্ট পর্যন্ত পঞ্জীগত ব্যায় ভারতীয় রেল সমগ্র দেশে প্রথম হয় যখন ভারতীয় জাতীয় রাজপথ কর্তৃপক্ষ এই ক্ষেত্রে অন্য স্থানে রয়েছে।

হাওড়ায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি, যোগ দিলেন একাধিক কর্মসূচিতে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ বুধবার সকালে হাওড়ায় এসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি যোগ দেন একাধিক কর্মসূচিতে। এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গৃহ সম্পর্ক অভিযান উপলক্ষে হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের দক্ষিণ বাড়ীর একটি বাড়িতেও যান। কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রী স্মৃতি জুবিন ইরানির আগমন উপলক্ষে এদিন রাজাপুর দক্ষিণ বাড়ীর মালিক বাড়িতে সকাল থেকেই রান্নাবান্না সহ অতিথি আপ্যায়নের বিভিন্ন আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে পরিবারের এক মহিলা সদস্যা রুমা মালিক বলেন, দিদি আসছেন আমরা খুবই খুশি, ওনার জন্য আমরা গরিব ঘরে বাঙালি নানা পদের আয়োজন করেছি। ভাত, পটল চিংড়ি, শুক্তো, সর্ষে ইলিশ, রুই মাছের কালিয়া, চাটনি, পাঁপড়, মিষ্টি বিভিন্ন খাবারের আয়োজন করেছি। বাড়ির সকলে মিলে মা, কাকিমা আমরা মিলে রান্নার আয়োজন করেছি। আরেক মহিলা সদস্যা সুচিত্রা হাজরা বলেন, আমাদের বাড়িতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি আসছেন। তাঁর জন্য ডাল, শুক্তো, মাছের ঝাল, ইলিশ প্রভৃতি রান্না করা হয়েছে।

কলকাতায় শুরু হল ছোটদের বইমেলা ও শিশু সাহিত্য উৎসব

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্য সরকারের তথ্য সংস্কৃতি দফতরের শিশু কিশোর অ্যাকাডেমির উদ্যোগে আজ থেকে কলকাতায় শুরু হল ছোটদের বইমেলা ও শিশু সাহিত্য উৎসব। নন্দন চত্বরে আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে এই উৎসব। বিশিষ্ট কবি জয় গোস্বামী উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, শিশু কিশোর অ্যাকাডেমির সভাপতি অর্পিতা ঘোষ সহ বিশিষ্ট জনেরা। রাজ্যের সংস্কৃতি অধিকর্তা কৌশিক বসাক জানিয়েছেন,শিশু কিশোরদের জন্য এধরনের সরকারি বইমেলার উদ্যোগ ওই প্রথম। অ্যাকাডেমির নিজস্ব প্রকাশনা সহ ১৫ টি নামি প্রকাশনা সংস্থা এই বই মেলায় অংশ নিয়েছে। বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছে কলকাতা ও জেলার ২০ টি স্কুলের পড়ুয়ারা। শিশুদের মধ্যে বিজ্ঞান ও বই পড়ার চর্চা বাড়াতেই এই উদ্যোগ বলে উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে।

শনিবার থেকে বাড়ছে রাজ্যের বনাঞ্চলে প্রবেশের ফি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ সংরক্ষিত বনাঞ্চলে পর্যটকদের বেড়ানোর ফি বাড়িয়ে দিল বন দফতর। বন দফতরের জারি করা নির্দেশিকায় পর্যটকদের সংরক্ষিত বনাঞ্চলে প্রবেশের ফি গা৷ ৩০-৫০ টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। ফি বেড়েছে এলিফ্যান্ট রাইড এবং গাইড ভাড়া নেওয়ার ক্ষেত্রেও। আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ শনিবার থেকে নয়া নির্দেশিকা কার্যকর করা হবে বলে জানিয়েছে বন দফতর। বুধবার নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্দেশিকা অনুসারে এবার থেকে সিঙ্গালিলা বনাঞ্চলের ভিতরে সান্দাকফুতে যেতে মাথা পিছু ২০০ টাকা করে ফি দিতে হবে। নেওড়া, গোরুমারা, চাপরামারি এবং জলদাপাড়া যেতে মাথা পিছু ২০০ টাকা করে ফি দিতে হবে।

এলিফ্যান্ট সাফারিতে জলদাপাড়ায় এক হাজার টাকা এবং গোরুমারার ক্ষেত্রে বারোশো টাকা দিতে হবে।

আগে এই ফি ছিল যথাক্রমে আটশো টাকা এবং এক হাজার টাকা। গাইডের ক্ষেত্রেও গড়ে একশো টাকা করে ফি বেড়ে হয়েছে সাড়ে তিনশো টাকা। টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখতে অবশ্য অতিরিক্ত ফি দিতে হবে না। আগেকার মতো মাথা পিছু ৫০ টাকা ফি ধার্য থাকছে। ইতিমধ্যেই নয়া ফি নিয়ে পর্যটন ব্যবসায়ী মহলে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। ক্ষোভের মূল কারণ দুটি। প্রথমত, পর্যটনের সঙ্গে জড়িতদের সঙ্গে আলোচনা না করে নয়া ফি ধার্য করা হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ, ফি বাড়লে জঙ্গলে বেড়াতে গিয়ে পর্যটকদের ন্যূনতম পরিষেবা মেলে না। এই ব্যাপারে বহুবার বলার পরেও বন দফতরের কোনও হেলদোল নেই।

করিমগঞ্জের আসিমগঞ্জ বাইপাস সংলগ্ন নানকারে দুঃসাহসিক ডাকাতি, আহত গৃহিণী সহ দুই,

পাথারকান্দি (অসম), ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি থানাধীন আসিমগঞ্জ বাইপাস সংলগ্ন নানকার গ্রামের জনৈক ব্যবসায়ীর বা্তি দুঃসাহসিক ডাকাতির এক ডাকাত দল হাতে ধারলো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মুখে কাপড় বেঁধে ব্যবসায়ী সুফিয়ান আহমেদের ঘরে গিয়ে তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে আসবাবপত্র তছনছ করে নগদ প্রায় দশ লক্ষ টাকা সহ পাঁচ থেকে ছয় লক্ষ টাকার স্বর্ণালঙ্কার ও অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে পালিয়ে যায়। ডাকাতদের বাধা দিতে গেলে গৃহকর্তা সুফিয়ান ও তাঁর স্ত্রীর হাত পা বেঁধে বেধড়ক মারপিটও করেছে ডাকাতরা। রডের ঘা এবং ধারালো দায়ের কোপে গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন সুফিয়ান। ডাকাতরা পালিয়ে যাবার পরে তাদের সন্তানেরা তাদের বাংধন মুক্ত করে পড়াপড়শিদের খবর দেয়। তাদেরকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয় হয়। পরে তাদের শিলচর হাসপাতালে রেফার করা হয়।

উত্তরপাড়ায় দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে মহিলাদের ভিড় উপচে পড়লো

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া,১৩ সেপ্টেম্বর ঃ মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বুধবার উত্তরপাড়ার মাখলা বিবেকানন্দ সংঘ ক্লাবে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প হল । এই দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে উত্তরপাড়া পৌরসভার ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ মোট পাঁচটি ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের নিয়ে ক্যাম্প হল। দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে লক্ষীর ভান্ডার রেশন কার্ড মানবিক স্বাস্থ্য সাথী কার্ড সহ নানাবিধ প্রকল্পের ফর্ম ফিলাপ করে সাধারণ মানুষ এখানে জমা করলেন। বুধবার সকাল থেকে ভিড় শুরু হয় এই ক্যাম্পে বেলা দশটা থেকে শুরু হলো দুয়ারে সরকার প্রকল্পের কাজকর্ম বিরাট লাইন পড়ে যায় এক সময় লাইনে প্রবেশ নিয়ে হট্টগোল শুরু হয়ে যায়। তৃণমূল কর্মী ও কাউন্সিলর সমস্যার সমাধান করেন এখানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান শ্রী দিলীপ যাদব ভাইস চেয়ারম্যান খোকন মন্ডল কাউন্সিলর ইন্দ্রজি ঘোষ মানসী সিংহ অর্ণব রায় তারা সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে ফর্ম ফিলাপের ব্যবস্থা করে দেন বিশেষ করে মহিলাদের ভিড় ছিল চোখে দেখার মতো। বেশিরভাগ মহিলাদের লক্ষ্য ছিল লক্ষীর ভান্ডারের ফর্ম ফিলাপ করে জমা দেওয়ার কাজ। বেশ কিছু মহিলার বক্তব্য মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আমাদের কথা ভেবে লক্ষীর ভান্ডার প্রকল্প চালু করেছেন স্বাস্থ্য সাথী কার্ড এর ব্যবস্থা করেছেন। নানাবিধ প্রকল্পের কাজ চালু করেছেন কন্যাশ্রী প্রকল্প খুব ভালো হয়েছে। তাকে আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই প্রসঙ্গে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জানালেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী সাধারণ মানুষের কথা ভেবে এই দুয়ারে সরকার প্রকল্প পুনরায় চালু করেছেন সাধারণ মানুষের জন্য লক্ষীর ভান্ডার থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য সাথী কার্ড কন্যাশ্রী মানবিক বার্ধক্য ভাতা বিধবা ভাতা সহ নানাবিধ সুযোগের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কাউন্সিলর ও কর্মীরা সাধারণ মানুষের পাশে থেকে সহযোগিতা করছে। এদিন সবাই যদি না জমা দিতে পারে কোন সমস্যা নেই পুরসভাতে গিয়ে যোগাযোগ করবেন আমরা তাদের পাশে আছি কোনো চিন্তা নেই কোনো সমস্যা নেই।

প্রতিশ্রুতি পূরণ না হলে সংখ্যালঘুরা সরকারের প্রতি আস্থা হারাবেঃ রাণা দাশগুপ্ত

ঢাকা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ ক্ষমতাসীন দলের বিগত নির্বাচনী ইশতেহারে ফের সংখ্যালঘু স্বার্থবান্ধব প্রতিশ্রুতিসমূহ বাস্তবায়নের দাবি তুলল বিভিন্ন সংগঠন। ইসকনের সাথে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মতবিনিময় হল বুধবার। চলমান আন্দোলন কর্মসূচির অংশ হিসেবে আগামী ২২-২৩ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ৪৮ ঘণ্টার গণঅবস্থান কর্মসূচি এবং গণঅনশনের ডাক দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি ৬ অক্টোবর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে হবে মহাসমাবেশ। কর্মসূচি সামগ্রিক সফল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন মঠ, মন্দির ও রাজধানীর বিভিন্ন এলাকাবাসীর সাথে ধারাবাহিকভাবে মতবিনিময় সভা ও গণসংযোগ করছেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দ। এরই অংশ হিসেবে বুধবার সকালে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘের (ইসকন) সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় রাজধানীর স্বামীবাগে কেন্দ্রীয় ইসকন মন্দিরে। সভায় ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রাণা দাশগুপ্ত বলেন, সম্প্রতি জন্মাষ্টমীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এবং বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর উভয়েই আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার আশঙ্কার কথা তুলে ধরেছেন। তাদের এ আশঙ্কা অমূলক নয়। আমরাও লক্ষ্য করেছি, অতীতের সকল জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনকে কেংদ্র করে দেশের ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদেরকে রাজনীতির ঘুঁটি বানানো হয়েছে। নির্বাচন এলেই সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা নির্যাতনের ঘটনা বেড়ে যায়। এ অবস্থার প্রতিকার বিদ্যমান সাধারণ আইনে সম্ভব নয় বলেই আমরা সংখ্যালঘু সুরক্ষা বিশেষ আইনের দাবি তুলেছি। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগও আমাদের দাবি ও বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন, সংখ্যালঘু বিষয়ক জাতীয় কমিশন গঠনসহ সংখ্যালঘু স্বার্থবান্ধব কিছু প্রতিশ্রুতি গত নির্বাচনের আগে তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখ করেছিল। কিন্তু আমরা দুঃখের সাথে দেখলাম, আর একটি নির্বাচন সমাগত হলেও বিগত নির্বাচনী ইশতেহারের সংখ্যালঘু স্বার্থবান্ধব প্রতিশ্রুতির কিছুই এখনো বাস্তবায়ন করেনি। উপরন্তু জন্মাষ্টমীর শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর গবাঁধা ঢালাও বক্তব্য আমাদের হতাশ করেছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সদিচ্ছা থাকলে আগামী নির্বাচনের আগে এই স্বল্প সময়েও সাত দফা প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা সম্ভব। অন্যথায় দেশের সংখ্যালঘু জনগণ সরকারের প্রতি আস্থা হারাবে। মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন ইসকন বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক শ্রীপাদ চারুচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী, ইসকন ফুড ফর লাইফের পরিচালক ও ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শ্রীপাদ অমানি কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী, ইসকন লিগ্যাল এন্ড ল্যান্ড উইংয়ের পরিচালক শ্রীপাদ চিন্ময় গদাধর দাস, , শ্রীমান মুকুন্দ ভক্তি দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমান সুমোহন মুকুঃদ দাস ব্রহ্মচারী, ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ বসু, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক বাপ্পাদিত্য বসু, যুব ঐক্য পরিষদের সহ সভাপতি সুবল ঘোষ প্রমুখ।

হাওড়া-রামপুরহাট বিশেষ ট্রেন চলবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ কৌশিকী অমাবস্যা উপলক্ষে অনেক ভক্তই তারাপীঠ যান। সেই সময় রামপুরহাট রুটে বিপুল ভিড় হয়। যাত্রীদের সুবিধার্থে আগামী ১৪, ১৫ এবং ১৬ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ বৃহস্পতি, শুক্র এবং শনিবার হাওড়া থেকে রামপুরহাট পর্যন্ত বিশেষ ট্রেন চালাবে পূর্ব রেল। রেলের এই উদ্যোগকে অনেকেই স্বাগত জানিয়েছেন। ওই বিশেষ ট্রেনটি হাওড়া থেকে সকাল ৫টা ৪৫ মিনিটে ছেড়ে রামপুরহাট সকাল ৯টা ৫০-এ পৌঁছবে। ফেরার পথে সকাল ১১টা ৫-এ ট্রেনটি রামপুরহাট থেকে ছেড়ে হাওড়ায় পৌঁছবে দুপুর ৩টে ৫ মিনিটে। যাত্রাপথে বিশেষ ওই ট্রেনটি শেওড়াফুলি, ব্যান্ডেল, বর্ধমান, গুসকরা, বোলপুর এবং সাঁইথিয়াতে দাঁড়াবে।

বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত দুই

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর চব্বিশ পরগনার মিনাখা থানার বকচরা বাজার এলাকায় এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা টি ঘটে। পরিবার সূত্রে জানা যায় বসিরহাটের ধান্যকুড়িয়া এলাকার নিহালপুরে বাড়ি মৃত ইউনিস মন্ডল ও শুকুর আলী মোল্লার। তারা মুরগির গাড়িতে কাজ করতেন। মঙ্গলবার রাতে মিনাখার বকচোরা বাজার এলাকায় মুরগির গাড়ির উপর বসে ছিলেন তারা দুজন । সেই সময় রাস্তার ওপর দিয়ে যাওয়া বিদ্যুতের তারে বিদ্যুপৃষ্ট হয় দুজনেই । এবং গাড়ির ওপরেই লুটিয়ে পড়েন তারা। গাড়িতে থাকা অন্যরা তা বুঝতে পেরে তড়িঘড়ি তাদেরকে নিয়ে মিনাখাঁ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে ডাক্তাররা তাদেরকে মৃত বলে ঘোষণা করে । দেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়।

পার্টির নেতার বিরুদ্ধে দাদাগিরির অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ ২০১৪ সালের ২৪ জুন। এক দাপুটে নেতার দাদাগিরিতে হোটেল মালিকের মৃত্যুতে তোলপাড় হয়েছিল রাজ্য। এবার মৃত্যুর ঘটনা না ঘটলেও এবারও এক নেতার বিরুদ্ধে উঠলো দাদাগিরির অভিযোগ। পার্টি অফিসে ডেকে হোটেল মালিককে মারধরের অভিযোগ উঠেছে হাওড়া স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। অভিযোগ, হোটেল মালিকের শরিকি বিবাদে হস্তক্ষেপ করতে আসেন ওই নেতা। পার্টি অফিসে ডেকে হোটেল মালিককে মারধরের অভিযোগ ওঠে ওই ঘটনায়। এদিকে, অভিযোগ অস্বীকার করে ওই নেতার দাবি পুরোটাই মিথ্যে বলছেন ওই ব্যবসায়ী। তাঁর দাবি, রাজনৈতিক কর্মসূচি থাকায় তিনি পার্টি অফিসে ওইদিন তিনি আসেননি।

ছয় তলা থেকে পড়ে আহত শ্রমিক

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ উলুবেড়িয়ার শরৎচন্দ্র মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কনস্ট্রাকসানের কাজ চলাকালীন একটি শ্রমিক নির্মিয়মান ছয় তলা বিল্ডিং এর উপর থেকে নিচে পড়ে যায় গুরুতর আহত হন একজন শ্রমিক। শ্রমিককে নিকটবর্তী উলুবেড়িয়ার ইএসআই হসপিটাল নিয়ে যাওয়া হয়,অবস্থার অবনতি হলে ওখান থেকে কলকাতার এস এস কে এম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। আহত শ্রমিকের নাম সুরজি সরকার, বাড়ি-দক্ষিণদিনাজপুর জেলায়।

বাদুড়িয়ায় স্ত্রী কন্যাকে কুপিয়ে খুন করে স্বামীর আত্মসমর্পণ

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ স্ত্রী, কন্যাকে কুপিয়ে খুন করে থানায় আত্মসমর্পণ করলেন বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া থানার রামচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সন্দীপ পাল। খাসপুর গ্রামের ঘটনা। বুধবার ভোররাতে স্ত্রী মৌসুমী ও বছর আটের কন্যা সৌমিলি পালকে কুপিয়ে খুন করে ভোরবেলায় আত্মসমর্পণ করে ওই ব্যক্তি। এলাকায় এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শ্বশুর সন্ন্যাসী পাল ও শাশুড়িকে আটক করেছে বাদুড়িয়া থানার পুলিশ। বছর ৩৫ এর সন্দীপের দীর্ঘদিন ধরে স্ত্রী মৌসুমী পালের সঙ্গে পারিবারিক দাম্পত্য কলহ লেগেছিল। গণ্ডগোলের জেরে দুজনের মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দেয়। এই নিয়ে একাধিকবার সালিশি সভা বসলেও কোনও সমাধান সূত্র পাওয়া যায়নি। এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঠিক কী কারণে এই ধরনের পদক্ষেপ করল ওই ব্যক্তি তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিকভাবে তদন্তে উঠে এসেছে, দাম্পত্য কলহ থেকেই এই ঘটনা ঘটেছে। এই বিষয়ে পুলিশ ওই ব্যক্তির নিকটাত্মীয়, প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

গাছ কাটার খবর পেয়ে ব্যাঁটরায় প্রোমোটারের পাঁচ ঠিকা কর্মী আটক

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ বেআইনিভাবে একের পর এক গাছ কেটে পুকুর বুজিয়ে চলছিল প্রোমোটিংয়ের কাজ। এই খবর জানতে পেরেই এলাকার মানুষ খবর দেয় পুলিশকে। বুধবার দুপুরে অবশেষে ব্যাঁটরা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। গাছ কাটার কাজ বন্ধ করে দেয় পুলিশ। প্রোমোটারের ৫ ঠিকা কর্মীকে পুলিশ আটক করে থানায় নিয়ে যায়। জানা গেছে, হাওড়া পুর এলাকার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাঁটাপুকুর লেনে বেশ কিছু বড় গাছ কেটে এবং পুকুর বুজিয়ে প্রোমোটিং এর কাজ চলছিল। এলাকার মানুষ বারবার বাধা দিয়েও তাতে প্রোমোটার কর্ণপাত করেনি বলে অভিযোগ। শেষপর্যন্ত তারা থানার দ্বারস্থ হয়। পুলিশ এদিন ঘটনাস্থলে এসে গাছ কাটা বন্ধ করে দেয়। প্রোমোটারের পাঁচ ঠিকা কর্মীকে থানায় আটক করে নিয়ে যায় পুলিশ। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

বিপ্লবী যতীন দাসের মূর্তিতে মাল্যদান করছেন কলকাতার মহানাগরিক এছাড়াও মাল্যদান করেন কলকাতা পৌরসভার চেয়ারপারসন ও কলকাতা পৌরসভার মেয়র পরিষদ (উদ্যান) এবং অন্যান্য আধিকারিক গন।

শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দজী মহারাজের শুভ জন্মতিথিতে বিশেষ অনুষ্ঠান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দজী মহারাজের শুভ জন্মতিথিতে দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ মঠে প্রস্তাবিত শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন পরম পূজনীয় শ্রীম স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পূজনীয় স্বামী ভজনানন্দজী , পূজনীয় স্বামী গিরিশানন্দজী , সাধারণ সম্পাদক স্বামী সুবীরা নন্দ মহারাজজী,স্বামী বোধসরানন্দজী , দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির ও দেবওর এস্টেটর সম্পাদক ও ট্রাস্টি মাননীয় শ্রী কুশল চৌধুরী ,পৌরসভার পৌর প্রধান শ্রী গোপাল সাহা ,ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটর নগর পাল শ্রী অলক রাজোরিয়া ,সন্ন্যাসী বৃন্দ, ব্রহ্মচারীবৃন্দ ও বিশিষ্ট অতিথিবর্গ দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের সন্নিকটে ।এই অনুষ্ঠানটি বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন হয়। বিভিন্ন সন্ন্যাসী বৃন্দ দক্ষিণেশ্বর মাহাত্ম্য এবং এখানকার ঠাকুরের বিভিন্ন লীলা প্রসঙ্গে আলোচনা করেন । আগামী দিনে এই মন্দিরটি বিশ্বের কাছে একটি বিশেষ রুপ দেবে এবং আধ্যাত্মিকতার একটা বাতাবরণ থাকবে এই মন্দিরে। পূজ্যপাদো প্রেসিডেন্ট মহারাজ ভিত্তি প্রস্তরের মাধ্যমে মা ঠাকুর স্বামীজীর কাছে প্রার্থনা করেন খুব সুন্দর ভাবে এই মন্দিরটি আগামী দিনে একটি বিশেষ রূপ দেবে। স্বামী শিবদীশা নন্দজী মহারাজের সুমধুর কন্ঠে সমাপ্তি সংগীত পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানের শেষে ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয় । দক্ষিণেশ্বরের এই শাখাটি দায়িত্বে থাকবেন স্বামী ইশাব্রতা নন্দজী মহারাজ।- ছবি সুবল সাহা

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ২৮৫ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৭ ভাদ্র, ১৪৩০

বিজেপি চাইছে গতান্ত্রিক নির্বাচন হোক

বিজেপি দল চাইছে গণতান্ত্রিক নির্বাচন হোক। গণতান্ত্রিক লোকসভার নির্বাচন করতে গেলে বিরোধী দলের থাকার প্রয়োজন রয়েছে। বিজেপির সঙ্গে লড়াই করার মতো এখন কোনও রাজনৈতিক দলের একক শক্তি নেই। সেই কারণে রাজনৈতিক দলগুলি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিজেপির সঙ্গে লড়াই করার জন্য একটি মঞ্চ তৈরি করেছে যার নাম হয়েছে 'ইন্ডিয়া'। তবে এবারে ইন্ডিয়া জোট বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারছে না তৃণমূল কংগ্রেস এবং সিপিএম দল। তারা খুবই ব্যস্ত। তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী স্পেন গিয়েছেন সেখানকার শিল্পপতিদের সঙ্গে কথা বলতে। পশ্চিমবঙ্গে শিল্পে বিনিয়োগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে স্পেনের শিল্পপতিরা। সেখানকার শিল্পপতিদের সঙ্গে কথা বলে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প সম্মেলনে তাঁদেরকে আমন্ত্রণ করা হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। ওদিকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইডি জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য ডেকে পাঠানোর ফলে তিনি বৈঠকে উপস্থিত হতে পারছেন না। সিপিএম দল

সম্পাদকীয়

এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনি সমন্বয় কমিটি গঠিত হলে কাকে রাখা হবে। তাই নিতে তাদের কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে শুরু করে পলিট ব্যুরো পর্যন্ত আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে। এদিকে অভিষেকের পাশে দাঁড়ানোতে অস্তিত্ব বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে সিপিএম দলের। সিপিএম দল এই সব দিক খতিয়ে দেখতে শুরু করে দিয়েছে। প্রথমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল যে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে কোনও কাউকে পাঠানো হবে। কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলা হয়। অন্য কোনও প্রতিনিধিকে তৃণমূল কংগ্রেস পাঠাচ্ছে না। বিজেপি দল এখন চাইছে লোকসভার নির্বাচনে বিরোধী দল যেন বিজেপি দলের বিপক্ষে এসে প্রার্থী হতে পারে। কারণ প্রধানমন্ত্রী আমেরিকা সফর করার সময়ে সেখানকার বহু সংস্থা প্রধানমন্ত্রীকে বলেছেন যে ভারতে বিরোধী দলের কোনও শক্তি নেই। সেখানে বিরোধীরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না। ভারতের গণতন্ত্র সম্পূর্ণ নয়। আধা গণতান্ত্রিক দেশ। এই সব কথা শুনতে হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী মোদিকে। যার ফলে প্রধানমন্ত্রী এখন বিরোধী দল হিসাবে ইন্ডিয়া বিজেপি সঙ্গে লোকসভার নির্বাচনে লড়াই করুক সেটা চান। না হলে আবার ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা নেই বলে প্রচার শুরু হয়ে যাবে। বিশ্বকে দেখিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে যে বিজেপি দলের বিরুদ্ধে লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী দিতে পেরেছিল বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা। তারা যদি ভোটে পরাজিত হয় তার দায় বিজেপি দলের নয়। প্রধানমন্ত্রী নিজের ওপরে ভরসা অনেকখানি করে থাকেন। তিনি রাজনীতিক বড় খেলোয়াড় সেটা সব দলই কম বেশি বুঝতে পেরেছে। বর্তমান ভারতীয় রাজনীতিতে মোদি হচ্ছে শক্তিশালী রাজনীতিবিদ এটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে। ইন্ডিয়া জোটে সিপিএম এবং তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও প্রতিনিধি থাকতে না পারলে তারা জোট আলোচনাকে স্বীকৃতি দেবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। শরদ পাওয়ার খুবই আশাবাদী যে ইন্ডিয়া জোট শক্তিশালী জোটে পরিণত হবে। বিজেপি দল এই জোটের কাছে পরাস্ত হবে। এদিকে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ভালো বলা যেতে পারে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একমাত্র ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলা যেতে পারে। এদিকে তৃণমূল কংগ্রেসে বিরোধী জোটের মধ্যে প্রার্থী পদ নিয়ে বোঝাপড়া এখনও হয়নি। জাতীয় স্তরের রাজনীতিতে তৃণমূল হলেও রাজ্যস্তরে বোঝাপড়া এখনও বাকি। তৃণমূল কংগ্রেস জাতীয় স্তরে বোঝাপড়াকে বেশি করে প্রাধান্য দিতে শুরু করে দিয়েছে। তারা চাইছে না জোট ইন্ডিয়া রাজ্যস্তরে বোঝা পড়ার মধ্যে এসে উপস্থিত হোক। তাহলে তৃণমূল কংগ্রেসকে বেশ কয়েকটি আসন হারাতে হবে। রাজ্য স্তরে সবাই যে যার নিজস্ব শক্তি নিয়ে লড়াই করুক। কিন্তু জাতীয় স্তরের জোট শক্তি নিয়ে লড়াই হোক বিজেপিকে কেন্দ্র থেকে সরানোর জন্য। এদিকে বিজেপি দল ইণ্ডিয়া জোটের মোকাবিলা করতে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। তারা এখন হিন্দি বলয়ের ওপরে নির্ভর করে লোকসভার রাজনীতি গ্রহণ করতে শুরু করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ জানেন বাংলার বিজেপি দল শক্তিশালী নেই।

বিশ্ব রাজনীতির পরিস্থিতি

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় প্রায় দেখতে পাওয়া যায় একনায়কতন্ত্রের ছায়া। আমেরিকার শাসন ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কথা থাকলেও সেটা একেবারে ভেঙে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল ট্রাম্পের সময়ে। আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তো নির্বাচনে পরাজিত হতে পারেন এটা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তিনি পরিস্কার করে বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন যে জালিয়াতি করে তাকে পরাস্ত করা হয়েছে। তিনি নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে মামলাও করেছিলেন। তাঁর পরাজয়ে কেন্দ্র করে প্রায় ছয়শোটির বেশি মামলা করা হয়েছিল। সেটা কিন্তু পরবর্তীকালে আদালত গ্রাহ্য করেনি। ফলে ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন ট্রাম্প। তিনি সমর্থকদের জমায়েত করে সেনেটে ভাঙচুর চালায়। তবে তাঁর আচরণে ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল প্রশাসন। এমনকী মার্কিন সেনাধ্যক্ষ আমেরিকার প্রেসিডেন্টের কথাকে অগ্রাহ্য করতে শুরু করেন। তার ফলে বাধ্য হয়ে আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্টকে হোয়াইট হাউস ত্যাগ করতে হয়। জো বাইডেনকে জয়ী বলে স্বীকার করে নেন। কিন্তু তিনি সৌজন্যটুকুও দেখাতে ভুলে গিয়েছিলেন। মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে থাকার জন্য ট্রাম্প। তিনি প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছিলেন আমেরিকার ভালো তিনিই একমাত্র উপলব্ধি করতে পেরেছেন। কিন্তু তাকে জোচ্চুরি করে পরাজিত করা হয়েছে নির্বাচনে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় এই রকম নজর বিশ্বের আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায়নি। রাশিয়ায় কমিউনিস্ট শাসনের অবসান ঘটল। সেখানেও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হল। এখন কিন্তু দেখতে পাওয়া গেল পুতিন আজীবন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট থেকে যাবেন। তিনি সর্বময় কর্তা হয়ে গেলেন। রাশিয়ার পার্লামেন্টে নির্বাচন হল। সেখানে কোনও বিরোধী প্রার্থী দেখতে পাওয়া গেল না। পুতিনই একমাত্র প্রার্থী। ফলে তিনিই পুনরায় জয়ী হয়ে গেলেন। এই তো অবস্থা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায়। একচেটিয়া গণতন্ত্র বলে কোনও বস্তু আছে কিনা জানা নেই। তবে খাতায় কলমে লেখা না থাকলেও সেটা বাস্তবে রয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে ধর্মনিরেপক্ষ রাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কোথাও কোথাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখতে চায় না বেশ কয়েকজন।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

শ্রেষ্ঠজনে করলে প্রণাম নিয়ত
মাথা ঠেকিয়ে পায়
নিজের ভাল হলেও কিন্তু তাঁর
আয়ুটি ক্ষয়েই যায়।
শরীরটা তোর লম্বা যত
ততখানি ভুঁই বাদ, করলে প্রণাম
পাবি প্রাণে আনন্দ-প্রাসাদ।

কালী সাধক রামপ্রসাদ

রামপ্রসাদ রামায়ণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, রামায়ণের মধ্যে দিয়ে রামচন্দ্র সে সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন সেটাই হচ্ছে ভারতীয় আদর্শ। যুদ্ধের দিন মাথা ঠাণ্ডা করে লড়াই করতে হবে। মাথা ঠাণ্ডা না করে লড়াই করলে যুদ্ধে জেতা একেবারে অসম্ভব। রাবণ রামের চেয়ে বড় যোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু তিনি মাথা গরম করেছেন এবং অন্যায় করেছেন। অন্যায় করেছেন বলেই তাঁর স্ত্রী তাঁকে ভর্ৎসনা করেছেন। রাবণ শক্তি দম্ভ দেখাতে গিয়েছিলেন। শক্তি দম্ভ দেখালে হবে না। ধৈর্য ধরতে হবে। রাবণ সেই ধৈর্য দেখাতে পারেননি বলেই তিনি পরাজিত হলেন। মেঘনাদ বড় যোদ্ধা ছিলেন। বড় যোদ্ধা ছিলেন কুম্ভকর্ণ।

গণতন্ত্রের পুজারি ছিলেন কবি শঙ্খ ঘোষ

রবীন্দ্র কুমার শীল

গণতন্ত্রের পুজারি ছিলেন কবি শঙ্খ ঘোষ। সারা জীবন ধরে তিনি গণতন্ত্রের জয়গান গেয়ে গিয়েছেন। এই গণতান্ত্রিক চেতনা লাভ করেছিলেন কবিগুরুর লেখা থেকে। তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম সেরা শিষ্য ছিলেন বলা যেতে পারে। সারা জীবন ধরে রবীন্দ্রনাথকে সমানে রেখে তিনি নিজের জীবনটাকে পরিচালনা করে গিয়েছেন। সেই কারণে তিনি প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রেমী হতে পেরেছিলেন। যখনই তিনি কোনও অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন সেখান থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য কবিগুরু স্মরণাপন্ন হয়েছিলেন। গণতন্ত্রের ব্যাপারে সঙ্গে তিনি কোনও রকমভাবে আপোষ করেননি। যখন দেশের বা রাজ্যের গণতন্ত্র বিপন্ন হয়েছে তিনি তখন কলম ধরেছেন। রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করেছেন। শিক্ষাবিদ অম্লান দত্তের গণতান্ত্রিক মঞ্চে সভায় তিনি বক্তব্য রেখে ছিলেন। তখন বাম আমল। বাম আমলের শেষ দিকে যখন বাংলার গণতন্ত্র বিপন্ন তখন তিনি গণতান্ত্রিক প্রেমিকদের সঙ্গে রাস্তায় নেমে গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে পদযাত্রা করেছিলেন। নন্দীগ্রামের কাণ্ডের কবি শঙ্খ ঘোষ আর নিজেকে স্থির রাখতে পারেননি। রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। অর্পনা সেন, জয় গোস্বামী, কৌশিক সেন, সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়, শাঁওলি মিত্রের সেই মিছিলে হেঁটে ছিলেন। প্রতিবাদ করেছিলেন নন্দীগ্রামে জমি কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে। কৃষকদের জমি রক্ষার পক্ষে তার কবি মন সায় দিয়েছিল বলেই তিনি প্রতিবাদ করতে শুরু করেছিলেন অতি তীব্র ভাষায়। কবি শঙ্খ ঘোষ হেঁটেছিলেন নিজের শর্তে। সেই মিছিলে হাঁটার কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তখন তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন না। তিনি ছিলেন বিরোধী দলের নেত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মিছিলে হাঁটার কথা শুনে কবি শঙ্খ ঘোষ বলেছিলেন, রাজনৈতিক নেতা নেত্রীরা মিছিলে অংশ গ্রহণ করলে তিনি হাঁটবেন না। ফলে রাজনৈতিক নেতা বর্জিত মিছিলে হেঁটে ছিলেন কবি শঙ্খ ঘোষ। সেই মিছিল শুরু হওয়ার আগে কবির সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ছুটে গিয়েছিলেন কবির বাড়িতে। কিন্তু কবি শঙ্খ ঘোষ মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করেননি। তিনি মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে দরজা কাছ থেকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তাঁর পক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নয়। সাম্যবাদী লাল ঝাণ্ডাই ছিল কবির প্রেরণা। কিন্তু নন্দীগ্রামের ঘটনার সময় থেকে ধীরে ধীরে লাল ঝাণ্ডা ফিকে এবং বিবর্ণ হতে শুরু করে। অনেক দিন ধরে লাল ঝাণ্ডা ক্ষমতায় থাকার ফলে লাল রংটা ধূসর হতে থাকে। বিপ্লবী পতাকা ন্যারেটিভ হতে শুরু করে। তখন থেকেই কবি শঙ্খ ঘোষ কোনও পতাকার প্রতি আর বিশ্বাস রাখতে পারেন নি। একেবারে ঝাণ্ডাহীন প্রতিবাদী মুখ হিসাবে তিনি নিজেকে সবার কাছে পরিচিত করে তোলেন। তারপরে থেকেই তিনি হয়ে উঠলেন বাঙালির আইকন। নিজেকে স্বতন্ত্র হিসাবে পথিক হিসাবে গড়ে তোলার স্বপ্নকে স্বার্থক করে তুলতে শুরু করলেন। ২০১১ সালে বহু পদাতিকরা শাসক দলে অংশ গ্রহণ করলেন। কিন্তু কবি শঙ্খ ঘোষ এদের থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখলেন। প্রকৃত কবিরা কোনও সময়ে একটি রাজনৈতিক দলের সভ্য বা সমর্থক হতে পারে না। দেশ যখনই বিপন্ন হতে থাকে তখনই কবিরা কমল ধরে প্রতিবাদ করে। শাসক দলের শাসনে যদি গলদ থাকে তাহলেও কবিদের এর প্রতিবাদ করে কলম ধরতে হয়। সেটাই করে দেখালেন কবি শঙ্খ ঘোষ। তিনি শাসক দলের উন্নয়ন নিয়ে একটি কবিতা লিখে রাজরোষে পড়ে গেলেন। সেই কবিতা নিয়ে শাসক দলের মধ্যে ঝড় বইতে শুরু করে দিয়েছিল। কবি শঙ্ঘ ঘোষের কবিতাটির নাম ছিল-" মুক্ত গণতন্ত্র"। লাইনগুলো ছিল-"সবাই শুধু মিথ্যে রটায়। /পথগুলি সব দেদার খোলা-/যার খুশি আয় বিরুদ্ধতায়। /যথার্থ এই বীরভূম- /উত্তাল ঢেউ পেরিয়ে এসে /পেয়েছি শেষ তীরভূমি। /দেখ খুলে তোর তিন নয়ন /রাস্তা জুড়ে খড়গ হাতে / দাঁড়িয়ে আছে উন্নয়ন। /সবাই আমায় কর তোয়াজ-/ছড়িয়ে যাবে দিগবিদিকে / মুক্ত গণতন্ত্র আজ।" এই কবিতাটি লিখে শাসক দলের নেতা অনুব্রত মণ্ডল কবি শঙ্খ ঘোষকে তীব্র আক্রমণ করেছিলেন। তাতে কবি আহত হয়ে থাকলেও তিনি একটি কথাও বলেননি। কারণ তিনি কবি। রাজনীতি করাটা তাঁর কাজ নয়। তাঁর কবিতার প্রতিবাদ করার সবার অধিকার রয়েছে। সবার অধিকার রয়েছে তাঁর কবিতার সমালোচনা করার। জ্ঞানপীঠ প্রাপ্ত কবি শঙ্খ ঘোষকে সেই সময়ে শাসক দলের কয়েকজন যেভাবে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন বাংলার কবি সমাজ যথেষ্ট ক্ষুদ্ধ হয়েছিলেন। আজকে সেই কবি শঙ্ঘ ঘোষ যখন আর নেই। কবির বহু বন্ধুরা শাসক দলের সমর্থক ছিলেন। সে ব্যাপারে কবি কোনও সময়ে আক্ষেপ করেননি। তিনি কাউকে কোনও ব্যাপারে বাধা দেননি। শাসক দলের সঙ্গে থাকাটা ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে তিনি মনে করতেন। তবে তিনি

কোনও রকমভাবে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করেননি। আজীবন তিনি স্বাধীন গণতান্ত্রিক প্রেমি কবি ছিলেন। কবির গণতান্ত্রিক প্রেমের শিক্ষাগুরু ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর পথ ধরেই কবি শঙ্খ ঘোষ আজীবন চলেছেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কবিগুরু ছিলেন তাঁর প্রধান ধর্মগুরু।

কবির আদি নিবাস ছিল বরিশালের বানারিপাড়ায়। তখন তাঁর নাম ছিল চিত্তপ্রিয় ঘোষ। সাহিত্য জীবনে প্রবেশ করেই তিনি কবি শঙ্খ ঘোষ নামে পরিচিতি লাভ করেন। মায়ের নাম ছিল আমলাবালা। আর পিতা শিক্ষক মণীন্দ্রকুমার ঘোষ। কবি শঙ্ঘ ঘোষ পিতার মতোই সারা জীবন শিক্ষকতা করে গিয়েছেন। জন্ম ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২ সাল। বারবার তাঁর কবিতার মধ্যে দিয়ে প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সেই প্রতিবাদ সব সময়ে তীব্র আকারণ ধারন করেছে। 'যমুনাবতী' কবিতায় তিনি লিখ ছেন-" যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে/ যমুনা তার বাসর রচে বারুদ বুক দিয়ে।" প্রতিবাদী কবি বলেই তিনি শাসক দলের কাছে নিন্দিত ছিলেন। সেই কারণে তাঁর সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক দলের নেতারা আসা যাওয়া করতেন খুবই কম। তিনিও অতি সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে বেশি ভালোবাসতেন। লেখাই ছিল তাঁর নেশা। আর কলম ছিল তাঁর জীবনের প্রধান অস্ত্র। তলোয়ারের চেয়ে কলম যে শক্তিশালী সেটা যেমন কবিগুরু প্রমাণ করে দিয়ে গিয়েছিলেন। ঠিক সেই রকম কবি শঙ্ঘ ঘোষও প্রমাণ করে দেন। সাহিত্য আকাদেমি, নরসিংহ দাস পুরস্কার, শিরোমণি, রবীন্দ্র পুরস্কার, কবীর সম্মান, সরস্বতী সম্মান, দেশিকোত্তম, পদ্মভূষণ এংব জ্ঞানপীঠ পরিস্কার লাভ করেন। কথা সাহিত্যিক নীরদ সি চৌধুরী এবং আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক থাকলেও তাদের রবীন্দ্র ভাবনা নিয়ে যেসব ভুল ছিল তা তিনি খণ্ডন করেছেন। নীরদ সি চৌধুরীর লেখা "আত্মঘাতী বাঙালি" রচনায় বহু স্থানে ভুল রয়েছে তা তিনি বলেছিলেন। এই নিয়ে নীরদ সি চৌধুরীর সঙ্গে কম বিবাদ হয়নি। ১৯৭৬ সালে তিনি 'বাবরের প্রার্থনা' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। জরুরী অবস্থার প্রতিবাদই ছিল এই কবিতার বিষয়বস্তু। প্রতিবাদের ভাষাটা কবি শঙ্ঘ ঘোষের বরাবরই জোরালো ছিল বলেই রাজনৈতিক দলের নেতারা তাঁকে এড়িয়ে চললেন। তিনি অন্যায় দেখতে পেলে কলম ধরে তাঁর প্রতিবাদ করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। সরকারের হয়ে কোনও কথা বলতে তাঁকে শোনা যায়নি। সরকারি অনুষ্ঠানকে তিনি যতটা সম্ভব বর্জন করে চলতেন। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে সেখানে তোষণ করে বক্তব্য রাখতে হতো বলে। তোষণ করে বক্তব্য রাখা তাঁর ধাতে ছিল না। সেই কারণে কোনও সরকারি অনুষ্ঠানে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করতেন না। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, এশিয়াটিক সোসাইটি এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের কোনও সভা হলে তিনি আগ্রহ সহকারে সেখানে যোগদান করতেন। কবি শঙ্খ ঘোষ চলে যাওয়াতেও রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি গভীর শোক প্রকাশ করেছে। ১৯৫১ সালর ২১ এপ্রিল। কোচবিহার। ঘর খাবার নেই। ভুখা মিছিল করেছিল মানুষ খাদ্যের দাবিতে। সেই মিছিলকে লক্ষ্য করে পুলিশ গুলি চালায়। কবিতা বসু, বন্দনা তালুকদার, বাদল বিশ্বাস, সতীশ দেবনাথ এবং সাত বছরের শিশু বকুল তালুকদার গুলি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তখনই কবি লেখেন 'যমুনাবতী'। সেই কবিতাকে লিখলেন - " নিভন্ত এই চুল্লিতে মা /একটু আগুন দে / আরেকটু কাল বেঁচেই থাকি / বাঁচার আনন্দে।" সাধারণ মানুষের বাঁচার অধিকারকে তিনি তাঁর কবিতায় ফুটিয়ে তুললেন। শাসক দলের হৃদকম্পন ধরিয়ে দিয়েছিল এই কবিতাটি। চারদিকে এই কবিতা তখন মানুষের মনে বিদ্রোহের আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। কবিতার প্রতিবাদ যে এত তীব্র আকার ধারন করতে সেটা শাসক দল উপলব্ধি করতে পারেনি। রাজরোষের তোয়াক্ক করতেন না। বহুবার রাজরোষে পড়ার মতো অবস্থা তাঁর হয়েছিল। কিন্তু সাহস করে কবি শঙ্খ ঘোষকে কেউই বেশি ঘটাতে চায়নি। শাসক দল অন্যায় করলে তিনি তাদের রেয়াত করেননি। পুরস্কার পাওয়ার লোভে তিনি কবিতা লেখেন না সেটা বারবার প্রমাণ করে দিয়েছেন। কবিতা লেখেন পাঠকদের জন্য। বাংলার মানুষের জন্য। কবি শঙ্খ ঘোষ কোনও সময়ে তিনি কারোর প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ করতেন না। তিনি সেদিক দিয়ে ছিলেন একেবারে নিরপেক্ষ। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারকে মর্যাদা দেওয়ার পক্ষপাতিত্ব গ্রহণ করে চলেছিলেন সারা জীবন ধরে। যখনই মানবাধিকার অপমানিত হয়েছে তখনই তিনি কলম ধরেছেন? তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। যখনই ব্যক্তি স্বাধীনতাকে হনন করার চেষ্টা করা হয়েছে তখনই তাঁর কলম ঝলযে উঠেছে। তীব্র প্রতিবাদী কবিতা প্রকাশ করতে তিনি একটুবারের জন্য থমকে যাননি। সাহিত্য এবং কবি জগতে তিনি শেষ জীবন পর্যন্ত আপন খ্যাতি এবং মর্যাদাকে সামনে রেখে চলতে পেরেছিলেন। শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তিনি কোনও সময়ে আপোষ করে চলেননি। তিনি জীবন সত্যকে প্রকাশ করে গিয়েছিলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। কবির দেশ বাংলা। সেই বাংলায় এখন কবির সংখ্যা ক্রমশ কমতে শুরু করে দিয়েছে। উল্লেখযোগ্য কবি এখন আর কোথায়? নেই বলতে গেলে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কবিতা আকাদেমি গঠন করেছে বটে। সেখানে কবিতা চর্চা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রতিভাশালী কবির সংখ্যা বলতে গেলে খুবই কম। নজরুল এক রাতেই বিদ্রোহী কবিতা রচনা করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'নির্ঝরের স্বপ্নভগ্ন' কবিতা রচনা করে পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে পুরস্কার লাভ করেছিলেন। তারপর থেকে এই দুই বাংলার কবি যেসব কবিতা লিখে গিয়েছেন যা বলতে গেলে অমর সাহিত্য। বাংলার প্রতিটি স্থানেই বিখ্যাত কবিদের বসবাস ছিল। মধ্য যুগের মঙ্গল কাব্য থেকে শুরু করে আধুনিক যুগে বহু কবিরা কবিতা লিখে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। কবি সুকুমার রায় উদ্ভট কবিতা রচনা করে বাংলার কবি মহলে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। শুধু কবিতা মহলে নয়. তিনি শিশু থেকে শুরু করে সবার প্রিয় কবি হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। তাঁর পিতা উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীও এত সুন্দর কবিতা রচনা করে যেতে পারেননি। এক সময়ে 'সন্দেশ' পত্রিকা বিক্রি হতো সুকুমার রায়ের কবিতা আর উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীর গল্প পড়ার জন্য। 'শুকতারা' পত্রিকায় প্রথম দিকে একটি কবিতা থাকতো। সেই কবিতা দিয়েই শুরু হতো শুকতারার প্রকাশিত অন্যান্য ছোটদের গল্প এবং প্রবন্ধ। কলকাতার বহু সংবাদপত্রে রাজনৈতিক ব্যঙ্গ করে কবিতা প্রকাশিত হতো। কার্টুন তো থাকতো। এই ব্যঙ্গ কবিতা প্রকাশ পেলে রাজনৈতিক নেতারা খুবই মজা পেতেন। রাজনৈতিক নেতারা এতে বিরক্ত হতেন না। তারা এই সব কবিতা পাঠ করে উপভোগ করতেন। কবিতা চর্চা ক্রমশ প্রাধান্য হারাতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু বাংলার জল হাওয়া কবিদের প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষে যথেষ্ট সক্রিয়।

আবার প্রকাশ্যে নারদ কাণ্ড ম্যাথু স্যামুয়েলকে তলব করলো সিবিআই

আবার নারদ কাণ্ড-ম্যাথু স্যামুয়েলকে তলব করলো সিবিআই। ১৮ সেপ্টেম্বর ম্যাথুকে নিজাম প্যালেসে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। এদিকে ম্যাথু বলেছেন যে তিনি কলকাতায় সিবিআই এর অফিস নিজাম প্যালেসে উপস্থিত থাকতে পারেন যদি তার বিমানে যাতায়াতের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। দুর্নীতির কাণ্ডে যখন শাসক দলের নেতারা জর্জকিত তখন নারদ কাণ্ডে ফের তদন্ত শুরু হওয়ার ব্যাপারে তাঁরা উৎসাহ প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছেন। কারণ বর্তমানে বিজেপি দলের বিধায়ক এবং বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারীকে কাগজে মোড়া অবস্থায় টাকা নিতে দেখা গিয়েছিল। এই স্টিং অপারেশনের সময়ে আর যাদের টাকা নিতে দেখা গিয়েছিল তাদের মধ্যে রয়েছে সৌগত রায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদারসহ সবাই তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা। ২০১৪ সালে লোকসভার নির্বাচনের সময়ে রাজ্যের একাধিক নেতার হাতে টাকা তুলে দিয়েছিলেন স্টিং অপারেশন করার মধ্যে দিয়ে ম্যাথু। ২০১৬ সালে বিধানসভার প্রকাশ্যে এসে পড়ে এই অপারেশনের মধ্যে দিয়ে টাকা নেওয়ার ঘটনাটি। তখন শাসক দলের নেতারা বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন যে তারা টাকাটি গ্রহণ করেছিলেন দলীয় তহবিল তৈরি করতে। বিরোধী দল নেতা শুভেন্দুর সেই সময়ে পাল্টা অভিযোগ ছিল যে এটি একটি ষড়যন্ত্র। কে ডি সিংহকে কাজে লাগানো হয়েছিল। তৃণমূল নেতাদের ফাঁসিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। এদিকে ম্যাথু বলেছেন তিনি কলকাতায় সিবিআই দফতরে উপস্থিত হতে রাজি। তবে তাঁকে কলকাতায় যাওয়ার জন্য বিমানের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। কিন্তু সিবিই এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে বিমান নয়, তারা রেলের ভাড়া দিতে পারে। রেলে করে কলকাতায় যেতে গেলে তিনদিন লাগবে। এত বেশি সময় দেওয়া সম্ভব হবে না। দিল্লিতে তহলকা মামলা চলছে। সেখানে হাজিরা দিতে হচ্ছে। দশ বারো বার তদন্তকারীদের মুখোমুখী হয়েছি। বিমানে যাতায়াত ভাড়া না দিলে আমার পক্ষে কলকাতায় গিয়ে উপস্থিত হওয়া একেবারে অসম্ভব। নারদ কাণ্ড এবং ম্যাথুকে ঘিরে আবার রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। এদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের মুথপাত্র তাপস রায় বলেছেন, সব অভিযোগের তদন্ত করা হোক। এদিকে বিজেপি দলের নেতারা বলতে শুরু করেছেন তদন্ত সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন থাকলে তা সিবিআই দিতে পারবে। বিজেপি দল কিছুই বলতে পারবে না। আর তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও কিছু বলার থাকলে তারা আদালতে যেতে পারে। সিপিএম দলের নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেছেন নারদ কাণ্ডে কয়েকজন নেতা এবং মন্ত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে গ্রেফতার করা হয়েছিল। নারদ কাণ্ড নিয়ে এতদিন পড়ে আবার তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো কেন তা ভাবতে হবে। এটা কি তাহলে বলতে গেলে গটআ্যাপ খেলা বলতে শুরু করেছে জনগণ। যদি সিবিআই সব কিছুই তদন্ত করতে সময় নিচ্ছে। চূড়ান্ত তদন্ত করে কোনও রিপোর্ট দাখিল করতে পারছে না। শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি তদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্ট এখনও কী সিবিআই জামা দিতে পেরেছে আদালতে তা নিয়ে সবার মনে প্রশ্ন জাগতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে শাসক দলের মুখপাত্র তাপস রায় বলেছেন ৩৪ বছর ধরে সিপিএম কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সরকারে থেকেছে। এদিকে সিপিএম দলের কিছু নেতা বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী তো বিজেপি দলের হয়ে ফেরারিং করতে শুরু করে দিয়েছেন।

নারদ কাণ্ডের অতীত ইতিহাস

নারদ ভিডিও মুছে ফেলল বিজেপি। নারদ স্টিং অপারেশনে অভিযুক্ত শুভেন্দু অধিকারী দলে যোগ দেওয়ার প্রায় চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বিজেপি নিজেদের ইউটিউব চ্যানেল থেকে নারদ কাণ্ডের ভিডিও মুছে দিল। তারপরে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারা বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন, ওয়াশিং পাউডার বিজেপি। কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না কোনও রাজনৈতিক দলই। বিশেষ করে বিরোধী দলের নেতারা বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে গেরুয়া শিবিরে যোগদান করলেই এখন সব পাপ মুক্ত হওয়া সম্ভব। বিজেপিতে হচ্ছে গঙ্গা জল। সেখানে একবার নাম লেখালে সব পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। তৃণমূল কংগ্রেস বক্রোক্তি করতে শুরু করে দিয়েছে, বিজেপির তো সবই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। রাজনীতি করা ছাড়া বিজেপি আর কিছুই জানে না। তারা ক্ষমতা দখল করতে চায়। তার বেশি তাদের আর কিছুই করার নেই। ২০১৬ সালে বিধানসভার নির্বাচন ময়দানে স্টিং অপারেশন ছিল বিজেপি প্রধান হাতিয়ার। সেটাকে সামনে রেখে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিজেপি নির্বাচনী সংগ্রাম করেছিল। বিজেপির রাজ্য দফতরে সাংবাদিক সম্মেলন করে বেশ নাটকীয়ভাবে এই সব ভিডিও ফুটেজগুলো দেখিয়ে ছিলেন রাজ্য বিজেপি দলের তৎকালীন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সিদ্ধার্থনাথ সিং। বিজেপি সাড়ম্বরে দাবি করেছিল তারাই প্রথম এই ভিডিও প্রকাশ করেছে। সেই নারদ

কাণ্ডে অভিযুক্ত মুকুল রায় এবং শোভন চট্টোপাধ্যায়কে আগেই নিয়েছে বিজেপি দলে যোগদান করেছেন। মুকুল রায় ২০১৭ সালে এবং শোভন চট্টোপাধ্যায় ২০১৯ সালে বিজেপিতে যোগদান করেন। তার পরেও নারদ কাণ্ডের ভিডিও বিজেপির ইউটিউব চ্যানেলে দেখতে পাওয়া গিয়েছে। মেদিনীপুরের বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী বিজেপিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের হাত ধরে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। তারপর থেকে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে বিজেপির ইউটিউব চ্যানেলে শুভেন্দু ভিডিওটি আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। মুছে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন কাণ্ডে অভিযুক্তদের নিয়ে আসা হচ্ছে বিজেপিতে। সেই চর্চার হাত ধরে এবারে শুভেন্দু অধিকারীকে দলে নিয়ে আসা হল। নারদ কাণ্ড ভিডিওকে সামনে রেখে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে যেভাবে প্রচার করা হয়েছিল তাতে তৃণমূল কংগ্রেসের সম্মান ধুলায় মিশতে শুরু করে। সেই শুভেন্দু আধিকারী বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর থেকে ভিডিও থেকে শুভেন্দু নামটা একেবারে উবে গিয়েছে। ইডি এবং সিবিআই বলতে শুরু করে দিয়েছে সব বিষয়ে তারা তদন্ত চালু রেখেছে। যখন যেটার প্রয়োজন তখন সেটাই করা হচ্ছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে যে দুর্নীতি হয়েছে তার রিপোর্টও আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে। নারদ কাণ্ডের বহু তথ্য এখন সঠিকভাবে প্রকাশ লাভ করেনি। তার জন্যই সিবিআই এখন হাতে সময় নিয়ে নারদ কাণ্ডকে নিয়ে জেরা করার পথ তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে। সিবিআই সব দুর্নীতিকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসার ব্যাপারে আগ্রহী। আস্থা রাখুন সিবিআইয়ের ওপরে। নিশ্চয় সিবিআই সব দোষীদের উপযুক্ত বিচার পাওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করবে। শাস্তি দেবে আদালত। সেটা সিবিআইয়ের হাতে নয়। সিবিআই জের করে যা জানতে পেরেছে তা আদালতের বিচারপতিদের হাতে তুলে দিতে পারে। আদালত সেই সব রিপোর্ট গ্রহণ করে তার খতিয়ে দেখবে এবং বিচারপতিরা শাস্তির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

বিজেপি দলের বিরুদ্ধে শাসক দল থাকলেও জাতীয় রাজনীতিতে গোপনে শাসক দল বিজেপি হয়ে কাজ করে চলেছে। কংগ্রেসের দলের নেতা অধীর চৌধুরী অবশ্য এ ব্যাপারে কোনও কথা বলেননি। তিনি চুপ করে সব খেলা দেখছেন বলে দলের নেতারা বলতে শুরু করে দিয়েছে। নারদ কাণ্ড কবে ঘটে গিয়েছে তা প্রায় ভুলে গিয়েছিল রাজ্যের জনগণ। আবার নারদ কাণ্ড মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করলো। সাধারণ মানুষেরা বলতে শুরু করে দিয়েছে যে যদি কোনও সাধারণ মানুষ কোনও অপরাধ করে তাহলে তার শাস্তি দ্রুত দেওয়া হয়ে থাকে। আর প্রভাবশালী নেতারা কত দুর্নীতি করে বেড়াচ্ছে তাদের শাস্তি দেওয়ার কারোর শক্তি নেই। বছরের পর বছর ধরে তদন্ত হয়েই চলছে।

হেরিটেজ ঃ কোচবিহার রাজবাড়ি

কোচবিহার রাজবাড়ির অপর নাম হচ্ছে ভিক্টর জুবিলি প্যালেস। ১৮৮৭ সালে রাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের রাজত্বকালে ইংল্যাণ্ডের বাকিংহ্যাম প্যালেসের আদলে তৈরি করা হয়েছিল এই রাজবাড়িটি। ইতালির রেনের্সাসের শিল্প নিদর্শন এই রাজবাড়ি দর্শন করলে পাওয়া সম্ভব। এই রাজবাড়ির একতলায় বিলিয়ার্ড রুম, গ্রন্থাগার, অতিথিশালা, রান্নাঘর এবং ২৪টি ভোজন কক্ষ রয়েছে। দ্বিতীয় তলে রয়েছে ১৫টি শয়নকক্ষ, ৩টি বৈঠকখানা, ৪টি তোশাখানা, ১১টি স্নান ঘর, মোটি ৪০টি ঘর। দক্ষিণ দিকে ঘরগুলিতে রাজা রাণি থাকতেন। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে দক্ষিণের হাওয়াকে গ্রহণ করা। দক্ষিণের হাওয়া ঘরগুলিকে ঠাণ্ডা করে রাখতো। দ্বিতীয় তলায় একটি নাচঘর ছিল। ১৮৯৭ সালে প্রচণ্ড ভূমিকম্পে এর তৃতীয় তলটি ভেঙে গিয়েছিল। কোচবিহারের রাজাদের ত্ত্বাবধানে মদনমোহন মন্দির পরিচালিত হতো বলে জানতে পারা গিয়েছে। জয়পরের মহারাজা সওয়াই মান সিং এত দ্বিতয় স্ত্রী ছিলেন গায়ত্রী দেবী। তিনি কোচবিহার রাজ পরিবারের কন্যা ছিলেন। দূর থেকে দেখলে কোচবিহারকে মনে হয় ইতালির সেন্ট পিটার্স চার্চ। আসলে ইতালির এই চার্চের আদলে তৈরি করা হয়েছিল কোচবিহারের মূল দ্বারটি। রাজবাড়ির সমানে বিশাল সবুজ বাগান তৈরি করা রয়েছে। সেখানে এক সময়ে মহারাজা ভোর বেলায় ঘোরাফেরা করতেন। কোচবিহারের রাজাদের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের রানি ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে সুম্পর্ক ছিল। কোচবিহারের মহারাজা রানি ভিক্টোরিয়াকে শ্রদ্ধা করতেন। দরবার হলটি তৈরি করা হয়েছিল ইতালির ভাস্কর্য প্রথাকে মনে রেখে। এখানে সাগর দীঘি বলে একটি কৃত্রিম জলাশয় রয়েছে যার সৌন্দর্য সকলকে মুগ্ধ করে দেবে। কামতেশ্বরী মন্দির রয়েছে। যদি প্রাচীন মন্দিরটি এখন আর নেই। কিন্তু সেই প্রাচীন মন্দিরের আদলে তৈরি করা হয়েছে এই মন্দিরটি। এটি নির্মাণ করেছিলেন মহারাজা প্রাণ নারায়ণ ১৬৬৫ সালে। বাংলার চার চেলার আদলে তৈরি করা হয় এই মন্দিরটি। রসিকবিল বলে একটি সবুজ পরিবেশ যুক্ত স্থান রয়েছে। সেখানে অজস্র পাখি এসে উপস্থিত হয়। এখানে পাখি ধরা একেবারে নিষিদ্ধ। সেই কারণে পাখিরা নিরাপদে এখানে এসে উপস্থিত হয় এবং বাসা তৈরি করে থাকে।

পরিশ্রুত পানীয় জলের দাবিতে সড়ক অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ পরিশ্রুত পানীয় জলের দাবিতে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে শামিল হলেন তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের বারকোদালি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভান্ডিজেলাস এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয়দের অভিযোগ, ভান্ডিজেলাস এলাকায় প্রায় দুই হাজার পরিবারের বসবাস। এলাকায় বাড়ি বাড়ি নতুন করে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে পুরোনো পানীয় জলের সংযোগ খুলে ফেলা হয়েছে। নতুন সংযোগে পানীয় জল পরিষেবা শুরু হলেও অধিকাংশ জায়গায় ফেটে গিয়েছে জলের পাইপ। তার জেরে বিগত এক বছর থেকে এলাকায় বন্ধ রয়েছে পানীয় জল পরিষেবা। পানীয় জলের অভাবে বাধ্য হয়ে গভীর নলকূপের আয়রনযুক্ত জল পান করতে হচ্ছে তাঁদের। সেই জল পান করে চর্মরোগ ও পেটের অসুখ দেখা দিয়েছে অধিকাংশের। বাধ্য হয়ে ২ কিলোমিটার দূর থেকে পানীয় জল নিয়ে এসে পান করছেন তাঁরা। তাঁদের অভিযোগ, পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে বহুবার জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগে অভিযোগ জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। তাই প্রতিশ্রুত পানীয় জলের দাবিতে বক্সিরহাট-হরিরহাট সংযোগকারী রাজ্য সড়ক অবরোধ করে এদিন বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। এবিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুদর্শন রায় জানান, স্থানীয়দের সমস্যা মেটাতে শীঘ্রই তিনি জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। তাঁর বক্তব্য, ওই এলাকা বিজেপি অধ্যুষিত। অপরদিকে, স্থানীয় পানীয় জলের অপারেটর তৃণমূলের প্রাক্তন উপপ্রধান পুলিন বর্মন। এলাকাটি বিজেপি অধ্যুষিত বলেই তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এতদিন পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে সদর্থক ভূমিকা পালন করেননি। যদিও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের তোলা অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন ওই পানীয় জলের অপারেটর। এদিন অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বক্সিরহাট থানার পুলিশ। বিক্ষোভের জেরে যানজটের সৃষ্টি হয় এলাকায়। পরবর্তীতে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হলে অবরোধ তুলে নেন স্থানীয়রা।

সরকারি ফাঁকা জমি বেদখল

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ জমি দখলে ফের খবরের শিরোনামে নদীয়ার কল্যাণী। সরকারি ইটভাটার ফাঁকা জমি দখলের অভিযোগ উঠল খোদ তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে। নাম জড়ালো এক তৃণমূল নেতারও। মুখ্যমন্ত্রীকে অভিযোগপত্র পাঠালেন কংগ্রেস নেতা। ঘটনাটি, নদীয়ার কল্যাণী পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ঘটনা। কল্যাণী পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর হলেন শ্যামল দাস। ভুট্টাবাজার থেকে মাঝেরচরের দিকে যেতে রাস্তার বামদিকে পড়বে এই সরকারি ইটভাটা। ইটভাটা সংলগ্ন রয়েছে ফাঁকা জমি। অবাক হবেন, এই জমিতে নেই কোনো ঘরবাড়ি। অথচ এই ফাঁকা জমির অকুপাই ট্যাক্স চালু করে দিয়েছে কল্যাণী পুরসভা। মোট ১৩ জনের নামে অকুপাই ট্যাক্স চালু করেছে কল্যাণী পুরসভা। যার মধ্যে নাম রয়েছে খোদ তৃণমূল কাউন্সিলার শ্যামল দাস ও শ্যামল দাস ঘনিষ্ঠ এক তৃণমূল নেতার। জানা গিয়েছে, এই ১৩ জন প্রত্যেকেই কাউন্সিলারের এবং ওই তৃণমূল নেতার পরিবারের সদস্য। এমনটাই অভিযোগ কংগ্রেস নেতা কৃষ্ণ মাহাতোর। এই ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করেছে কল্যাণী পুরসভা।

মালদা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ পদের বন্টন ঘিরে ছড়াল বিক্ষোভ

তনুজ জৈন, মালদা,১৩ সেপ্টেম্বর ঃ মঙ্গলবার মালদা জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতি গঠন নিয়ে প্রকাশ্যে এসেছিল শাসকদলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। সংবাদমাধ্যমের সামনেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল জেলা পরিষদের সদস্য এবং জেলা নেতৃত্বের একাংশ। এবার সেই ক্ষোভের স্ফুলিঙ্গ বুধবার বিকেলে দাবানলের আগুনের মত ছড়িয়ে পড়লো হরিশ্চন্দ্রপুরে। হরিশ্চন্দ্রপুর শহীদ মোড়ে তৃণমূলের জেলা সভাপতি রহিম বক্সির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভার তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। বিক্ষোভে নেতৃত্ব দিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূলের সদস্য মকরম আলী ওরফে স্বপন। প্রসঙ্গত মঙ্গলবার মালদা জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতি গঠন হয়। সেখানে হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভা থেকে কোন জয়ী সদস্য কর্মাধ্যক্ষ পদ পাননি। আর তাতেই ব্যাপক ক্ষুব্ধ তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। বিশেষত হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভা থেকে জেলা পরিষদে কর্মাধ্যক্ষের দৌড়ে ছিলেন দাপুটে তৃণমূল নেতা বুলবুল খান এবং মালদা জেলা পরিষদের প্রাক্তন শিশু, নারী ও ত্রাণ কর্মাধ্যক্ষা মর্জিনা খাতুন। কিন্তু দু'জনের কেউই পদ পাননি। হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভার তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের অভিযোগ স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী। তাই হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভা থেকে কেউ পদ পাননি। মোটা টাকার বিনিময়ে পদ বিক্রি করেছেন জেলা সভাপতি। কর্মাধ্যক্ষ পদ দেওয়া হয়েছে রহিম বক্সির ছেলে রিয়াজুল করিম বক্সী ওরফে বাবু বক্সীকে। চাঁচল বিধানসভা বা আরেক প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের বিধানসভা থেকেও দু'জন করে কর্মাধ্যক্ষ পদ পেয়েছেন। কিন্তু বঞ্চিত করা হয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুরকে। আর এই চক্রান্তের পেছনে রহিম বক্সির সঙ্গে রয়েছেন মালদা জেলায় আইপ্যাকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কুমার নামে এক কর্মী। বিক্ষুব্ধ তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের আরও অভিযোগ জেলা সভাপতি এবং আইপ্যাক মিলে ভোটের আগে জেলা পরিষদের টিকিটও টাকা দিয়ে বিক্রি করেছে। প্রসঙ্গত মালদা জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক বুলবুল খান হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভার দাপুটে নেতা হিসেবে পরিচিত। ওই এলাকায় তৃণমূলের উত্থানের অন্যতম কাণ্ডারী। তাই বুলবুল খান পদ না পাওয়ায় ব্যাপক ক্ষুব্ধ তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। যদিও এই বিষয় নিয়ে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি রহিম বক্সী। তিনি বললেন দল যাকে ভালো মনে করেছে তাকে করেছে। এতে আমার কোন হাত নেই। সমস্ত ঘটনা সামনে আসতেই তীব্র কটাক্ষ বিরোধীদের। ব্যাপক অস্বস্তিতে তৃণমূল। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মোকরম আলীর অভিযোগ, শুধুমাত্র প্রতিমন্ত্রীর তাজমুল হোসেনের সঙ্গে চক্রান্তের জন্য এই বঞ্চনা হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভার সঙ্গে। জেলায় ১২টি বিধানসভা এবং ১১টি কর্মাধ্যক্ষের পদ রয়েছে। এক একটি বিধানসভা দুটো করে পেলেও হরিশ্চন্দ্রপুর একটাও পেল না। বুলবুল খানের মতো নেতাকে বঞ্চিত রাখা হলো। অথচ জেলা সভাপতির ছেলে পেয়ে গেল। সমস্তটা টাকার বিনিময়ে হয়েছে। বিজেপি নেতা তথা জেলা কমিটির সদস্য কিষান কেডিয়ার কটাক্ষ, এটাই তৃণমূলের সংস্কৃতি। পুরো দলটাই দুর্নীতিবাজ। কাটমানি ছাড়া এরা চলে না। এভাবেই তৃণমূল একদিন শেষ হয়ে যাবে। প্রসঙ্গত ৩৮ আসন বিশিষ্ট মালদা জেলা পরিষদের ৩৪ টি আসনে জিতে এককভাবে জেলা পরিষদ দখল করেছে তৃণমূল। সভাধিপতি হয়েছেন লিপিকা বর্মন এবং সহকারী সভাধিপতি রফিকুল হোসেন। মঙ্গলবার ছিল স্থায়ী সমিতি গঠন। সেখানে অনেক পুরনো মুখ জায়গা পাননি। অনেকেই জেলা সভাপতির দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছে। আর বুধবার হরিশ্চন্দ্রপুরের এই বিক্ষোভ নিয়ে রীতিমতো বিক্ষোভ নিয়ে রীতিমত বিভক্ত জেলা তৃণমূল শিবির।

সাংসদের বিরুদ্ধে নিখোঁজ পোস্টার

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ মাঝে মাঝেই সাংসদ বা বিধায়কের নিখোঁজ হওয়ার খবর পাওয়া যায়। আসল জনপ্রতিনিধি নয়, কর্মক্ষেত্রে বা প্রয়োজনে তাঁর দেখা না মিললেই ওরকম প্রচারপত্র দেখা যায় এলাকায়। এবার বিজেপি সাংসদ নিখোঁজ বলে পোস্টার পড়ল দুর্গাপুর মহকুমা আদালত চত্বরে। বুধবার সকালে আদালত চত্বরে পোস্টার দেখে হতবাক আদালতে আসা সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে আইনজীবীরা সকলেই। পোস্টারে লেখা রয়েছে, বর্ধমান-দুর্গাপুরের সাংসদ সুরেন্দর সিং আলুওয়ালিয়ার দেখা মেলে না। পোস্টারে লেখা রয়েছে, বর্ধমান-দুর্গাপুরের সাংসদ সুরেন্দর সিং আলুওয়ালিয়ার দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। 'দুর্গাপুরের সাংসদ জি, দিল্লি থেকে ফিরল কি? দলের লোক অন্য কেউ এমপি হোক।' এমনই স্লোগান লেখা পোস্টার ছেয়ে গিয়েছে আদালত চত্বরে। পোস্টারের বয়ান দেখে মনে করা হচ্ছে ঘটনার পিছনে রয়েছে বিজেপির একাংশ। বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দলকেই দায়ী করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ। আইনজীবী কল্লোল ঘোষ জানান বিজেপির দলের অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণেই এই পোস্টার। রাজ্যের সর্বত্র জুড়ে বিজেপির দলীয় কোন্দল যেভাবে প্রকাশ্যে আসছে, এই পোস্টার তারই প্রমাণ দিচ্ছে শহর শিল্পাঞ্চলে বিজেপির দলীয় কোন্দল নিয়ে। যদিও পোস্টার নিয়ে কোন মন্তব্য করতে দেখা যায়নি বিজেপি নেতৃত্বকে। তবে সাংসদকে শুধু যে এই এলাকায় পাওয়া যায় না তেমনটা নয়, তিনি যখন দার্জিলিংয়ের সাংসদ ছিলেন তখন একই অভিযোগ উঠে আসত পাহাড়বাসীর কাছ থেকে। গতকাল বাঁকুড়ার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে তালাবন্দি করে রাখেন দলেরই কর্মীরা। এতেও যথেষ্ট অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছিল পদ্ম শিবিরকে। আজ আবার দুর্গাপুরেও দলীয় সাংসদের বিরুদ্ধে নিখোঁজ পোস্টার। সামনেই লোকসভা ভোট। বঙ্গে নিজেদের পুরনো গৌরব ধরে রাখতে হলে এই ধরনের ঘটনা বাধা হয়ে দাঁড়াবে। এর প্রভাব ভোটবাক্সে পড়বে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

জমি বিবাদের জেরে গুলিবিদ্ধ এক

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ জমি নিয়ে বিবাদ, আর সেই জমির উপর তৈরি করা ঘর ভাঙচুর। বাধা দিতে গেলে গুলিবিদ্ধ এক এবং ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আহত একাধিক। ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার নাকাশিপাড়া থানার ঘূর্ণি এলাকায়। গুলিবিদ্ধ হয়েছেন ওই এলাকার বাসিন্দা কালিম শেখ। প্রথমে তাকে উদ্ধার করে বেথুয়াডহরি গ্রামীণ হাসপাতালে ও পরে অবস্থার অবনতি হলে তাকে বর্তমানে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। জানা যায় নাকাশিপাড়ার হরোনগরের ঘূর্ণি এলাকায় একটি জমি নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলছিল। অভিযোগ ওঠে এদিন সকাল ১১টা নাগাদ একদল দুষ্কৃতী ওই জমির উপর তৈরি একটি বাড়ি আচমকা ভাঙচুর করতে আসে। তাদের প্রত্যেকের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র এবং ধারালো অস্ত্র ছিল বলে অভিযোগ। এরপরেই ভাঙচুর চলাকালীন বাধা দিতে এলে তিন রাউন্ড গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। একটি গুলি গিয়ে সরাসরি পায়ে লাগে কালিম শেখের। অন্যদিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে বেশ কয়েকজনকে আঘাত করা হলে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তারা। চিৎকার শুরু করলে এরপরে ঘটনাস্থল ছেড়ে পালায় দুষ্কৃতীরা। নাকাশিপাড়া থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

নাজেহাল গ্রাহকরা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ পাকুয়াহাট এলাকার পোস্ট অফিস নিয়মিত না খোলার অভিযোগ। বিভিন্ন সমস্যার কথা বলে প্রায় দেড় মাস ধরে বন্ধ হয়ে রয়েছে পাকুহাট উপ ডাকঘর। সাধারন মানুষের অভিযোগ, পোস্টমাস্টার নিয়মিত সময়ে পোস্ট অফিস খোলেন না। এছাড়াও পোস্ট অফিসের বিভিন্ন পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে। বিভিন্ন কাজ বন্ধ রাখার পোস্টার সেঁটে দেওয়া আছে দেওয়ালে। দূরবর্তী এলাকা থেকে সাধারণ মানুষ পোস্ট অফিসে আসছেন এবং ঘুরে যাচ্ছেন। কখনও বলা হচ্ছে পোস্ট অফিসে কোন কাজ হচ্ছে না, কখনও বলা হচ্ছে কম্পিউটার খারাপ। কখনও আবার বলা হচ্ছে সার্ভার ডাউন রয়েছে। এই ধরনের বিভিন্ন কথা বলা হচ্ছে পোস্টমাস্টারের তরফ থেকে। এ বিষয়ে সাধারণ মানুষ প্রশাসনের কাছে বারবার বলা সত্ত্বে তাদের পক্ষ থেকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। তাদের তরফ থেকে বলা হচ্ছে লিখিত অভিযোগ করুন। বিভিন্ন এলাকার মানুষ বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে ঘুরে যাচ্ছেন কোন পরিষেবা নেই সময় মত পোস্ট অফিস খোলা হচ্ছে না বলে অভিযোগ সাধারণ মানুষের। পোস্ট অফিসে বিভিন্ন কাজে জন্য আসা সাধারণ মানুষকে দেড় মাস ধরে হয়রানি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। এই নিয়ে পাকুয়াহাট পোস্ট অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে সাধারণ মানুষ। যদিও পোস্টমাস্টার বাদল চন্দ্র বিশ্বাস, জানিয়েছেন সার্ভার ডাউন এবং কম্পিউটার খারাপ তাই বিভিন্ন কাজ বন্ধ রয়েছে। কম্পিউটার মালদা পাঠানো হয়েছে। বিভিন্নভাবে অভিযোগ গুলিকে অস্বীকার করেছেন তিনি। জানিয়েছেন কাজকর্ম ঠিকঠাকই রয়েছে। কিছু সমস্যার জন্য কাজ মাঝে মধ্যে বন্ধ হয়ে পড়ছে।

রাস্তায় রেশন কার্ড

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ রাস্তায় ও চা বাগানের মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে রেশন কার্ড, আর সেই কার্ডগুলি খেলার জন্য কুড়িয়ে নিয়ে গেল কচিকাঁচারা বলে দাবি স্থানীয়দের। এমনই চিত্র ধরা পড়লো চোপড়া ব্লকের মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের কস্তুরী চা ফ্যাক্টরি এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল থেকে ওই এলাকায় কয়েক'শো প্যাকেট ভর্তি রেশন কার্ড পড়েছিল। সেই কার্ডগুলি এলাকার কচি-কাঁচারা খেলার জন্য কুড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের। বুধবার ঘটনাটি নজরে আসতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এলাকাবাসীর অনুমান কার্ডগুলি বিলি না করে কেউ বা কারা এখানে ফেলে দিয়ে গিয়েছে। শুধু মাঝিয়ালি এলাকার কার্ড নয়, চোপড়া ব্লকের বেশ কিছু এলাকার কার্ড রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। গতকালই এলাকার কচি-কাঁচাদের নজরে পড়তেই প্যাকেট ছিড়ে কার্ডগুলি নিয়ে যেতে দেখেছে অনেকেই। প্রশ্ন উঠছে এতো পরিমাণ রেশন কার্ড বিলি না করে কেন এখানে ফেলে দিয়ে গিয়েছে, নাকি কার্ডগুলি পোস্ট অফিস থেকে এনে এখানে ফেলে দিয়ে গিয়েছে তা নিয়ে এলাকার মানুষের মধ্যে নানান প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এবিষয়ে চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি ফজলুল হককে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, বিষয়টি চোপড়া ফুড সাপ্লাই আধিকারিক ও পুলিশ-প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে।

পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামীর দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যর স্বামীকে অপহরণ করে খুনের অভিযোগ। বাড়ি থেকে প্রায় ১ কিমি দূরে রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হল পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামীর। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য মালদার রতুয়া ২ ব্লকের শ্রীপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের চাতর গ্রামে। অপহরণ করে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য স্বামীকে খুন করা হয়েছে বলে দাবি মৃতার পরিবারবর্গের। এদিন দেহ উদ্ধার করতে এলে স্থানীয়দের বিক্ষোভের মুখে পরে রতুয়া থানার পুলিশ। এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। পরে পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে মালদা জেলা হাসপাতালে। জানা গেছে, মৃত ব্যক্তির নাম সাদেক আলি (৫০)। শ্রীপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যা আনোয়ারা বিবির স্বামী। পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামীর এমন রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অপহরণ করে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার রাতে বাড়ির বাইরে থেকে উধাও হয়ে যান পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী। খোঁজাখুঁজি করেও কোন হদিশ না পাওয়ায় রাতেই তারা পুলিশের দ্বারস্থ হন। পুলিশও খোঁজাখুঁজি চালাচ্ছিল। বুধবার দুপুর নাগাদ রক্তাক্ত দেহ ঝোপঝাড়ের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর যায় পুলিশ সহ পরিবারের কাছে। তৎপরতার সাথে পুখুরিয়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। পরিবারের দাবি, রাতে ফোন করে কেউ বা কারা এক লক্ষ টাকা দাবি করেছিলেন। অপহরণ করে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের। এদিন পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন পরিবারের লোকেরা। পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয়রা। এলাকায় উত্তেজনা দেখা দেয়। পরিবারের এক সদস্যের দাবি, পুলিশকে আমরা রাতেই সবটা জানিয়েছি। যদি তখনই কোনও পদক্ষেপ করত, তাহলে এমনটা হত না। পরে পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে মালদা মেডিকেল কলেজে। এখনও পর্যন্ত কাউকেই গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

সাত সকালে পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষে গুলিবিদ্ধ এক

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ বুধবার সাত সকালে গুলি চালানোর ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায় পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষ এলাকায়। গুলির আঘাতে গুরুতর জখম হন অভিজিৎ রায় নামে এক ব্যক্তি। তাঁকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনীকে মোতায়েন করা হয়েছে। অভিযুক্ত যুবক বিকু সেখকে জামালপুর এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে খন্ডঘোষ থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে খণ্ডঘোষের আড়িন গ্রামে বাইকে চেপে এক দুষ্কৃতী এসে অভিজিৎ ওরফে দুষ্টুকে লক্ষ্য করে গুলি চালালে রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন ওই যুবক। এরপরই দ্রুতগতিতে বাইক নিয়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতিটি। পরে স্থানীয় ও পরিবারের লোকজন আহত যুবককে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অভিজিৎ। হাসপাতাল সূত্রে খবর, আঘাত গুরুতর হওয়ায় অস্ত্রোপচার করা হবে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, দুষ্কৃতিটি কালো টি শার্ট ও প্যান্ট পরে ছিল। আর হেলমেট পরে থাকায় তাকে চেনা যায়নি। গ্রাম ছাড়ার সময় দুটো ছাগলকেও চাপা দেয় বলে অভিযোগ। এমনকী পালানোর সময় শূন্যেও গুলি চালায়। ঘটনায় এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, টাকা-পয়সার দেনা পাওনা সংক্রান্ত বিবাদে এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। আহত ব্যক্তি পুরানো গাড়ি কেনা-বেচার ব্যবসা করতেন বলে জানা গেছে। অভিজিতের কাছে পাওনা টাকা আদায় করতে এসেছিল এক যুবক। তাদের কথাবার্তাও হয়। তারপর অভিজিৎ শৌচালয়ে যায়। সেখান থেকে বেরনোর পরই তাঁকে গুলি করা হয় বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। অভিযুক্ত যুবক বিকু সেখকে জামালপুর এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে খন্ডঘোষ থানার পুলিশ। তল্লাশিতে তার কাছ থেকে একটি পাইপগান ও এক রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়েছে।

পরিযায়ীর মৃত্যু

এজাজ আহম্মেদ, ভরতপুর, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ পরিবারের সকলের সঙ্গে হাসি মুখে কথা হয়েছিল, মায়ের অসুস্থার খবর নিয়ে আবার পরে ফোন করব বলে মঙ্গলবার বিকেলে মহারাষ্ট্রের পুণে থেকে শেষ কথা বলেছিলেন মিনারুল সেখ। কিন্তু রাতে কি এমন হল যে আত্মহত্যা করতে হল অভিযোগ পরিবারের। পরিবার সুত্রে জানা গিয়েছে মুর্শিদাবাদের ভরতপুর থানার অন্তর্গত নতুন পাড়া গ্রামের বাসিন্দা মিনারুল সেখ। গত ৯ মাস আগে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে পুণেতে কাজ করতে গিয়েছিলেন বছর কুড়ির মিনারুল সেখ। সেখানে একটি মুরগির ফার্মে কাজ করতেন। মঙ্গলবার হঠাৎ মিনারুল সেখের গলায় দিয়ে আত্মহত্যার খবর আসে। খবর আসতেই ভরতপুরের নতুন গ্রামে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। মৃত মিনারুল সেখের বৌদি তনুজা আহম্মেদ জানান, ভরতপুরের একটি মেয়ের সঙ্গে মিনারুলের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সেই মেয়েটি মানসিকভাবে চাপ দেওয়ার ফলেই হয়তো মিনারুল গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। কারণ মঙ্গলবার বিকেলে আমাদের সঙ্গে ভালোভাবে হেসে খেলে কথা বলল মিনারুল। অথচ রাতে কী হয়েছে আমরা কীছুই জানিনা মেয়েটি আমাকে ফোন করে বলছে বড়ো ভাইকে খবর দাও মিনারুল হয়তো কিছু বিপদ ঘটাতে পারে। আর সেটাই হয়েছে। পিতা মহম্মদ সেখ বলেন, ছেলেকে যে বা যারা আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছে তাদের শাস্তি চাই। বুধবার দুপুর নাগাদ মৃত মিনারুল সেখের লাশ গ্রামে ফিরে আসতেই , শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বুধবার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে।

রাস্তা সংস্কার চেয়ে

দুরন্ত বার্তা, কোলাঘাট, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার গেটওয়ে মেচেদা। অথচ মেচেদার পাঁচ মাথা মোড় থেকে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত মাত্র ২০০ মিটার রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল। প্রায়শই ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটছে। এই রাস্তাটি অবিলম্বে মেরামত করার দাবিতে এসইউসি আই (কমিউনিস্ট) দলের মেচেদা লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চলছে। কিন্তু এ যাবৎ কোন পদক্ষেপ না নেওয়ায় এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের মেচেদা লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে আজ ওই রাস্তায় পথ অবরোধ করা হয়। সকাল ১০টা থেকে প্রায় পঞ্চাশ মিনিট অবরোধ চলে। সাধারন মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই অবরোধে সামিল হন। এরপর পুলিশ-প্রশাসনের হস্তক্ষেপে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। মেচেদা লোকাল কমিটির সম্পাদক সুব্রত দাস বলেন, আগামী ১৫ দিনের মধ্যে প্রশাসনের পক্ষ থেকে যদি রাস্তাটি মেরামতের কোন উদ্যোগ না নেওয়া হয়, তাহলে আরও বৃহত্তর আন্দোলন হবে। তিনি আরও বলেন, বাসস্ট্যান্ডে প্রতিদিন যে শত শত বাস, ট্রেকার, মাছের গাড়ি যায়, ওই সমস্ত গাড়ি থেকে প্রতিদিন টাকা তোলা হয়। বাসস্ট্যান্ড কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান হিসেবে তমলুকের এসডিও আছেন। তিনি তাহলে কেন এই গুরুত্বপূর্ন রাস্তাটির মেরামতির বিষয়ে উদ্যোগ নেবেন না? দুর্গা পূজার পূর্বে এই রাস্তাটি মেরামত না করা হলে সাধারণ মানুষকে খুবই সমস্যার মধ্যে পড়তে হবে।

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE

"Notice Inviting e-Tender No.-"
WBMAD/UM/260/e-Tender/2023-24,
Dated: 12.09.2023,
WBMAD/UM/261/e-Tender/2023-24,
Dated: 12.09.2023

(Laying of 110mm dia (OD) HDPE-PE 100 (PN-6) & Laying of 160 mm dia (DI K-7) Pipeline in different places with Temporary Road Restoration under Uluberia Municipality). Details are available in the **www.wbtender.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Uluberia Municipality

Hirbandh Gram Panchayat
Vill : Tilaboni P.O.- Bauridiha P.S.- Hirbandh , Dist.- Bankura
Memo No : 347 / HirGP / 2023 Dated: 13 / 09 / 2023
NIT No-06/HirGP/2023-24

Pradhan, Hirbandh Gram Panchayat invites Tenders of seven Construction works in Hirbandh GP area details of which are available at **www.wbtenders.gov.in** website and the Notice Board of Hirbandh Gram Panchayat, PO-Bauridiha, Dist.-Bankura.

Sd/-Pradhan
Hirbandh Gram Panchayat

NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide **NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-14/2023-24** of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 07(Seven) nos. works/Scheme under SBM(G) Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in Reference Tender ID: 2023_DM_568255_1 to 2023_DM_568255_7.** Document download/sell starting **from 13.09.2023 up to 20.09.2023 4.00 PM.** Bid submission starting **from 13.09.2023 up to 20.09.2023 at 04:00 pm.** And Opening on **22.09.2023 at 04:05 P.M.** For details please visit website.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৫৩২, তারিখ ১১.০৯.২০২৩। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেল স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ ক্রম নং ১। টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩২৩৮-আর। কাজের নাম ঃ এক বছরের জন্য এসএসই/জি/ব্যান্ডেল, এসএসই/জি/বর্ধমান, এসএসই/জি/রামপুরহাট এবং এসএসই/জি/ক্যাটোয়ার অধিক্ষেত্রে সাধারণ বৈদ্যুতিক পরিষেবার জন্য ত্রুটি মেরামত, ওয়্যারিং, কেবল বিছানো, আর্থিং ইত্যাদি। টেন্ডার মূল্যমান ঃ ৪১,২৪,৪২৩ টাকা। বিড সিকিউরিটি (বায়নামূল্য জমা) ঃ ৮৮,৫০০ টাকা। কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ ১২ মাস। ক্রম নং ২। টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩২৪৫। কাজের নাম ঃ "এসএসই (জেন)/নবদ্বীপধামের অধিক্ষেত্রে নতুন লেভেল ক্রসিং গেট নং ৫, ৫সি/২ই, ৭৫(সি)/টি, ৮সি, ৮৩ এবং ২১/ই যার পুরনো গেট লজের প্রতিস্থাপন" সংক্রান্ত কাজে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। টেন্ডার মূল্যমান ঃ ১৩,৮১,৪০০ টাকা। বিড সিকিউরিটি (বায়নামূল্য জমা) ঃ ২৭,৬০০ টাকা। কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ ৬ মাস। ক্রম নং ৩। টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩২৫৫। কাজের নাম ঃ সার্ভিস বিল্ডিং সমেত হাওড়ার পুরনো ও নতুন স্টেশন কমপ্লেক্সে এলইডি লাইট ফিটিং ও শক্তি-সাশ্রয়কারী বিএলডিসি সিলিং ফ্যানের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যমান ঃ ১৪,৭৭,২৩৬ টাকা। বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা) ঃ ২৯,৬০০ টাকা। কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ ১২০ দিন। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ০৪.১০.২০২৩-এ দুপুর ৩টা পর্যন্ত। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট থাকলে, টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোনও পরিবর্তন হবে না যেহেতু আইআরইপিএস ওয়েবসাইট টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে প্রাপ্ত কোন অফার জমা অনুমোদন করে না। অবশ্য, টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে যে কোনও সুবিধাজনক দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। (HWH-245/2023-24)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Office of the Pradhan
Kenda Gram Panchayat
Vill-Kenda, PO – Baladih,
PS-Puncha, Dist-Purulia
Memo No.-258/KGP
Dated-13.09.2023

NOTICE INVITING e-TENDER NO-06/2023-24/KGP. Bid submission end date-**21.09.2023 – 3 pm.** Bid open Date (Technical)-**23.09.2023 – 3:15pm.** For more details information visit: **www.wbtenders.gov.in** and office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Kenda Gram Panchayat

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213
Memo. No. 2205/BDO/JLD-II, Dated: 12/09/2023
Notice

Block Development Officer, Jhalda-II Development Block invites E-tender as follows: **NIeT No.-4(e)/BDO/JLD-II/2023-24 dt. 12.09.2023,** for 2 nos. scheme **(Tender ID 2023_DM_567767_1 to 2023_DM_567767_2)** within the jurisdiction of Jhalda-II Development Block. Last Date of tender submission is **26.09.2023 up to 5-00 pm** respectively. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Block Development Officer
Jhalda-II Development Block

Debipur Gram Panchayat
PO: Uttar Manasri, Dist: Howrah, Pin: 711412
Notice Inviting e-Tender No. NIT(e)/DGP-01/2023-24

E-Tender is invited by the Prodhan, Debipur Gram Panchayat for 6(Six) Nos. different works. Period of completion: 03(Three) Months. Bid Document downloading(online) starting **from 13-09-2023 at 4:30 pm up to 28-09-2023 2.00 pm.** Last date of submission of Bid(online) 28.09.2023 at 2.00 pm. Bid Opening date **on 03.10.23 on 10:00 am.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Debipur Gram Panchayat

NAPARA GRAM PANCHAYAT
Vill.-NAPARA, P.O.- NAPARA, Dist.- PURULIA(W.B), Pin.-723151
Email id- naparagp@gmail.com
Notice Inviting E-Tender:-
NGP/NIT(e)-01/SBM(G)/2023-24, Date: 13.09.2023

Pradhan, Napara Gram Panchayat, Napara, Purulia invites E-Tender for One nos. work. Period for submission of bid documents **13.09.2023 6.00 p.m. To 20.09.2023 up to 12.00 p.m.** Time and date of opening of Technical bid At **12.00 p.m. on 22.09.2023.** For details please visit **https://wbtender.gov.in**

Sd/- Pradhan
Napara Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (Market), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/MKT./FUTNANI/01/2023-24 (1st call)
Name of work : **Cleaning the trees and plants at Futnani Chambers in Wd No.-46.** Estimated Cost (Including GST+CESS): **Rs. 1,68,204.00.** Earnest Money: **Rs. 3,500.00.** Period of Completion: **45 Days.** Last date and time of submission of bid: **23.09.2023 at 5 p.m.** Date and time of opening of bid: **26.09.2023 at 12.30 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **15.09.2023 at 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Electrical), Lighting/Zone-I, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following work:
NIT No. : KMC/LTG/263/WD-18/BR-II/Z-I/23-24
Name of work : **Operation of electrical installation of Office Building and passage light at S.C. Allen Market within Ward No.-18 under Br-II, KMC.** Estimated Amount: **Rs. 3,34,896.00.** Earnest Money: **Rs. 7,000.00.** Period of Completion: **365 Days.** Last date of submission of bid: **06.10.2023 at 3 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **18.09.2023 at 3 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Electrical)/Zone-V/Br-XIII, KMC** invites tender online percentage rate two bid systems for the following work:
NIT No. : KMC/LTGV/118/23-24/L02
Name of work : **Improvement of existing lighting system by remodelling of existing poles and fittings at 3 no Chatterjee Colony, Bhukailash (Roy Bahadur Road) and other areas in Ward No.-118 under Br-XIII, KMC.** Estimated Amount: **Rs. 4,98,407.65.** Earnest Money: **Rs. 9,970.00.** Period of Completion: **25 Days.** Last date & time of submission of bid: **23.09.2023 at 4 p.m.** The bid forms and other details are available on & from **12.09.2023 at 4 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Electrical)/Lighting/Z-VI, KMC** invites tender online two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/EE(E)/LTGVI/126/20/23-24
Name of work : **Installation of park lighting system at Bhabendra Roy Chowdhury Sishu Uddan and surrounding areas in Ward No.-126.** Estimated Amount: **Rs. 1,99,035.00.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **21 Days.**
2. NIT No. : KMC/EE_E/Z-VI/123/OM/1/23-24
Name of work : **Annual comprehensive maintenance contact for two numbers 125 KVA DG set, two number kitchen chimney and two numbers water cooler at 'Abahan' Community Hall in Ward No. 123, under Borough-XVI.** Estimated Amount: **Open Quotation.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **366 Days.** Last date and time of submission of bid: **23.09.2023 at 12 noon** (for sl. no. 1 & 2). Bid opening date for technical proposals (online) : **25.09.2023 at 12 noon** (for sl. no. 1) and **26.09.2023 at 12 noon** (for sl. no. 2). The bid forms and other details are available on **14.09.2023 at 6 p.m.** (for sl. no. 1) and **15.09.2023 at 6 p.m.** (for sl. no. 2) from the website : **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 & 2).

The **Director General (Roads), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No. : KMC/ROADS/NORTH/114/2023-2024 (1st call)
Name of work : **Laying of seal coat at B.K. Paul Avn. from X-ing of J. M. Avn. to X-ing of Nimtala Ghat St. under Br-II.** Estimated Amount(Incl. GST & CESS): **Rs. 3,52,230.19.** Earnest Money: **Rs. 7,050.00.** Period of Completion: **40 Days.**
2. NIT No. : KMC/ROADS/NORTH/120/2023-2024 (1st call)
Name of work : **Restoration of damaged road surface due to cutting of W/S Deptt. at 21/1, 29, 48 J.M. Avn. Under Br-II.** Estimated Amount(Incl. GST & CESS): **Rs. 2,99,409.18.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of submission of bid: **27.09.2023 at 12 noon** (for sl. no. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **18.09.2023 at 12 noon** from the website : **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 & 2).

The **Director General (S&D), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No. : S_D/CEN/BRIX/NEWR/1123 (2nd call)
Name of work : **Construction of G.P & C.P at Burdwan Road with allied works and one sewer connection at the crossing of New Road & Burdwan Road in Ward No. 74 under Br-IX.** Estimated Cost(Including GST & CESS): **Rs. 4,94,141.30.** Earnest Money: **Rs. 9,900.00.** Period of Completion: **21 Days.** Last date and time of submission of bid(online): **23.09.2023** upto **2 p.m.** Bid submission start date (online): **15.09.2023 at 2 p.m.** The bid documents and other details are available on and from **15.09.2023 at 2 p.m.** in the website : **https://etender.wb.nic.in**
2. NIT No. : KMC/DR/PBPS/ELEC/02/23-24
Name of work : **Necessary repairing and replacement works for upgradation of existing low rated star delta starter panel with allied works at CDPS under PBPS(Drg.)/S&D.** Estimated Cost: **Rs. 4,90,979.00.** Earnest Money: **Rs. 9,900.00.** Period of Completion: **21 Days.** Last date and time of submission of bid: **25.09.2023** upto **3 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **15.09.2023** at **10 a.m.** from the website : **https://wbtenders.gov.in**

The **Director General (Water Supply), KMC** invites e-tender for the following works: (Submission of Bid through online).
1. NIT No. : KMC/WS/C/SEC-I/65/2/23-24
Name of work : **Replacement of 100MM dia service main from 9/2, Chamru Khansama Lane to 9D, Tiljala Lane in Ward No.-65.** Estimate Amount(Including GST & CESS): **Rs. 2,49,782.58.** Earnest Money: **Rs. 5,000.00.** Time of Completion: **20 Days.**
2. NIT No. : KMC/WS/C/SEC-I/65/1/23-24
Name of work : **Improvement of filter water supply by replacing 100MM dia from 8/1D, Palm Avenue to 21B/1, Broad Street in Ward No.-65.** Estimate Amount(Including GST & CESS): **Rs. 2,39,948.80.** Earnest Money: **Rs. 4,800.00.** Time of Completion: **10 Days.**
3. NIT No. : KMC/WS/C/SEC-J/57/3/23-24
Name of work : **Development of F.W Supply by laying 100MM dia service main at Palmer Bazar Road from 6, Munshi Bazar Road to 1, D.C. Dey Road in Ward No.-57.** Estimate Amount(Including GST & CESS): **Rs. 1,50,667.56.** Earnest Money: **Rs. 3,100.00.** Time of Completion: **20 Days.** Last date and time of online submission of tender: **25.09.2023 at 12.30 p.m.** (for sl. no. 1 to 3). For full and further details, please visit the website : **http://www.etender.wb.nic.in.** Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason (for sl. no. 1 to 3).
722/23-24

দুরন্ত ভ্রমণ

শহরেই রয়েছে মিনি দুবাই, সপ্তাহান্তের ছুটি কাটানোর সেরা জায়গা

দুবাই যেতে কার না ইচ্ছে করে। বর্তমানে পর্যটকদের সবচেয়ে পছন্দের জায়গা বলতে গেলে দুবাই। গত কয়েক বছরে আন্তর্জাতিক পর্যটন মানচিত্রে একেবারে প্রথম সারিতে চলে এসেছে দুবাই। কিন্তু সেখানে যাওয়ার সৌভাগ্য তো সকলের হয় না। তার জন্য পকেটের জোর প্রয়োজন। কিন্তু এখন দুবাই যাওয়ার কষ্ট নিমেষে ভুলিয়ে দিতে পারে কলকাতা শহরের এই ডেস্টিনেশন। যাকে মিনি দুবাই বলা হচ্ছে। শহরের নতুন অফিস পাড়া সেক্টর ফাইভে তৈরি হয়েছে সেই জায়গাটি। নিউটাউন ঘিরে এখন নতুন করে সাজানো গোছানো একাধিক জায়গা তৈরি হয়েছে। সেখানেই রয়েছে মিনি দুবাই। অনেকেই জানেন সেক্টর ফাইভের আরডিবি সিনেমার কথা। সেখানেই একেবারে হাইটেক প্রযুক্তিতে ডিজিটাল ডিসপ্লে দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। আরডিবি সিনেমার ঠিক সামনে একটি সোজা রাস্তা ছিল। সেটায় এখন আর যান চলাচল করে না। সেই জায়গাটিকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে নতুন করে। একেবারে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। খাবারের দোকানের পাশাপাশি রয়েছে বসার জায়গা। চারপাশে উঁচু উঁচু বহুতল। তার মাঝে একেবারে ঝাঁ চকচকে চিল আউট প্লেস। আইটি হাব কাছেই থাকার কারণে এটি এখন শহরের নতুন উইকেন্ড ডেস্টিনেশন তৈরি হয়েছে। লম্বা লম্বা পিলারের মতো করে এলইডি স্ক্রিন লাগানো হয়েছে। যেমনটা ঠিক দুবাইয়ের বুর্জ খলিফায় দেখা যায়। সেই রকম ডিজিটাল ডিসপ্লে তৈরি করা হয়েছে। সেখানে চন্দ্রযান থেকে শুরু করে গোটা বিশ্বের নতুন নতুন টপিকের ডিসপ্লে হচ্ছে। সপ্তাহান্তে চিল করার সেটা জায়গা বললে ভুল হবে না। এখানে আসাও খুব সহজ। চিংড়ি হাটা থেকে অটোয় সোজা এসডিএফ মোড়ে চলে আলতে হবে। যেকাউকে জিজ্ঞাসা করলেই এই জায়গাটিতে পৌঁছে যাওয়া যায়। আবার বাসে করে সোজা এসডিএফ মোড়ে নামলেও সেখানে পৌঁছে যাওয়া যায়। কাজেই দুবাই যে এখন হাতের মুঠোয় তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

কলকাতার কাছেই আসুন সেই অদ্ভুত শৈবক্ষেত্রে

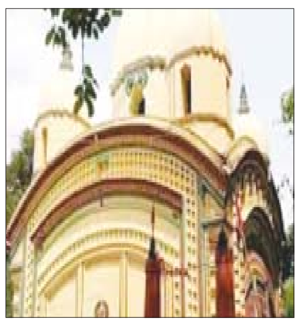

লোকে বলেন, সাড়ে তিনশো বছরের প্রাচীন শিবমন্দির। এখানে প্রার্থনা করলে নাকি সব ইচ্ছে পূরণ হয়। সেইকারণে এই শিবমন্দিরকে ইচ্ছে পূরণের মন্দির বলে থাকেন স্থানীয়রা। পশ্চিম মেদিনীপুরে একেবারে জঙ্গল বেষ্টিত মন্দিরের চারপাশ গা ছম ছম করা। জঙ্গল পেরিয়েই এখানে আসেন ভক্তরা। মূল মন্দিরের সঙ্গে বিষ্ণুপুরের মন্দিরের মিল মেলে। ৩৯৫ বছর আগে মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল মন্দিরের দেওয়াল জুড়ে পোড়া মাটির কাজে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। রাসলীলা থেকে নর নারায়ণ, নারায়ণের অনন্ত শয্যা সবই রয়েছে এই মন্দিরে পোড়া মাটির কাজে। এই মন্দিরে মা দুর্গার মূর্তিও রয়েছে। তার অবশ্য ১০ হাত নয় ১৮ টি হাত। আর মা দুর্গার মূর্তির সামনে রয়েছে শিবলিঙ্গটি। কথিত আছে এই গ্রামটি নাকি আগে ব্রাহ্মণ বর্জিত ছিল। আর জঙ্গলে ঘেরা ছিল। চাষ আর পশুপালনই ছিল এখানকার মানুষের প্রধান জীবিকা। একসময়ে নাকি গ্রামের একটি গাভী প্রতিদিন জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করত এবং একটি বট গাছের নীচে দাঁড়িয়ে দুধ দিত। সেই দৃশ্য দেখে অনেকেই অবাক হয়েছিলেন তার পরে স্বপ্নাদেশ পেয়ে কলকাতা থেকে শীতলানন্দ মিত্র এসে সেই বটগাছের নীচে মাটি খুঁড়ে শিবলিঙ্গটি পান। তারা মায়ের আবির্ভাব দিবসে নাকি শিবলিঙ্গটি পাওয়া গিয়েছিল। সেই বটগাছের নীচেই চালা করে শিবপুজো শুরু হয়েছিল। ১৮৫১ সালে সনাতন চৌধুরী আটচালা রীতির ভোগমন্দিরটি নির্মান করেন। আজও এখানে নিত্য পুজোর পাশাপাশি প্রতিবছরে শ্রাবণী উৎসব, দুর্গাপুজো, শিবরাত্রির ব্রত ও চৈত্র সংক্রান্তির গাজন মেলা হয়ে থাকে। কথিত আছে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে নাড়াজোলের রাজা অযোধ্যা রাম খানের দেওয়ান রামনারায়ণ এক কঠিন অসুখ থেকে সেরে উঠেছিলেন এই মন্দিরে প্রার্থনা করার পরেই। রাজা আলালনাথ দেব স্বপ্নাদেশ পেয়ে মন্দিরটি তৈরি করে দেন। সেই থেকে এই মন্দিরটি ইচ্ছে পূরণের মন্দির বলেই পরিচিত। মন্দিরের ঠিক পাশেই রয়েছে একটি বিশাল দীঘি। যাকে বলা হয় 'আলাল দীঘি'। রাজ আলালনাথ দেব এই দিঘির খননকার্য শুরু করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই নদীয়ালদেব তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে দীঘির মধ্যে মাকড়া পাথরের 'জলহরি' মন্দির নির্মান করেন, যেটি এখন লুপ্তপ্রায়। ভক্তদের বিশ্বাস এই দীঘির জলে স্নান করলে রোগ মুক্ত হওয়া যায়। এখানে আসতে হলে বাসে মেদিনীপুর শহর থেকে আনন্দপুরে আসতে হবে আগে। তারপরে সেখান থেকে টোটো করে মন্দির পর্যন্ত আসা যায়। আনন্দপুর থেকে মণ্ডলকুপী যাওয়ার রাস্তায় পড়ে ঝাড়েশ্বর শিব মন্দির। আনন্দ পুর থেকে যার দূরত্ব ২ কিলোমিটার। আবার গাড়িকতেও আসা যায় এখানে।

গুজরাট বিধানসভার ডিজিটাল হাউস উদ্বোধন করলেন রাষ্ট্রপতি, তুলে ধরলেন প্রযুক্তির সুফলের কথা

গান্ধীনগর, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বুধবার গুজরাট বিধানসভার ডিজিটাল হাউস উদ্বোধন করেছেন। জাতীয় ই-বিধান অ্যাপ্লিকেশন প্রকল্পের সূচনার পরে বিধায়কদের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি বলেন, 'এক দেশ, এক অ্যাপ্লিকেশন' বিধানসভার কাজে গতি এবং স্বচ্ছতা আনবে। তিনি বলেন, জনপ্রতিনিধিদের নিজস্ব নির্বাচনী এলাকার নাগরিকদের মুখোমুখি হওয়ার স্থানীয় সমস্যাগুলি আরও ভালভাবে তুলে ধরতে সহায়তা করবে প্রযুক্তি। রাষ্ট্রপতি বলেন, ডিজিটাইজেশনের পরে এই বিধানসভা সেরা অনুশীলনগুলিও গ্রহণ করতে পারে। এই ঐতিহাসিক উদ্যোগের জন্য নিজের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বিধানসভায় নারীদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দেন। একইসঙ্গে এনার্জি, স্টার্ট আপ, শিক্ষা এবং পরিবেশ-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুজরাটের অবদানেরও প্রশংসা করেন রাষ্ট্রপতি। অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল এই প্রাপ্তিকে গুজরাট বিধানসভার জন্য একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত বলেছেন। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার রাজ্যে ডিজিটাল পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে যা প্রশাসনে দক্ষতা এবং স্বচ্ছতা এনেছে। বিধানসভার স্পিকার শঙ্কর চৌধুরী জানিয়েছেন, ডিজিটাল ব্যবহারের জন্য প্রতিটি বিধায়ককে দু'টি করে ট্যাবলেট দেওয়া হয়েছে।

রাজৌরির গুলির লড়াইয়ে জওয়ানদের বাঁচিয়ে শহিদ সেনা কেন্ট

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলার নারলা গ্রামে অনুসন্ধান অভিযানের সময় গুলির লড়াইয়ে একটি ভারতীয় সেনাবাহিনীর কুকুর নিহত হয়েছে। জানা গিয়েছে নিজের তার হ্যান্ডলারকে বাঁচাতে গিয়ে মৃত্যু হয় ওই কুকুরটির। সেনাকর্তাদের তরফে মঙ্গলবার এই কথা জানানো হয়েছে। কেন্ট নামের ছয় বছর বয়সী কুকুরটি ঘটনাস্থলে থেকে পালানোর চেষ্টাকারী সন্ত্রাসবাদীদের খোঁজার সময় সৈন্যদের একটি কলামকে পথ দেখাচ্ছিল। একজন মুখপাত্র জানিয়েছে, 'সেনাবাহিনীর কুকুর কেন্ট 'অপারেশন সুজালিগালা'-এর অগ্রভাগে ছিল। কেন্ট পালিয়ে যাওয়া সন্ত্রাসবাদীদের পথ ধরে যাওয়া সৈন্যদের একটি কলামের নেতৃত্ব দিচ্ছিল। এটি প্রচণ্ড প্রতিকূল গুলিচালনার সম্মুখীন হয়েছিল। সে তার হ্যান্ডলারকে রক্ষা করার সময়, নিহত হয়।' জম্মু জোনের অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিচালক মুকেশ সিং জানিয়েছেন যে নারলা গ্রামে সন্ত্রাসবাদী এবং সেনাদের মধ্যে গুলির লড়াই হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন 'একজন সন্ত্রাসবাদী এবং একজন সেনা নিহত হয়েছেন। পাশাপাশি তিনজন নিরাপত্তা কর্মী এই গুলির লড়াইয়ে আহত হয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছেন দুই সেনা জওয়ান এবং একজন বিশেষ পুলিস অফিসার। এই অভিযানে একজন সন্দেহভাজন পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদীও নিহত হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। কর্তৃপক্ষে জানিয়েছে, সোমবার দুই জনের সন্দেহজনক গতিবিধির কথা জানার পরে নিরাপত্তা কর্মীরা পাত্রদা এলাকায় তল্লাশি ও কর্ডন অভিযান শুরু করে। এতে শেষ পর্যন্ত কয়েক রাউন্ড গুলি চালানো।

১৪ সেপ্টেম্বর মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড় সফর করবেন প্রধানমন্ত্রী

১৩ সেপ্টেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড় সফর করবেন। প্রায় ১১.১৫ টার সময়, প্রধানমন্ত্রী মধ্যপ্রদেশের বিনায় পৌঁছবেন, যেখানে তিনি ৫০,৭০০ কোটি টাকা সহ 'বিনা রিফাইনারিতে পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স' এবং রাজ্য জুড়ে দশটি নতুন শিল্প প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। প্রায় ৩,১৫ টায় তিনি ছত্তিশগড়ের রায়গড়ে পৌঁছাবেন, যেখানে তিনি দেশের গুরুত্বপূর্ণ রেল সেক্টর প্রকল্পগুলিকে উৎসর্গ করবেন। অনুষ্ঠান চলাকালীন, প্রধানমন্ত্রী ছত্তিশগড়ের নয়টি জেলায় ক্রিটিকাল কেয়ার ব্লক'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন এবং এক লাখ সিকেল সেল কাউন্সেলিং কার্ডও বিতরণ করবেন। মধ্যপ্রদেশে প্রধানমন্ত্রী রাজ্যের শিল্প উন্নয়নে একটি বড় উদ্দীপনা প্রদান করার একটি পদক্ষেপে নিতে ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড - এর বিনা শোধনাগারে পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্সের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। এই অত্যাধুনিক শোধনাগার, যা প্রায় ৪৯,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে গড়ে উঠবে। এটি প্রায় ১২০০ (বার্ষিক কিলো-টন) ইথিলিন এবং প্রোপিলিন উৎপাদন করবে, যা টেক্সটাইল, প্যাকেজিং, ফার্মার মতো বিভিন্ন সেক্টরের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি দেশের আমদানি নির্ভরতা কমাবে এবং প্রধানমন্ত্রীর 'আত্মনির্ভর ভারত'-এর স্বপ্ন পূরণের দিকে একটি পদক্ষেপ হবে। মেগা প্রকল্পটি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং পেট্রোলিযাম খাতে নিম্নমুখী শিল্পের বিকাশকে উৎসাহিত করবে। অনুষ্ঠান চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী নর্মদাপুরম জেলায় বিদ্যুৎ ও নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদন অঞ্চল' নামে দশটি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন ইন্দোরে দুটি আইটি পার্ক রতলামের একটি মেগা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক এবং মধ্যপ্রদেশ জুড়ে ছয়টি নতুন শিল্প এলাকা। বিদ্যুৎ ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদন অঞ্চল, নর্মদাপুরম ৪৬০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে বিকশিত হবে এবং এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির দিকে একটি পদক্ষেপ হবে।

আরপিএফ জাল জব র‍্যাকেট ফাঁস করেছে

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ ১২.০৯.২০২৩ তারিখে, রেলওয়েতে চাকরি দেওয়ার জন্য জাল র‍্যাকেটের সাথে রেলওয়ে ইনস্টিটিউটে একটি ব্যক্তিগত বৈঠক হওয়ার তথ্য পেয়ে, আরপিএফ অফিসারদের একটি দল, বর্ধমানের কর্মী এবং গোয়েন্দা শাখার পরিদর্শক আরপিএফ বর্ধমান জিটি ছাড়াও বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কাছে রেলওয়ে ইনস্টিটিউটে অভিযান চালায়। রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের একটি কক্ষে, ১১ জনের একটি দলকে রেলওয়েতে গ্রুপ - সি এবং গ্রুপ - ডি চাকরির জন্য কাগজপত্র বিনিময় ও

বিনিময় করতে দেখা গেছে। সকল ১১ জনকে আটক করা হয়েছিল, যার মধ্যে ০৭ জনকে রেলওয়েতে চাকরির জন্য ভিকটিম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। শেখ জিনাত আলী স্বীকার করেন যে তিনি তার সহযোগীদের নিয়ে গত ০১ বছর থেকে প্রতি প্রার্থী প্রতি ৪-৫ লাখ টাকার বিনিময়ে এই ভুয়া নিয়োগ র‍্যাকেট চালাচ্ছেন। অনুসন্ধান করা হচ্ছে, অনেকগুলি অপরাধমূলক নথি হিসাবে (১) একটি জাল নিয়োগপত্র (২) ০৩ নম্বর জাল খালি পরিষেবা বই। (৩) ভারতীয় রেলে গ্রুপ-ডি পদের জন্য ০৬ নম্বর জাল নিয়োগ ফর্ম। (৪) ০৭ নং জাল আরআরবি ওএমআর উত্তরপত্র। (৫) ০১ নং জাল যোগদান রেজিস্টার। (৬ ০১ নং প্রার্থীর জাল ফিঙ্গার প্রিন্ট রেজিস্টার। (৭) ০১ নম্বর জাল হাজিরা রেজিস্টার। (৮) ০৩টি প্রশ্নপত্র যার প্রতিটিতে ০৪টি পৃষ্ঠা রয়েছে (৯) ০৩ নম্বর আইডি কার্ড আবেদনপত্র। (১০) সহকারীর ০১ নং রাবার স্ট্যাম্প সেক্রেটারি আরআরসি কলকাতা, পূর্ব রেলওয়ে, চিৎপুর কোল- ৭০০০৩৭ (১১) ০১ নং রাবার স্ট্যাম্প অফ সিনিয়র পার্সোনাল অফিসার রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড,ইআর ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-১ (১২) ০১ নং ভারতীয় রেলের স্ট্যাম্প। (১৩) ফ্যাবার ক্যাসেলের ০১ নম্বর স্ট্যাম্প প্যাড পাওয়া গেছে এবং তা জব্দ করা হয়েছে। জব্দকৃত জাল নথি সহ জাল নিয়োগ র‍্যাকেটের ০৭ জন আটক অপরাধীকে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য স্থানীয় পুলিশ বর্ধমান সদরের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে মামলাটি তদন্তাধীন রয়েছে।

ভারতীয় রেলওয়ে ক্যাপেক্স ব্যয়ে এগিয়ে

মালিগাঁও, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে ব্যয়কে অগ্রাধিকার দিতে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার (ক্যাপেক্স)- এর পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভারতীয় রেল ৪৬.৬ শতাংশ ব্যয়ের সাথে এগিয়ে রয়েছে। এই ক্ষেত্রে ৪৬.৪ শতাংশ ব্যয় করে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে হাইওয়ে। আনুমানিক ২.৪৪ ট্রিলিয়ন টাকার ক্যাপেক্স ব্যয় করার লক্ষ্যের মধ্যে প্রায় ১.১৩ ট্রিলিয়ন টাকা ব্যয় করেছে রেলমন্ত্রক। অধিকাংশ ব্যয়ই করা হয়েছে চলাচলের ব্যবস্থা উন্নত

করতে এবং সুরক্ষিত রেল নেটওয়ার্ক প্রদানের ক্ষেত্রে। ব্যয়ের আরেকটি কেন্দ্রবিন্দু হবে হাই-স্পিড ট্রেন, পণ্যবাহী করিডোর এবং ট্রেন ও স্টেশনগুলির আধুনিকীকরণ করার মতো দীর্ঘমেয়াদী পরিকাঠামো প্রকল্পগুলি। এই বছরের মধ্যে সমগ্র নেটওয়ার্ক বৈদ্যুতিকীকরণ করার লক্ষ্যে রেল নিজের বৈদ্যুতিকীকরণের কাজের গতিও বৃদ্ধি করছে। বর্তমান আর্থিক বর্ষে নতুন ট্র্যাক বসানো ও ট্র্যাক দ্বৈতকরণের কাজ আরও বাড়বে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজের জন্য ক্যাপেক্স-এর ৪৮.২১ শতাংশ ব্যয় করেছে। নতুন লাইন বসানোর জন্য ব্যয় হয়েছে ৪৭.৮৫ শতাংশ এবং ৫১.৯৩ শতাংশ ব্যয় হয়েছে দ্বৈতকরেণর কাজে। সুরক্ষা বৃদ্ধি সম্পর্কিত কাজে নতুন আরওবি / আরইউবি নির্মাণের জন্য ৫৯.৮৪ শতাংশ ব্যয় হয়েছে এবং ব্রিজ সম্পর্কিত কাজে ব্যয় হয়েছে ৭৪.৯০ শতাংশ। এছাড়াও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে বিভিন্ন ওয়ার্কশপ ও ডিপোগুলিতে যন্ত্রপাতি ও প্ল্যান্ট ক্রয় ও আপগ্রেডিঙের জন্য ৫৭.৫৮ শতাংশ ক্যাপেক্স ব্যয় করা হয়েছে। পরিকাঠামোর মতো সম্পত্তি তৈরি করতে ক্যাপেক্স ব্যবহার করা হয় এবং অর্থনীতিতে এর কয়েকগুণ প্রভাব পড়ে, যার ফলে চাহিদা, আয় ও কর্মসংস্থান তৈরি হয়।

জো বাইডেনের বিরুদ্ধে এবার ইমপিচমেন্ট তদন্ত শুরু করবে দেশ

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ মাত্র কদিন আগেই রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছিলেন, মার্কিন রাজনীতিতে পচন ধরেছে। আর তার ঠিক পরেই খবর এল, ইমপিচ করা হবে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে! মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বিরুদ্ধে এবার ইমপিচমেন্ট তদন্ত শুরু করবে তাঁর দেশ। বাইডেনের বিরুদ্ধে এই তদন্ত করবে ইউএস হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ বা মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদ। ইউএস হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভের স্পিকার কেভিন ম্যাকার্থি গতকাল মঙ্গলবার এ কথা জানিয়েছেন। জো বাইডেনের বিরুদ্ধে কীসের অভিযোগ? রিপাবলিকান কেভিন ম্যাকার্থি বলেন, বাইডেনের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার, কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এবং দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। মূলত এই অভিযোগগুলি নিয়েই প্রাথমিক তদন্ত শুরু হবে। জানুয়ারি মাসে প্রতিনিধি পরিষদের নিয়ন্ত্রণ নেন রিপাবলিকানরা। এর পর থেকেই তাঁরা ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট বাইডেনের বিরুদ্ধে তদন্ত করে আসছেন। তবে এ-সংক্রান্ত শুনানিতে বাইডেনের অসদাচরণের বিষয়ে তেমন কোনও নির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কিন্তু শুধু বাইডেনের দিকেই নজর নিবদ্ধ না রেখে রিপাবলিকানরা বাইডেনের ছেলে হান্টার বাইডেনের ব্যবসায়িক লেনদেনের বিষয়েও নজর রেখেছেন। মার্কিন

কংগ্রেসের দফতর ক্যাপিটল হিলে দেওয়া এক বিবৃতিতে ম্যাকার্থি বলেন, প্রেসিডেন্ট বাইডেনের কার্যকলাপ নিয়ে গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগগুলি দুর্নীতির দিকেই ইঙ্গিত করে। তবে, কাঙ্ক্ষিত ভাবেই ম্যাকার্থির এই বক্তব্যের নিন্দা করেছে হোয়াইট হাউস। হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র ইয়ান সামস বলেন, রিপাবলিকানরা ৯ মাস ধরে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের বিরুদ্ধে তদন্ত করছেন। কিন্তু তাঁরা আজ পর্যন্ত প্রেসিডেন্টের কোনও অন্যায়ের কোনও প্রমাণ পাননি! বাইডেনের ছেলে হান্টার বাইডেন এই মুহূর্তে তাঁর ব্যবসায় করসংক্রান্ত অপরাধের জন্য তদন্তাধীন। সেই সূত্র টেনে হোয়াইট হাউস জানায়, হান্টারের বিরুদ্ধে মামলায় কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করবে না হোয়াইট হাউস। তবে হোয়াইট হাউস এ-ও পরিষ্কার করে বলেছে, ছেলে হান্টারের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের কোনও যোগসূত্র নেই!

ভারতের শক্তি আরও বাড়ল, বায়ুসেনার হাতে চলে এল সি-২৯৫ বিমান

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ শত্রু দেশের ঘুম ওড়াতে আরও শক্তিশালী হল ভারত। বুধবারই আনুষ্ঠানিকভাবে স্পেনের সামরিক পরিবহণ বিমান সি-২৯৫ তুলে দেওয়া হচ্ছে ভারতের হাতে। ভারতের বায়ুসেনা প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল ভি আর চৌধুরী স্পেনের এয়ারবাস থেকে প্রথম সি-২৯৫ সামরিক পরিবহন বিমানের চাবি গ্রহণ করেছেন। আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর হিন্দোন এয়ারবেসে অনুষ্ঠিতব্য এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এক বিমানটি আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতে অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছে। বায়ুসেনা প্রধান বলেছেন, ভারতীয় বিমানবাহিনীর অর্ডার ছিল ৫৬ টি বিমানের জন্য। উপকূলরক্ষী বাহিনী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং ভবিষ্যতে ভারতীয় নৌবাহিনীর দ্বারাও বিমানের প্রয়োজন রয়েছে। সংখ্যা ৫৬ ছাড়িয়ে যেতে পারে। বায়ুসেনা প্রধান আরও বলেছেন, শুধুমাত্র আইএএফ-এর জন্য নয়, সমগ্র দেশের জন্য একটি বড় মাইলফলক। এমনটা দু'টি কারণে - প্রথমত, আইএএফ-এর জন্য এটি আমাদের কৌশলগত এয়ারলিফ্ট ক্ষমতাকে উন্নত করে। দেশের জন্য এটি একটি নতুন যুগের সূচনা করেছে। আত্মনির্ভর ভারতের জন্য, এই প্ল্যান্ট থেকে প্রথম ১৬ টি এয়ারক্রাফ্ট রোল আউট হওয়ার পর, ১৭-তম বিমানটি ভারতে তৈরি হবে। এটি ভারতীয় বিমান শিল্পের জন্য একটি বড় পদক্ষেপ, যেখানে আমরা দেশে প্রথম সামরিক পরিবহন বিমান তৈরি করব। উল্লেখ্য, দু'বছর আগে ৫৬টি সি-২৯৫ বিমানের জন্য সংস্থা এয়ারবাসের সঙ্গে ২২ হাজার কোটি টাকার চুক্তি করেছিল নয়াদিল্লি। অবশেষে আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর উত্তরপ্রদেশের হিন্দোনের বায়ুসেনা ঘাঁটিতে নামবে সি- ২৯৫ ব্যাচের প্রথম বিমানটি। আগেই চুক্তি হয়েছিল, স্পেনের নির্মাতা সংস্থার থেকে ১৬ টি বিমান ভারতীয় বায়ুসেনার জন্য আমদানি করা হবে। পরবর্তী ধাপে ৪০টি বিমান ওই সংস্থা এবং টাটা গোষ্ঠীর সহযোগিতায় ভারতেই তৈরি হবে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বক্তব্য, বায়ুসেনার হাতে সি-২৯৫ বিমান আসায় চিন সীমান্তে শত্রুপক্ষের আগ্রাসন মোকাবিলা সহজ হবে। এর ফলে লাদাখ, সিকিম, অরুণাচল প্রদেশের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার দুর্গম ঘাঁটিগুলিতেও সহজে অস্ত্র এবং রসদ পৌঁছে দিতে পারবে সেনা।

আবারও কোটায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী পড়ুয়া

রাজস্থান, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ আরও একবার শিরোনামে রাজস্থানের কোটা। আবারও এক ছাত্রীর আত্মহত্যার খবর সামনে এসেছে সেখানে। জানা গিয়েছে NEET-এর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন ওই ছাত্রী। জানা গিয়েছে কোটায় নিটের প্রস্তুতি চলাকালীন কোচিংয়ে থাকাকালীন NEET -এর প্রস্তুতি নিচ্ছিল ওই ছাত্রী। গভীর রাতে নিজের ঘরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে সে। বলা হচ্ছে, মৃত ছাত্রী রিচা সিং ঝাড়খণ্ডের রাঁচির বাসিন্দা। রিচা সিং রোড নম্বর ১-এ অবস্থিত ব্লেজ হোস্টেলে থাকতেন। তিনি গভীর রাতে নিজ ঘরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন বলে জানা গিয়েছে। হোস্টেলের রুমে ফ্যানের উপরে কোনও অ্যান্টি -হ্যাংগিং ডিভাইস লাগানো ছিল না। মনে করা হচ্ছে হয়তো ফ্যানে ডিভাইসটি বসানো থাকলে রিচার প্রাণ বাঁচানো যেত। গভীর রাতে হোস্টেলের ওয়ার্ডেন বিষয়টি জানতে পেরে বিজ্ঞান নগর থানায় খবর দিলে পুলিস এসে রিচার ঘরের দরজা ভেঙে রিচাকে তার ঘরের ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। বিজ্ঞান নগর থানার পুলিস নিহত ছাত্রী রিচার মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য এমবিএস হাসপাতালের মর্গে রেখেছে। তারাই পরিবারের সদস্যদের খবর দেন। হোস্টেলের ওয়ার্ডেন জানান যে রিচা খুব হাসিখুশি এবং ভালো স্বভাবের মেয়ে এবং তার আচরণ অন্যান্য দিনের মতোই স্বাভাবিক ছিল। তিনি জানিয়েছেন একদিন আগে তার জ্বর হয়েছিল। সেই কারণে সে ওষুধ খেয়েছিল এবং নিজের চিকিৎসা করাচ্ছিল। পাশাপাশি ওয়ার্ডেন আরও জানান যে, অন্য এক ছাত্রী তাঁকে জানিয়েছিল যে রিচা তার বাবার সঙ্গে গত এক মাস ধরে কথা বলছে না। বিজ্ঞান নগর থানার পুলিস ওই ঘরে তল্লাশি চালায়। যদিও সেখানে কোনও ধরনের সুইসাইড নোট পাওয়া যায়নি। এই বছর, এখনও পর্যন্ত ২৪ জন পড়ুয়া আত্মহত্যা করেছে। মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলোত বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং একটি রাজ্য স্তরের কমিটিও গঠন করেছিলেন। তবে আত্মহত্যার সংখ্যা কমছে না। আগস্ট মাসেই ৪ পড়ুয়া আত্মহত্যা করে কোটায়। এরপরেই নতুন এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করা শুরু করে সরকার। বহু পড়ুয়া এখানে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেন এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে তীব্র মানসিক স্বাস্থ্য সংকটের কথা উল্লেখ করেছেন অনেকেই। জেলা প্রশাসন সমস্যাটি মোকাবিলা করার জন্য একটি বিতর্কিত পন্থা অবলম্বন করা শুরু করেছে। তাঁরা সেখানে সব হোস্টেল এবং পিজি-তে স্প্রিং লাগানো ফ্যান ইনস্টল করেছে। 'পড়ুয়াদের মানসিক সমর্থন এবং নিরাপত্তা প্রদানের জন্য' এই কাজ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ফ্যান সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে, কোটা জেলা কালেক্টর ওম প্রকাশ বুঙ্কর একটি আদেশে বলেন, 'বসবাসরত শিক্ষার্থীদের মানসিক সমর্থন এবং নিরাপত্তা প্রদান করতে এবং কোটা শহরের কোচিং শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মহত্যার ঘটনা রোধ করতে, রাজ্যের সমস্ত হোস্টেলপিজি অপারেটরদের প্রতিটি ঘরে ফ্যানগুলিতে একটি সুরক্ষা স্প্রিং ডিভাইস ইনস্টল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে'।

ওড়িশার ৬টি জেলায় ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা জারি ঃ আইএমডি

ভুবনেশ্বর, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতীয় আবহাওয়া দফতর বুধবার ওড়িশায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে। ভুবনেশ্বরের মেট্রোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র বিজ্ঞানী উমা শঙ্কর দাস বুধবার জানিয়েছেন, আগে যে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছিল তা এখন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিমে রয়েছে। সেজন্য তিনি ওড়িশার বিভিন্ন এলাকায় অত্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, এর প্রভাবে আগামী ২৪ ঘণ্টায় উত্তর-পশ্চিম ও তৎসংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ সৃষ্টি হতে পারে। উমা শঙ্কর দাস আরও জানান, ওড়িশার কিছু জায়গায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ৭ থেকে ২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে বলে আশা করছি। আবহাওয়ার পরিবর্তনের জন্য ওড়িশার ৬ টি জেলায় লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। যে ছটি জেলা লাল সতর্কতার অন্তর্ভুক্ত সেগুলি হল, মালকানগিরি, কোরাপুট, নবরঙ্গপুর, কালাহান্ডি, বোলাঙ্গির, কান্ধমাল।

মধ্যপ্রদেশে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে হিংসাত্মক সংঘর্ষ, মৃত্যু ৪ জনের

মধ্যপ্রদেশ, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ মধ্যপ্রদেশের দাতিয়া জেলায় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে হিংসাত্মক সংঘর্ষে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সকালে মধ্যপ্রদেশের দাতিয়ায় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে হিংসাত্মক সংঘর্ষ, মৃত্যু ৪ জনেরা জেলায় একটি খেত থেকে গবাদি পশু তাড়ানো নিয়ে বিরোধের জেরে দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। উভয়পক্ষ গুলি চালালে চারজনের মৃত্যু হয়েছে ও ৫ জন আহত হন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। পুলিশ জানায়, ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের দাতিয়া জেলার সিভিল লাইন থানা এলাকার রেদা গ্রামে। মাঠে পশুদের নিয়ে পাল সম্প্রদায় ও ডাঙ্গী সম্প্রদায়ের লোকজন একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। বিরোধ এতটাই বেড়ে যায় যে উভয়পক্ষ একে অপরকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় বলে অভিযোগ। ঘটনায় ৪ জন নিহত ও ৫ জন আহত হয়েছেন। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সংঘর্ষে আহত জ্ঞান সিং পাল জানান, গবাদি পশু তাড়ানো নিয়ে ডাঙ্গি সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিরোধ বাঁধে। এরপর শুরু হয় গুলিবর্ষণ। ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছান বারাউনির এসডিওপি বিনায়ক শুক্লা। তিনি জানান, পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নাম সংশোধন

আমি, শ্বেথা কিশোরপুরিয়া, ঠিকানা- ১০২ / ১, বাঙ্গুর আভেনিউ, ব্লক-বি, ১ম তল, কলকাতা-৭০০০৫৫, গত ০৯.০৯.২০২৩ তারিখ নোটারি পাব্লিক সিএমএম ব্যাঙ্কশাল কোর্ট, কলকাতা- ৭০০০০১ নিকট, শ্বেথা কিশোরপুরিয়া এবং শ্বেতা কিশোরপুরিয়া একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম।

Name Change

I, GHOSH SUBIR NITAI (old name) S/O Nitai Chandra Ghosh Presently residing at Pakuria Ghoshpara Dakshin Malikpara, Near Shanti Shang Club, PS Domjur, Dist-Howrah-711114 West Bengal, India, do hereby solemly affirm & declaring my actual name (shall henceforth be known as) SUBIR GHOSH (new name) vide an affidavit sworn before Ld. Metropolitan Magistrate 1 st Class, Calcutta on 31/08/2023. GHOSH SUBIR NITAI and SUBIR GHOSH both are same and one identical person.

Name Change

I, RAJESH RAO (old name),SON OF RAMKISHORE HARIJAN Presently residing at 42 TANGRA ROAD KOLKATA -700015 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) RAJESH HARIJAN, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 13/09/2023. RAJESH RAO and RAJESH HARIJAN both are same and one identical person.

Name Change

I CHAMPA MONDAL WIFE OF LATE MADHU SUDHAN MONDAL RESIDING AT JAMRUL TALA KHAN BAHADUR ROAD, PO & PS-BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS -743411,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHAMPA RANI MONDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/09/2023. THAT CHAMPA RANI MONDAL AND CHAMPA MONDAL ALL ARE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I NARAYAN MONDAL S/O LATE MADHU SUDHAN MONDAL RESIDING AT JAMRUL TALA KHAN BAHADUR ROAD, PO & PS-BASIRHAT, NORTH24PARGANAS - 743411,WEST BENGAL,HAVE DECLEAR THAT MY FATHER'S ACTUAL NAME MADHU SUDHAN MONDAL WHICH WRONGLY RECORDED AS MADHUSUDAN MONDAL ALIAS MADHU MONDAL ALIAS MADHU ALIAS LT MADHSUDHSN MONDAL.THAT MADHU SUDHAN MONDAL AND MADHUSUDAN MONDAL ALIAS MADHU MONDAL ALIAS MADHU ALIAS LT MADHSUDHSN MONDAL ALL ARE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/09/2023

Name Change

I, RITA BISWAS D/O RABIN BISWAS Presently residing at Ichhapur Kanthadhar Arabinda Pally, PO- Ichhapur Nawabganj, PS- Noapara, Dist- North 24 Parganas, Pin-743144 West Bengal, India, do hereby solemnly affirm & declaring my daughter's actual name TANISHA BISWAS instead of TANISHA PARVEEN, vide an affidavit sworn before The Ld. 1 st Class Judicial Magistrate at Barrackpore, North 24 Parganas on 13/09/2023. TANISHA PARVEEN and TANISHA BISWAS both are same and one identical person.

Name Change

I, SARIFA BEGAM alias SORIFA KHATUN (old name) D/O IMAMUDDIN MONDAL Presently residing at Vill & PO- Mrigala, PS-Dankuni, Hooghly Rural, Pin-712311 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SARIFA KHATUN (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 13/09/2023. SARIFA BEGAM, SORIFA KHATUN and SARIFA KHATUN both are same and one identical person.

Name Change

I, DIPA (old name) W/O TUSHAR HALDER Presently residing at Vill- Karda, PO-Thakurnagar, PS- Gaighata, Bongaon, N 24 Pgs-743287 West Bengal -700135 West Bengal, India, have changed my name to(shall henceforth be known as) DIPA HALDER, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 13/09/2023. DIPA and DIPA HALDER both are same and one identical person.

Name Change

I, SURAJ NARNOLIA (old name) S/O SUJJAN KUMAR NARNOLIA Presently residing at Deepannita Apartment, Block-B, 16/1/1, Khanpur Road, Flat No-4, Bansdroni Super Market, Kolkata-700047 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SURAJ KUMAR NARNOLIA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 13/09/2023. SURAJ NARNOLIA and SURAJ KUMAR NARNOLIA both are same and one identical person.

Name Change

I, SK NOWSED ALI alias SK NAWSAD ALI alias NOWSED ALI SHAIKH (old name) S/O SAYED ALI SHAIKH Presently residing at Vill-Siddha, PO-Siddha, PS-Panskura, Dist-East Medinipur, Pin-721151 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SK NOWSAD ALI, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 13/09/2023. SK NOWSED ALI, SK NAWSAD ALI, NOWSED ALI SHAIKH and SK NOWSAD ALI both are same and one identical person.

Name Change

I, AHIDUL HAQUE KHANDKAR (old name) S/O KHANDAKAR MOINUL HAQUE Presently residing at Dhamasin, PO: Itachuna, Dist-Hooghly, Pin-712147 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) KHANDAKAR AHIDUL HAQUE, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 13/09/2023. AHIDUL HAQUE KHANDKAR and KHANDAKAR AHIDUL HAQUE both are same and one identical person.

Name Change

I, SUGHANDHA NARNOLIA (old name) W/O SURAJ KUMAR NARNOLIA Presently residing at Deepannita Apartment, Block-B, 16/1/1, Khanpur Road, Flat No -4, Bansdroni Super Market, Kolkata-700047 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SUGANDHA NARNOLIA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 13/09/2023. SUGHANDHA NARNOLIA and SUGANDHA NARNOLIA both are same and one identical person.

Name Change

I, ARUN MISHRA (old name) S/O DASHARATH MISHRA Presently residing at Bankola Road, Ukhra, Bardhaman-713363 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ARUN KUMAR MISHRA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 13/09/2023. ARUN KUMAR MISHRA and ARUN MISHRA both are same and one identical person.

Name Change

I, TANUJA KHATUN (old name) D/O RABIN BISWAS Presently residing at Ichhapur Kanthadhar Arabinda Pally, PO- Ichhapur Nawabganj, PS-Noapara, Dist- North 24 Parganas, Pin-743144 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) RITA BISWAS, vide an affidavit sworn before The Ld. 1 st Class Judicial Magistrate at Barrackpore, North 24 Parganas on 13/09/2023. TANUJA KHATUN and RITA BISWAS both are same and one identical person.

Name Change

I, SHWETA SHRIVASTAVA (old name) W/O RATNESH SHRIVASTAVA Presently residing at 68, Jessore Road, Diamond City north, Block-29 Fl-6D, PO- Shyamnagar, PS-Dum Dum, North 24 Pgs-700055 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SWETA SHRIVASTAVA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 13/09/2023. SHWETA SHRIVASTAVA and SWETA SHRIVASTAVA both are same and one identical person.

কৌশিকী অমাবস্যায় অটো চালকের দৌরাত্ম্য, শিকার সাধারণ মানুষ

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ কৌশিকী অমাবস্যায় অটো চালকের দৌরাত্ম্যের শিকার সাধারণ যাত্রী। এমন অভিযোগ উঠেছে বিভিন্ন যাত্রীদের কাছ থেকে। বৃহস্পতিবার থেকেই কৌশিকী অমাবস্যা। বুধবার রাত থেকেই তারাপীঠে পুণ্যার্থীরা সমবেত হন। এছাড়াও রামপুরহাট শহর সহ লাগোয়া গ্রামগুলোতে অনেক মানুষ বাইরে থেকে এসে হাজির হন। অভিযোগ, পাঁচমাথা মোড়ে একটি টোটো ভাড়া করে চাকলামাঠে যাচ্ছিলেন। বুধবার রাত সাড়ে তিনটা নাগাদ রামপুরহাট শহরের চাকলামাঠে নিজের বাড়িতে যাওয়ার সময় বেশ কয়েকজন সাধারণ যাত্রী অটো চালকের দাদাগিরির শিকার হন। যাত্রীদের মধ্যে অসুস্থ শিশু ও মহিলা ছিলেন। সবাই আপ কবিগুরু এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে নেমেই এমন ভয়ংকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন। দুই অটো ড্রাইভার মোটরসাইকেলে এসে টোটোর সামনে দাঁড়িয়ে, টোটোর চাবি কেড়ে নেন। তারপর বলে যাওয়া হবে না। এক যাত্রী বলেন, আমরা শহরের চাকলামাঠ যাব। কিন্তু তারা বলেন তারাপীঠ যাচ্ছে গাড়ি। অটোতে যেতে হবে। যাত্রীরা তারা চাকলামাঠ যেতে রাজি হন না। অসুস্থ শিশু ও মহিলাদের নিয়ে এমন অবস্থায় পড়ে রামপুরহাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিককে ফোন করতেই, বাদানুবাদের পর ছেড়ে দেয়। রামপুরহাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্র গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন।

মিষ্টি খেয়ে অসুস্থ এক শিশু, দোকানদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ মিষ্টির ভেতরে ফাঙ্গাসে ভর্তি। খেয়ে ঘটল বিপত্তি। অসুস্থ এক শিশুকন্যা। অভিযোগ উঠল শিলিগুড়ির এক সনামধন্য মিষ্টির দোকানের বিরুদ্ধে। জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ির ৩৭ নং ওয়ার্ডের পূর্ব চয়ন পাড়ার বাসিন্দা টোটোন সাহা নামে এক ব্যক্তি শিলিগুড়ির অদূরে আশিঘর মোড় লাগোয়া একটি সনামধন্য মিষ্টির দোকান থেকে মিষ্টি নিয়ে গিয়েছিলেন বাড়িতে অতিথি আসবেন বলে। অতিথি আসার আগে প্যাকেট থেকে মিষ্টি বের করে টেস্টও করেন তিনি ও তার বছর ছয়েকের মেয়ে। অর্ধেক মিষ্টি খাবার পর লক্ষ্য করেন মিষ্টির ভেতর ছত্রাকে ভরা। আর সেই মিষ্টি খেয়ে কিছুক্ষণ পরই অসুস্থ হয়ে পড়েন তার ছোট্ট মেয়ে। সাথে সাথে ছুটে আসেন ওই মিষ্টির দোকানে। এসে অভিযোগও জানান। কিন্তু তাতেও কোনো ভ্রুক্ষেপ করেনি দোকান মালিক, এমনটাই অভিযোগ টোটোন সাহার। পাল্টা তারা জানতেন মিষ্টির গুণগত মান ভালো নাও হতে পারে, তারপরেও ক্রেতাদের বিক্রি করছেন বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে। তবে প্রশ্ন হল, শিলিগুড়ির সনামধন্য দোকানেরই যদি এই অবস্থা হয় তাহলে সাধারণ মিষ্টির দোকানের মিষ্টির গুণগত মান এতটা নিম্নমানের কি করে হতে পারে? স্বাভাবিক ভাবেই মিষ্টির গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। মিষ্টির দোকানের মালিকের দাবি, অভিযোগ পুরোপুরি ভিত্তিহীন।

কয়েক দফা দাবিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ চা শ্রমিকদের সঠিক সময়ে বোনাস প্রদান, ন্যূনতম মজুরি ও জমির পাট্টা প্রদান সহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে গেট মিটিং করলেন শ্রমিকরা। বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের জয়েন্ট ফোরামের নেতৃত্বে বুধবার জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগান সহ জেলার বিভিন্ন বাগানে গেট মিটিং করতে দেখা যায় চা শ্রমিকদের। গেট মিটিংয়ের পর বিভিন্ন দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয় বাগান কর্তৃপক্ষের হাতে। ফোরামের নেতা প্রফুল্ল লাকড়া অভিযোগ তুলেন, হাইকোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও বাগান মালিকপক্ষ শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি প্রদান করতে চাইছে না। এজন্য ন্যূনতম মজুরি, জমির পাট্টা ও বোনাস সহ বিভিন্ন দাবিতে এই গেট সভা করা হয়েছে। সভায় এদিন বক্তব্য রাখেন রোহিত রৌশন তিরকি সহ অন্যান্য শ্রমিক নেতারা।

হারানো পার্স উদ্ধার করে যাত্রীকে ফিরিয়ে দিয়েছে আরপিএফ

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ ১২.০৯.২০২৩ তারিখে করুণাময়ী স্টেশনে প্রায় ১২.০০ ঘটিকায়, একজন অন-ডিউটি আরপিএফ কর্মীরা নিয়মিত চেক করার সময় প্ল্যাটফর্মে একটি পার্স খুঁজে পান। এই পার্সের কোনো দাবিদার খুঁজে না পেয়ে, তিনি সাবধানে পরীক্ষা করার পরে এটি স্টেশন মাস্টারের অফিসে জমা দেন। তারপরে, স্টেশন মাস্টার বারবার ঘোষণা করে পার্সের মালিককে স্টেশন মাস্টারের অফিস থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং সমস্ত স্টেশনে একটি নিয়ন্ত্রণ বার্তাও জানানো হয়েছিল। মানিব্যাগ খুলে তাতে কিছু মূল্যবান জিনিসপত্র পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে অর্থাৎ ১২.২৫ টায়, একজন মহিলা যাত্রী স্টেশন মাস্টারের অফিসে এসে পার্সের মালিকানা দাবি করেন। যথাযথ যাচাই-বাছাই এবং সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে, উদ্ধারকৃত পার্সটি তার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। হারানো পার্স উদ্ধারে সাহায্য করার জন্য তিনি মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

পূর্ব রেলওয়ে সংগঠিত ১২৬ তম জেড আর ইউসিসি-র সভা

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ পূর্ব রেলওয়ের ১২৬তম জোনাল রেলওয়ে ইউজার কনসালটেটিভ কমিটির সভা আজ (১৩.০৯.২৩) কলকাতার বেলভেডের পার্ক অফিসার্স ক্লাবে শ্রী অমর প্রকাশ দ্বিবেদী, জেনারেল ম্যানেজার পূর্ব রেলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সব মিলিয়ে জেড আর

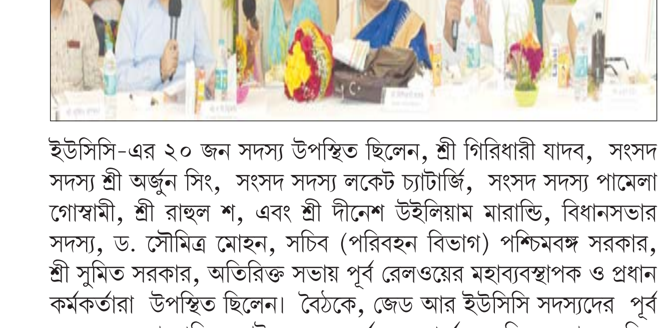

ইউসিসি-এর ২০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন, শ্রী গিরিধারী যাদব, সংসদ সদস্য শ্রী অর্জুন সিং, সংসদ সদস্য লকেট চ্যাটার্জি, সংসদ সদস্য পামেলা গোস্বামী, শ্রী রাহুল শ, এবং শ্রী দীনেশ উইলিয়াম মারান্ডি, বিধানসভার সদস্য, ড. সৌমিত্র মোহন, সচিব (পরিবহন বিভাগ) পশ্চিমবঙ্গ সরকার, শ্রী সুমিত সরকার, অতিরিক্ত সভার পূর্ব রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক ও প্রধান কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে, জেড আর ইউসিসি সদস্যদের পূর্ব রেলওয়ের সাম্প্রতিক মাইলফলক অর্জন সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল যেমন অমৃত ভারত প্রকল্পের অধীনে স্টেশনগুলির পুনঃউন্নয়ন কাজ, পূর্ব রেল জুড়ে স্টেশনওয়ার্কশপের সবুজ সংশাপত্র, উন্নত জীবিকা এবং দক্ষতা বিকাশের জন্য স্টেশনগুলিতে এক স্টেশন এক পণ্যের স্টল। স্থানীয় কারিগর, কুমোর, তাঁতি হস্তশিল্পে তাঁতিদের সুযোগ, গ্রিন পার্কের উন্নয়ন, অন-বোর্ড হাউসকিপিং সার্ভিস (ওবিএইচএস), নতুন চালু হওয়া ট্রেন এবং বিভিন্ন ট্রেনের অতিরিক্ত স্টপেজ ইত্যাদি। এছাড়াও, যাত্রী সুবিধা বৃদ্ধি, রেলওয়ে স্টেশনের সৌন্দর্যায়ন এবং যাত্রীদের জন্য আরও সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির সাম্প্রতিক অর্জনগুলিও প্রদর্শন করা হয়েছিল যা জেড আর ইউসিসি সদস্যদের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছিল। বৈঠকে, জেনারেল ম্যানেজার পূর্ব রেলওয়ে জেডআরইউসিসি সদস্যদের পরামর্শের প্রতি খুব ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। জেড আর ইউসিসি-এর সদস্যরা রেল ব্যবহারকারী সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন এবং এই বৈঠকে আরও যাত্রী সুবিধা, ট্রেন থামানো এবং পরিষেবার সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয়ে বেশ কিছু পরামর্শ দেন। জেনারেল ম্যানেজার সদস্যদের আশ্বস্ত করেন যে পূর্ব রেল সবসময় সতর্কতার সাথে পরামর্শগুলি পরীক্ষা করতে আগ্রহী।

যন্ত্রচালিত কৃত্রিম বাজনায় দুশ্চিন্তায় ফেলেছে মালদার ঢাকিদের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ মন্দির হোক বা বনেদি বাড়ির পুজো, যন্ত্রচালিত কৃত্রিম বাজনায় দুশ্চিন্তায় ফেলেছে মালদার ঢাকিদের। আর কয়েকটা দিন পরেই শুরু হচ্ছে পুজোর মরশুম। বিশ্বকর্মা পুজো দিয়ে শুরু ঢাকিদের রোজগারের প্রথম সফর। তারপরেই রয়েছে গণেশ পুজো, দুর্গা পুজো, লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো, কার্তিক পুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো প্রমুখ। এই পুজোর উৎসব প্রায় দেড় মাস ধরে চলবে। কিন্তু এখন যত্রতত্র কৃত্রিম মেশিনেই কাসর ঘন্টা, ঢাকের বাজনা বেজে ওঠায় ধীরে ধীরে ঢাকিদের চাহিদা অনেকটাই কমতে শুরু করেছে বলে অভিযোগ। শরতের মরশুমে যেভাবে মালদার বিভিন্ন এলাকার ঢাকিদের মহড়া দিতে দেখা যেত। সেই আগ্রহ এখন আর অনেক ঢাকীদের মধ্যে দেখা যায় না। রোজগারের জন্য অনেকেই এই পেশা ছেড়ে ইতিমধ্যে অন্য কাজে যুক্ত হয়েছেন। পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এরকম ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বহু ঢাকিদের পরিবার। এছাড়াও ইংরেজবাজার ব্লকের বাঁশবাড়ি এলাকা থেকে শুরু করে অমৃতি, সাটটারি, নরহাট্টা সহ বিভিন্ন এলাকায় রয়েছে প্রায় ৩০০ থেকে ৪০০ ঢাকিদের পরিবার। কিন্তু আজকের দিনে যন্ত্রচালিত কৃত্রিম বাজনার দাপটে সেই ঢাকিদের রুজি রোজগারে চরম ভাঁটা পড়েছে। সাহাপুর গ্রামের এক ঢাকি অধীর সুকুল বলেন, একটা সময় ছিল যখন বিভিন্ন দোকানগুলিতে পুজোর মরশুমের আগে ঢাক সারাবার তোড়জোড় শুরু হত। এমনকি শরতের মরশুমে ভোর হতেই আমরা ঢাক বাজিয়ে মহড়া দিতে শুরু করতাম। কিন্তু এখন আর সেইসব নেই। বেশিরভাগ পুজা উদ্যোক্তারা কৃত্রিম বাজানোর দিকে ঝুঁকছে। সারা বছর এই যন্ত্রচালিত বাজানোতেই বিভিন্ন মন্দির, বনেদি বাড়ির পুজা গুলি হচ্ছে। ফলে অধিকাংশ মাসের একপ্রকার রোজগার আমাদের হারাতে হয়েছে। এবারের পুজোর মরশুমে এখনো পর্যন্ত তেমনভাবে বায়না আসে নি। জানিনা কি হবে। কারণ, অনেকেই দেখছি যন্ত্রচালিত কৃত্রিম বাজনা কিনে ঢাক, কাঁসর ঘণ্টার চাহিদা পূরণ করছে। এরকম পরিস্থিতি চলতে থাকলে এই শিল্প আর টিকে থাকবে না। আমরা রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন রাখছি যাতে ঢাকি সহ বাদ্যযন্ত্র সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছে তাদের ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। পুরাতন মালদার অপর দুই বাদ্যকর গোপাল রবিদাস, দীপেন রবিদাসদের বক্তব্য, ঢাক বাজানোর পাশাপাশি নিজেদের দোকানে নিজেদের দোকানে সারা বছরই বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র মেরামতি করতাম। তাতে বেশ ভালো রুজি রোজগার হতো। এখন আর সেইসব নেই। ঢাকিরাও আসে না, রোজগারের পালা উঠে গেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখছি যন্ত্রচালিত বাজানোতে অনেকেই পুজোর চাহিদা মেটাচ্ছে। কিন্তু নিজেদের বাদ্যযন্ত্র বাজানোর অন্যরকমই আকর্ষণ রয়েছে। যতই কৃত্রিম বাদ্যযন্ত্র তৈরি হোক না কেন, ঢাক, কাঁসর ঘণ্টার প্রকৃত আওয়াজ কোনভাবেই কেউ পূরণ করতে পারবে না। আর কিছুদিন পরেই দুর্গা পুজোর মরশুম। এখনো কোনোরকম বায়না আসে নি। জানি না এবছর কি হবে। হয়তো এই পেশা ছেড়ে এবারে পুজোর মরশুমে রাস্তার ধারে মুখরোচক খাবার বিক্রি করতে হবে। রাজ্য সরকারের কাছে আমরা আবেদন রাখছি, যাতে আমাদের মতো বাদ্যকারদের ভাতার ব্যবস্থা করা হয়। মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ জানিয়েছেন, মালদার মূলতঃ গ্রামীণ এলাকায় ঢাকিদের বসবাসের সংখ্যাটা বেশি। তবে ঢাকিদের যে বক্তব্য তা সঠিক। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যন্ত্রচালিত বাদ্যযন্ত্র অনেক মন্দিরেই বাজছে। আমরা চাই প্রাচীন এই শিল্প যাতে হারিয়ে না যায়। তবে রাজ্য সরকার এই ধরনের শিল্পীদের জন্য নানান রকম সরকারি সুবিধা এনে দিয়েছে। যা দুয়ারে সরকার কর্মসূচির মাধ্যমে আবেদন করলেই সহজেই মিলছে।

নদীয়ায় পৌরসভার সামনে মশারি টাঙ্গিয়ে বিক্ষোভ বিজেপির

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ নদীয়ায় পৌরসভার সামনেই মশারি টাঙ্গিয়ে অভিনব বিক্ষোভে সামিল হলো বিজেপি। ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার শান্তিপুর পৌরসভার সামনে। ডেঙ্গু প্রতিরোধে ব্যর্থ শান্তিপুর পৌরসভা, গোটা শান্তিপুরের রাস্তার অবস্থা বেহাল। গায়ের জোরে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে দোকান, এই ধরনের একাধিক দাবি নিয়ে পৌরসভার সামনে মশারি টাঙিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ বিজেপির। এদিন শান্তিপুর পৌরসভার সামনে প্রায় কয়েক ঘন্টা অবস্থান বিক্ষোভ করে শান্তিপুরের বিজেপি নেতৃত্ব। এই অবস্থান-বিক্ষোভে প্লাকাড হাতে নিয়ে প্রতিবাদে সরব হয় বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। বিজেপি নেতৃত্বদের দাবি, রাস্তা খুঁড়ে শান্তিপুরের প্রত্যেকটি বাড়িতে বাড়িতে পানীয় জলের লাইন দিয়েছে পৌরসভা, কিন্তু সেই রাস্তাগুলির অবস্থা এখন বেহাল, মানুষ চলাচল করতে পারছে না। জরুরী ক্ষেত্রেও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে শান্তিপুরবাসীকে। পাশাপাশি একাধিক দুর্নীতিতে ভরে গেছে শান্তিপুর পৌরসভা, নেই উন্নয়ন। অন্যদিকে গোটা শান্তিপুরের ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে, সেখানেও হেলদোল নেই পৌরসভার। কয়েকদিন আগে জোরপূর্বক একটি দোকান বুলডোজার দিয়ে ভেঙ্গে দেওয়া হয়, যার উপরে নির্ভর কোরে কোনরকম চলত একটি পরিবারের। যেখানে গোটা শান্তিপুরে ফুটপাত দখল করে অনেকেই দোকান করেছেন, কিন্তু তাদের বেলায় কোন পদক্ষেপ নাইনি পৌরসভা, আমরা এর তীব্র ধিক্কার জানাই। আগামী এক মাসের মধ্যে শান্তিপুরের প্রত্যেকটি রাস্তার অবস্থা যদি ঠিক না হয় তাহলে আমরা আরো বৃহত্তর প্রতিবাদে নামবো। যদিও বিজেপির তোলা অভিযোগ নস্যাৎ করে শান্তিপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুব্রত ঘোষ বলেন, বিরোধীরা অভিযোগ করতেই পারে। সবার আগে সত্যতা যাচাই করতে হবে। তারা যে অভিযোগগুলি তুলছেন তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। শান্তিপুর পৌরসভা শান্তিপুরবাসীর উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করে আর যে দোকান ভাঙ্গার অভিযোগ তুলছে বিজেপি তা আদালতের নির্দেশেই ভাঙ্গা হয়েছে।

পর্যটনের প্রচারে পূর্ব বর্ধমানের দর্শনীয় স্থানের ভিডিও প্রকাশ

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ ঐতিহাসিক শহর বর্ধমান সহ পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানগুলি পর্যটকদের কাছে আকর্ষনীয় করে তুলতে একটি প্রচারমূলক ভিডিও প্রকাশ করল পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসন। বুধবার পূর্ব বর্ধমান জেলাশাসকের দফতরে জেলা পর্যটন বিভাগের এই তথ্য চিত্রটি প্রকাশ করেন জেলাশাসক প্রিয়াঙ্কা সিংলা। জেলাশাসক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা পর্যটন দফতরের উন্নয়ন আধিকারিক রাহুল চৌধুরী। জেলার পর্যটনের প্রসারের জন্য এই তথ্য চিত্রটি ব্যবহার করা হবে। ৭ মিনিট ২১ সেকেন্ডের এই তথ্য চিত্রে জেলার পর্যটন কেন্দ্র গুলি তুলে ধরা হযেছে এই তথ্য চিত্রে। পাশাপাশি, জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পর্যটনের বিভিন্ন প্যাকেজ ও সুযোগ সুবিধা গুলি সম্পর্কে জানানো হয়েছে এই তথ্য চিত্রটিতে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলার পর্যটনের প্রসারে বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে নিয়ে সার্কিট ট্যুরিজম গড়ে তোলা হয়েছে। সেখানে সপ্তাহান্তে বিভিন্ন স্থান দেখা ও থাকা খাওয়ায় ব্যবস্থার জন্য বিশেষ প্যাকেজ রযেছে। জেলার মধ্যে কোথায় কোন স্থান রয়েছে, সেখানে পর্যটন ও অন্যান্য কি সুবিধা রয়েছে সেই সম্পর্কে জানা যাবে এই তথ্য চিত্রের মাধ্যমে। জেলাশাসক প্রিয়াঙ্কা সিংলা জানান, পূর্ব বর্ধমান জেলায় অনেক পর্যটন স্থান রয়েছে। রাজ্য সরকারের তরফে পর্যটনের প্রসারের জন্য জোর দেওয়া হয়েছে। জেলার দর্শনীয় স্থান গুলি এক নজরে দেখে নেওয়ার জন্য একটি প্রচার মূলক তথ্য চিত্র তৈরি করা হয়েছে। এদিন সেই তথ্য চিত্র আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হল। জেলা প্রশাসনের নির্দিষ্ট ওয়েব সাইটে তথ্য চিত্রটি প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া আসন্ন দুর্গাপুজোয় পুজো কমিটি গুলিকে এই তথ্য চিত্রটি

প্রদর্শনী করার জন্য জানানো হবে। এরফলে, জেলার পর্যটন সম্পর্কে মানুষ জানতে পারবেন। পাশাপাশি, জেলা প্রশাসনের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট ও সামাজিক মাধ্যমে এই তথ্য চিত্রের মাধ্যমে প্রচার করা হবে বলে জানান পূর্ব বর্ধমান জেলাশাসক প্রিয়াঙ্কা সিংলা। উল্লেখ্য, কাজের দৈনন্দিন বাঁধাধরা জীবনের মাঝে সপ্তাহান্তে এক বা দিন দুয়েকের ছুটি কাটানোর নতুন দিশা দিচ্ছে পূর্ব বর্ধমান জেলা। ঐতিহাসিক নিদর্শনে পূর্ণ বর্ধমানের বিভিন্ন স্থান। ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনার সাক্ষী রাজার শহর বর্ধমান। না-জানা ইতিহাস বাংলা তথা দেশের পর্যটনপ্রেমী মানুষের কাছে তুলে ধরতে 'ওপেন ট্যুরিজম প্যাকেজ' করতে চলেছে বর্ধমান জেলা। আগত ট্যুরিস্টদের জন্য সব রকমের সাহায্য করা হবে। পর্যটকদের থাকার জন্য থাকছে রিসর্ট। পর্যটকরা যাতে জেলার দর্শনীয় স্থানগুলি ঘুরে দেখতে পারেন তার জন্য থাকছে যাতায়াতের সুবিধাও। এই লক্ষ্য নিয়েই এদিন জেলা শাসকের ভিডিও কনফারেন্স হলে জায়েন্ট স্ক্রীনের মাধ্যমে সেগুলো তুলে ধরা হয়।

দিনেদুপুরে ব্যাঙ্কে ডাকাতি, হার্ড ডিস্কও নিয়ে গেল ডাকাতদল

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ হলদিয়ার একটি সমবায় ব্যাঙ্কে ডাকাতির ঘটনা। ভল্ট থেকে প্রায় ১২ থেকে ১৩ লক্ষ টাকা নিয়ে গেল ডাকাতদল। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়ার সুতাহাটা থানা এলাকায় একটি সমবায় ব্যাঙ্কে। অভিযোগ, এক দল ডাকাত ঢুকে পড়ে সমবায় ব্যাঙ্কের ভিতর। ভল্ট ভেঙে এরপর গ্রাহকদের টাকা লুট করে তারা। শুধু তাই নয়। ডাকাতির পর বেরিয়ে যাওয়ার সময় ব্যাঙ্কের সিসি ক্যামেরার হার্ড ডিস্ক পর্যন্ত খুলে নিয়ে যায় তারা। এর ফলে ঘটনার তদন্ত করতে এসে অসুবিধায় পড়ে সুতাহাটা থানার পুলিশ। কী ভাবে এবং কোথা দিয়ে ডাকাত দল ঢুকেছে, তা দেখা যায়নি। এখন ব্যাঙ্কের আশপাশে যে সব দোকান এবং বাড়িতে সিসি ক্যামেরা আছে, তার ফুটেজ সংগ্রহ করে ডাকাতদলকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। প্রসঙ্গত, মালদা, ব্যারাকপুরে গত কয়েক মাসের মধ্যে ডাকাতি হয়েছে। এসবের রেশ মিটতে না মিটতেই গত ২৯ আগস্ট দিনে দুপুরে গুলি চালিয়ে দুঃসাহসিক ডাকাতি ঘটে পুরুলিয়া ও নদিয়ার রাণাঘাটে। ডাকাতির বিবরণ হার মানায় বলিউডি সিনেমাকেও। একই দিনে একই সময়ে সেনকো গোল্ডের দুই জেলার শোরুমে একইভাবে ডাকাতির ঘটনায় ধন্দে পুলিশও। এলাকায় ছড়ায় ব্যাপক আতঙ্ক।

মহকুমা ঘোষণা, মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ শহরজুড়ে

দুরন্ত বার্তা, ধূপগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ধূপগুড়িকে মহকুমা হিসেবে ঘোষণা হতেই খুশির হাওয়া ধূপগুড়িতে। একদিকে মহকুমা গঠনের প্রতিশ্রুতি পূরণের প্রচারে ব্যস্ত শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ঠিক তখন ধূপগুড়িবাসী আনন্দিত। আনন্দের জোয়ারে ভেসে শহর জুড়ে মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে ব্যানার লাগানো হয়েছে। এমনিতেই উত্তরবঙ্গের বিগ বাজেটের দূর্গাপূজা কমিটিগুলোর অন্যতম হলো ধূপগুড়ির পূজা কমিটিগুলো। এছাড়াও ধূপগুড়ির দীপাবলী উৎসব ও শ্যামাপূজা রাজ্যের মধ্যে। ইতিমধ্যে সেই সমস্ত দূর্গাপূজা ও শ্যামাপূজা কমিটিগুলো পূজার প্রস্তুতিতে নেমে পড়েছে। আর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ধূপগুড়ি শহরের প্রায় সমস্ত ক্লাব, পুজো কমিটি, ব্যবসায়ী সংগঠন এবং সামাজিক সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে লাগানো হয়েছে পোস্টার, ফ্লেক্স। বেশ কয়েকজন জানান, মহকুমা পাওয়াটা আমাদের কাছে অনেক বড়ো ব্যাপার। রাজ্য সরকার ধূপগুড়িবাসীর স্বপ্ন পূরণ করেছে। তাই আমরা কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাই রাজ্য সরকারকে। আগামী দিনে দ্রুত পূর্ণাঙ্গ পরিকাঠামো তৈরি হবে বলেই আশা রাখি। স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় এবারের দূর্গাপূজা ও দীপাবলি উৎসবে বাড়তি আনন্দে মেতে উঠবেন ধূপগুড়িবাসী।

৭ টি দোকানে চুরি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ ব্লকের মন্তদাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মঙ্গলবার রাতে সাতটি দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে। দুষ্কৃতীরা দুটি মুদি দোকান ও দুটি গ্যারেজ, একটি সেলুন, একটি ওষুধের দোকান ও একটি চায়ের দোকানে চুরি করে। দোকানের মালিকরা জানান, প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবার রাতেও সবাই দোকানপাট বন্ধ করে বাড়ি চলে গেছিলাম। বুধবার সকালে দোকানে চুরির খবর পাওয়া যায়। সাতটি দোকানের তালা ভেঙ্গে চুরি চালিয়েছে চোরের দল। সব মিলিয়ে সাতটি দোকান থেকে নগদ টাকাসহ কয়েক লাখ টাকার সামগ্রী চুরি হয়েছে। এলাকায় পুলিশি টহল বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন দোকানের মালিকরা। অপরদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মিলনপল্লী ফাঁড়ির পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বর্তমানে রেডিমেড টেক্সটাইলের দুনিয়ায় বাংলার তাঁত বিলুপ্তির পথে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ পুজো আসলে হাত চালিত তাঁতে বোনা কাপড় তৈরির ঠক ঠক আওয়াজে ঘুম ভাঙতো গ্রামবাসীদের। বিশ্রামের সময় থাকতো না। কিন্তু বর্তমানে রেডিমেড টেক্সটাইলের দুনিয়ায় বাংলার তাঁত বিলুপ্তির পথে। এক সময় পুরাতন মালদার সাহাপুর গ্রাম তাঁতিপাড়া নামে পরিচিত ছিল গোটা রাজ্য জুড়ে। রমরমিয়ে চলত তাঁতের কাপড় বোনা। কিন্তু এখন সব ইতিহাস। কদর কমেছে তাঁতে বোনা কাপড়ের। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে আজ ধ্বংসের মুখে প্রাচীন বাংলার এই কুটির শিল্প। এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত পুরাতন মালদার সাহাপুরের অচিন্ত্য দাস, হারাধন দাস নিতাই দাসের মতো কারিগররা জানালেন পুজো আসলেও তাদের মুখে হাসি নেই। আগে পুজো আসলে গোটা গ্রাম জুড়ে কয়েক মাস আগে থেকেই উৎসব শুরু হতো। হাত চালিত তাঁতে বোনা কাপড়ের ঠক্‌ঠক আওয়াজে ঘুম ভাঙতো গ্রামবাসীদের। কিন্তু আজ প্রাচীন বাংলার এই কুটির শিল্প বিলুপ্তির পথে। আগের মত তাঁতের কাপড় বোনার বায়না পান না কারিগররা। একটা সময় ছিল পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর এবং মঙ্গলবাড়ি অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকার প্রায় দশ হাজার কারিগর এই পেশার সাথে যুক্ত ছিল। কিন্তু বর্তমানে সেই সংখ্যা হাতে গোনা খুব বেশি হলে দশ থেকে কুড়ি টি পরিবার হবে। কারিগররা জানান বর্তমানে শাড়ি বোনের বায়না তারা পান না। তবে জামা পাঞ্জাবির কাপড় বোনার কাজ বাধ্য হয়ে তারা করছেন। কারণ তারা অন্য কাজ করতে পারবেন না। এই কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ১২ মিটার পাঞ্জাবি কিংবা জামার কাপড় বুনলে ৩০০ টাকা মজুরি পান। তাও আবার ১২ মিটার কাপড় বুনতে দুদিন সময় লেগে যায়। তাই সরকারি সাহায্যের আর্জি জানিয়েছেন তাঁত শিল্পের সাথে যুক্ত কারিগররা। এই বিষয়ে মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ জানান, বাংলার তাঁত শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য রাজ্য সরকার একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন একাধিক প্রকল্প এবং ভাতা দিচ্ছেন কারিগরদের। বিষয়টি তিনি খতিয়ে দেখে জেলার হাত চালিত তাঁতে বোনা কাপড় শিল্পীদের পাশে দাঁড়াবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন সভাধিপতি।

সেপটিক ট্যাঙ্কে নেমে মৃত যুবকদের পরিবারের পাশে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ সেপটিক ট্যাঙ্কে নেমে মৃত যুবকদের পরিবারের পাশে দাঁড়াল রাজ্য। মঙ্গলবার রাতে পূর্ব বর্ধমানের মাধবডিহি এলাকায় মৃত ও অসুস্থদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন মন্ত্রী মলয় ঘটক। হাতে তুলে দিলেন আর্থিক সাহায্য। আশ্বাস দিলেন পাশে থাকার। দুর্ঘটনার খবর বাড়িতে পৌঁছতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন মৃতদের পরিবারের সদস্যরা। মঙ্গলবার গভীর রাতে মৃতদের বাড়ি গিয়ে আর্থিক সাহায্য তুলে দেন মন্ত্রী মলয় ঘটক। সঙ্গে ছিলেন ছিলেন বিধায়ক শম্পা ধাড়া, পূর্ব বর্ধমান জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি সৈয়দ মহম্মদ সেলিম-সহ অন্যান্যরা। আহতদেরও সাহায্য করা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর তরফে। মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমানের মাধবডিহিতে জয়ন্ত মালিক নামে একজনের বাড়ির কাজ চলছিল। সেই নির্মীয়মাণ বাড়ির সেপটিক ট্যাঙ্কের পাটা খোলার জন্য প্রথমে দুই শ্রমিক নিচে নামেন। তারপর দীর্ঘক্ষণ পেরিয়ে গেলেও তাঁদের কোনও সাড়া শব্দ মেলেনি। ফলে উপরে থাকা ব্যক্তিদের সন্দেহ হয়। আরও তিনজন নিচে নামেন। তাঁরা উঠছে না দেখে সন্দেহ দৃঢ় হয়। ট্যাঙ্ক থেকে একে একে পাঁচজনকে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। দ্রুত তাঁদের স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা ৩ জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতরা হলেন জয়দেব মাল, অশোক সাঁতরা এবং সুন্দরম মালিক। বাকি অসুস্থ দুজনকে বর্ধমান মেডিক্যালে রেফার করা হয়। সেখানেই চিকিৎসা চলছে তাঁদের।

গাজোলে আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযান ও ঝাড়খন্ড দিশম পার্টির বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ কুর্মি, মাহাতোদের অপশিলী উপজাতিতে অন্তর্ভুক্তির প্রতিবাদে গাজোলে আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযান ও ঝাড়খন্ড দিশম পার্টি বিক্ষোভ দেখান। কুর্মি, মাহাতোদের এগিয়ে নিয়ে আসার ফলে প্রকৃত তপশিলী উপজাতির মানুষকে বঞ্চিত করা হয়েছে বলে অভিযোগ তাদের। মঙ্গলবার গাজোলের ঝাড়খন্ড দিশম পার্টির অফিস থেকে একটি শোভাযাত্রা বের করে সারা গাজোল শহর পরিক্রমা করে বিদ্রোহী মোড় ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। ঝাড়খন্ড দিশম পার্টির গাজোল ব্লক সভাপতি শ্যামল মূর্মু জানান কুর্মি, মাহাতোদের এসটি সূচিতে সামিল করা মানছি না মানবো না।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-XIV, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/XIV/132/006/23-24/R (1st Call)
Name of the work: **Maintenance of bituminous road including relaying of kerb & channel stone in the B.L.T. Road near Premises No. 54 etc. & Pathakpara Road near Premises No. 18, 107 etc. in Ward No.-132.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 4,91,277.50.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(2) NIT No. : KMC/XIV/131/05/23-24/R (1st Call)
Name of the work: **Improvement of bituminous road at Panchanantala Lane near Premises Nos. 40, 46, 51/A, 51/D, etc. in Ward No.-131.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 1,75,925.34.** Earnest money: **₹ 3,550.00.** Period of completion: **21 days.** Last date of submission of bid: **27.09.2023 (Up to 11 a.m.) (For Sl. No. 1 & 2).** Tender will be opened on: **29.09.2023 (11 a.m.) (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **19.09.2023 (From 5 p.m.) (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Civil), BR-XIII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/XIII/120/015/23-24/BS (1st Call)
Name of the work: **Maintenance of sanitary latrine at Indrajit Pally slum area near H/o Sanku Halder, Kalia Shaw, Sujata Naskar etc. in Ward No.-120, BR-XIII.** Work value: **₹ 2,97,831.91.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/XIII/120/017/23-24 (1st Call)
Name of the work: **Maintenance of road by C.C. pavement at Satyen Roy Road Bye Lane near Premises Nos. 114/A, 114/3, 75A etc. in Ward No.-120, BR-XIII.** Work value: **₹ 2,92,674.14.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **25 days.** Last date of submission of bid: **25.09.2023 (Up to 11 a.m.) (For Sl. No. 1 & 2).** Tender will be opened on: **27.09.2023 (11 a.m.) (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **16.09.2023 (From 5 p.m.) (For Sl. No. 1 & 2).**

(3) NIT No. : KMC/XIII/119/010/23-24 (1st Call)
Name of the work: **Maintenance of sanitary latrines at different places of Mandal Para area in Ward No.-119.** Work value: **₹ 2,99,204.15.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date of submission of bid: **27.09.2023 (Up to 11 a.m.).** Tender will be opened on: **29.09.2023 (11 a.m.).** The bid forms and other details are available on and from **18.09.2023 (From 5 p.m.).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The Executive Engineer (Civil), BR-VIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/087/16/2023-2024/R
Name of the work: **Repairing, mending & colouring of iron railing along Southern Avenue from Golpark to S.P. Mukherjee Road Xing etc. in BR-VIII.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,31,431.34.** Earnest money: **₹ 4,700.00.** Period of completion: **90 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/083/025/2023-2024/R
Name of the work: **Repairing, mending & colouring of median strip and guard rail at S.P.M. Road in between R.B. Avenue to Hazra X-ing, Southern side of Hazra Road in Ward No.-83.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 1,72,219.67.** Earnest money: **₹ 3,500.00.** Period of completion: **90 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/090/016/2023-2024/R
Name of the work: **Painting of kerb stone at portions of Panchanantala Road, Gariahat Road, Lake View Road, Lake Road, Southern Avenue etc. in Ward No.-90.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 1,46,938.66.** Earnest money: **₹ 3,000.00.** Period of completion: **90 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/070/13/2023-2024/R
Name of the work: **Washing and painting of guard rail at A.T.M. Road and Chowringhee Road (East side), A.J.C. Bose Road (South side), Sarat Bose Road (West side), Elgin Road (Both side) etc. in Ward No.-70.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 1,62,487.03.** Earnest money: **₹ 3,300.00.** Period of completion: **120 days.**

(5) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/070/15/2023-2024/R
Name of the work: **Washing and painting of road side kerb stone along Chakraberia Road (North), Allenby Road, JCM Road, Rammohan Dutta Road, Aston Road, Paddapukur Road etc. in Ward No.-70.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 1,99,597.21.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(6) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/068/21/2023-2024/R
Name of the work: **Repairing of I.P. passage at 82/3A Ballygunge Place and others in Ward No.-68.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 1,28,462.21.** Earnest money: **₹ 2,600.00.** Period of completion: **30 days.**

(7) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/088/025/2023-2024/R
Name of the work: **Repairing, mending and colouring of guard rail at the Centre and Western side of S.P.M. Road in Ward No.-88.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 1,61,542.79.** Earnest money: **₹ 3,300.00.** Period of completion: **120 days.**

(8) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/084/16/2023-2024/R
Name of the work: **Washing and painting of road kerb stone Manohar Pukur Road, Satish Mukherjee Road, Andul Raj Road, Library Road etc. in Ward No.-84.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 1,48,960.36.** Earnest money: **₹ 3,000.00.**Period of completion: **90 days.**

(9) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/084/14/2023-2024/R
Name of the work: **Colouring of guard rail at S.P.M. Road, A.T.M. Road, Hazra Road (Both side), Sarat Bose Road (Both side) etc. in Ward No.-84 & 72.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 3,32,294.98.** Earnest money: **₹ 7,000.00.** Period of completion: **120 days.** Last date and time of submission of bid: **23.09.2023 - 12 noon (For Sl. No. 1 to 9).** Date of opening of tender: **26.09.2023 - 12 noon (For Sl. No. 1 to 9).**

(10) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/083/01/2023-2024/R
Name of the work: **Upgradation of greenry related work at Median Boulevard from Xing of R.B. Avenue & S.P.M. Road to T.G. Road, Southern side Garden of Hazra Road & Xing of Hazra Road & S.P.M. Road under BR-VIII.** Estimated cost: **Part 'A' - ₹ 87,196.49 + Part 'B' - Quotation invited.** Earnest money: **₹ 3,600.00.** Period of completion: **365 days.** Last date and time of submission of bid: **26.09.2023 - 12 noon.** Date of opening of tender: **30.09.2023 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **15.09.2023 (5 p.m.) (For Sl. No. 1 to 10).** The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 10).**

(724/23-24)

এশিয়ান গেমসে দ্বিতীয় দল, টিমের সঙ্গে নাও যেতে পারেন স্টিমাচ

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বরঃ ক্লাব বনাম দেশের জেরে এশিয়ান গেমসে সেরা ফুটবলারদের হাতে পাচ্ছেন না কোচ। সুনীল ছেত্রী, সন্দেশ ঝিঙ্ঘান, গুরপ্রীত সিং সান্ধুরা এশিয়ান গেমসের টিমে নেই। অনূর্ধ্ব ২৩ ফুটবলার খেলানো গেলেও টিমে তিন সিনিয়র রাখা যায়। কিন্তু সুনীলদের মতো ম্যাচ উইনাররা না থাকলে ভারতের পক্ষে এশিয়ান গেমসে ভালো ফল করা সম্ভব হবে না। এ নিয়ে সোচ্চার হয়েছে সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থা। তাতে কোনও লাভ হয়নি। ক্লাব বনাম দেশের বহু পুরনো সংঘাতের খেসারত দিতে হচ্ছে জাতীয় টিমকে। দ্বিতীয় সারির টিম নিয়ে এশিয়ান গেমসে কি যাচ্ছেন ইগর স্টিমাচ? এই প্রশ্নই এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। ১৯ সেপ্টেম্বর এশিয়ান গেমসে প্রথম ম্যাচ ভারতের, আয়োজক চিনের বিরুদ্ধে। চিন ফুটবল টিম হিসেবে বেশ কঠিন প্রতিপক্ষ। তার দু'দিন পরেই শুরু হচ্ছে এ বারের আইএসএল। যে কারণে ক্লাবগুলো ফুটবলার ছাড়তে রাজি নয়। এতেই চটেছেন ক্রোয়েশিয়ান কোচ। শোনা যাচ্ছে, তিনি নাকি দ্বিতীয় সারির টিম এশিয়ান গেমসে যেতে রাজি নন। সরাসরি না বললেও স্টিমাচকে নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। ক্লাবগুলো ফুটবলার না ছাড়ায় এমনিতেই বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন তিনি। মঙ্গলবার টুইটারে লিখেছেন, 'সময় এসেছে, কারা এই দেশে ভারতীয় ফুটবলের ভালো চায়, সেটা দেখার। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজের চিন্তাভাবনা স্পষ্ট করে দেওয়া দরকার। ভারতকে ফুটবল খেলিয়ে দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার স্বপ্ন এখনও বেঁচে রয়েছে আমার।' স্টিমাচ যতই ক্ষোভ উগড়ে দিন, তিনি নিজেও কম বিতর্কের মধ্যে নেই। গত বছর এশিয়ান কাপের যোগ্যতা পর্বে প্রথম একাদশ বাছার জন্য এক জ্যোতিষীর সাহায্য নিয়েছিলেন। সেই ত্যোতিষীই নানা অঙ্ক কষে টিম বেছে দিতেন। তার জন্য নাকি স্টিমাচ টাকাও দিয়েছেন ওই জ্যোতিষীকে। এ নিয়ে কম বিতর্ক চলছে না। তারই মধ্যে এশিয়ান গেমসে ক্রোট কোচ না গেলে কিন্তু আরও চাপ তৈরি হতে পারে তাঁর উপর।

বৃষ্টি হলে আর ফাইনালের টিকিট পাওয়া হবে না পাকিস্তানের

কলম্বো, ১৩ সেপ্টেম্বরঃ সুপার ৪-এর পয়েন্ট টেবিলের কথা বললে, ভারতীয় দল এখন পর্যন্ত ২টি ম্যাচ খেলে দুটিতেই জিতেছে। টিম ইন্ডিয়া ৪ পয়েন্ট নিয়ে এই মুহূর্তে টেবলের শীর্ষে রয়েছে পাশাপাশি এশিয়া কাপের ফাইনালেও জায়গা নিশ্চিত করেছে। এদিকে বাংলাদেশ দল এ পর্যন্ত দুটি ম্যাচেই হেরে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেছে। ভারতের এখনও আরও একটি ম্যাচ বাকি আছে যেটি বাংলাদেশেরই বিরুদ্ধে। অন্যদিকে পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা সুপার-৪ এ পর্যন্ত ২ টি করে ম্যাচ খেলে একটি করে ম্যাচ জিতেছে। পাকিস্তান বনাম শ্রীলঙ্কা ম্যাচ রয়েছে বৃহস্পতিবার। দুই দলই ২ করে পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। তবে নেট রান রেট ভাল থাকার কারণে শ্রীলঙ্কা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে এবং পাকিস্তানের দল টেবিলের তৃতীয় স্থানে রয়েছে। ১৪ সেপ্টেম্বর কলম্বোতে সুপার-৪ ম্যাচে শ্রীলঙ্কা বনাম পাকিস্তান ম্যাচ। অ্যাকুওয়েদারের ওয়েদার আপডেট অনুযায়ি ম্যাচের দিন ৯৩ শতাংশ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে এদিন দিনের বিভিন্ন সময়ে কলম্বোতে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । ইতঃস্তত-বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি বইবে প্রবল ঝোড়ো হাওয়া। বৃষ্টির কারণে ম্যাচ বাতিল হলে ফাইনাল থেকে ছিটকে যাবে পাকিস্তান দল।

টেবিলের পজিশন দিয়ে কিছু বিচার হয় না, বললেন কুয়াদ্রাত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বরঃ ২১ তারিখ থেকে শুরু আইএসএল। ২৫ তারিখ ঘরের মাঠে জামশেদপুরের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে লিগ অভিযান শুরু করবে ইস্টবেঙ্গল। লাল-হলুদকে ঘিরে এ বার প্রত্যাশা বেড়েছে। শেষ কয়েক বছর ধরে শুধু ব্যর্থতাই সঙ্গী থেকেছে। চার বছর পর এবার ডার্বি জিতেছে ইস্টবেঙ্গল। ডুরান্ড কাপে রানার্স আপ হয়েছে লাল-হলুদ। দল এবারে আগের বছরের চেয়ে ভালো জায়গায় শেষ করবে, আশাবাদী ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক ক্লেটন সিলভা। কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাতও স্বপ্ন দেখাচ্ছেন সমর্থকদের। আইএসএলে কখনও প্লে অফ খেলেনি ইস্টবেঙ্গল। এ বার সেটাই কার্যত প্রাথমিক টার্গেট হতে চলেছে। যদিও কোন পজিশনে দলকে শেষ করার লক্ষ্য, তা বলতে নারাজ কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত। বললেন, ‘‘টেবিলের পজিশন দিয়ে কিছু বিচার হয়না। তবে ভালো জায়গায় শেষ করতে চাই।’’ তবে এসবের মাঝেই ইস্টবেঙ্গল কোচের চিন্তা বাড়িয়েছে জর্ডন এলসের চোট। বেশ কয়েকমাস মাঠের বাইরে থাকতে হবে অজি স্টপারকে। তা অবশ্যই ভাবনার বিষয়। এলসের বিকল্প খোঁজাও শুরু হয়ে গিয়েছে। যদিও সেই ব্যাপারে সামনাসামনি সে ব্যাপারে মুখ খুললেন না কুয়াদ্রাত। তবে পাঁচ বিদেশি নিয়ে অধিকাংশ সময় খেলা অনেকটাই চাপের। ডুরান্ডে দল রানার্স হয়েছে। ট্রফির স্বপ্ন দেখাচ্ছেন কুয়াদ্রাত।

আইএসএলের মিডিয়া ডে-তে এসে লাল-হলুদ কোচ বললেন, ‘‘আমরা একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। দীর্ঘ সময় লাগতে পারে। সাফল্য চট করে আসেনা। সময় লাগে। সেটাই চলছে। দলে বেশ কয়েকজন ভালো ফুটবলার আছে। এটাই ইতিবাচক দিক।’’ জাতীয় দল বনাম ক্লাব ইস্যু আবার মাথাচাড়া দিয়েছে। ইতিমধ্যেই ইস্টবেঙ্গলের তরফ থেকে ফেডারেশনকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে মহেশ আর লালচুংনুঙ্গাকে ছাড়তে রাজি নয় তারা। এ প্রসঙ্গে কুয়াদ্রাত বলেন, ‘‘ফিফা ক্যালেন্ডার আমাদের কাছে আছে। সেই মতোই আমরা প্ল্যানিং তৈরি করি। জাতীয় দলের জন্য কোন কোন ফুটবলারকে নেওয়া যেতে পারে সেই তালিকা আমরা ফেডারেশনকে পাঠিয়ে দিয়েছি।’’ ইস্টবেঙ্গলের রিজার্ভ দলের বেশ কয়েকজন ফুটবলার কলকাতা লিগে নজর কেড়েছে। সেটা কোচের নজরেও পড়েছে। রিজার্ভ দল থেকে বেশ কয়েকজনকে সিনিয়র দলে আইএসএলের জন্য ডাকতে পারেন কুয়াদ্রাত। এরই সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল কোচ বলেন, ‘‘যে কোনও প্রজেক্টের পিছনেই একটা যুদ্ধ থাকে। আমরা বিভিন্ন ট্যাকটিকসে ফুটবলারদের খেলিয়ে পরখ করে নিচ্ছি। কঠোর অনুশীলনই সাফল্যের একমাত্র উপায়।’’ এলসে চোটের জন্য ছিটকে গিয়েছে। লালচুংনুঙ্গাকে নিয়ে জাতীয় দল আর ক্লাবের দড়ি টানাটানি চলছে। রক্ষণ সামলাতে তাই বাড়তি নজর থাকবে গুরসিমরত সিং গিলের দিকে। দলকে ভরসা দেওয়ার আশ্বাস শোনা গেল প্রভসুখন গিলের দাদার গলায়। ডুরান্ডের প্রথম ডার্বির নায়ক নন্দকুমার যেমন বললেন, ‘‘বড় ম্যাচে গোলের পর আমার জীবন অনেকটা পাল্টে গিয়েছে। সমর্থকদের আব্দারও বেড়েছে। পরিবার, বন্ধুদের কাছেও আমি একপ্রকার তারকা হয়ে গিয়েছি। লাল-হলুদ জার্সিই নন্দর জীবন পাল্টে দিয়েছে।’’ আইএসএলেও ইস্টবেঙ্গলকে সাফল্য দিতে মরিয়া নন্দ। এ দিকে ওড়িশা এফসির কোচ সের্জিও লোবেরার সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আড্ডা দিলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত। মরসুমের শুরুতে এই লোবেরাই লাল-হলুদের কোচের দৌড়ে এগিয়ে ছিলেন। শেষ মুহূর্তে তিনি চলে যান ওড়িশায়। ইস্টবেঙ্গলের দায়িত্ব নেন কুয়াদ্রাত। লোবেরাকে সাংবাদিক সম্মেলনে সেই প্রশ্ন করা হলে, স্প্যানিশ কোচের উত্তর, ‘‘আমি অতীতের বিষয়ে কোনও কথা বলতে চাই না। আমি এখন ওড়িশায় আছি। এটা নিয়েই ভাবতে চাই। এখানে এসে আমি খুশি। ইস্টবেঙ্গলকে অনেক সম্মান জানাই। সমর্থকদের আবেগকেও সম্মান। তবে আমি ওড়িশায় ভালো আছি।’’

৩-০, মেসিকে ছাড়াই লাপাজের উচ্চতাকে জয় করল আর্জেন্টিনা

লাপোজ, ১৩ সেপ্টেম্বরঃ ইকুয়েডর ম্যাচের পর থেকেই তৈরি হয়েছিল অনিশ্চয়তা। লিওনেল মেসি শেষ পর্যন্ত বলিভিয়ার বিপক্ষে খেলতে পারবেন কিনা তা নিয়েই ছিল যত কৌতূহল। ম্যাচের আগের দিনও এ নিয়ে সিদ্ধান্ত জানাতে পারেননি কোচ লিওনেল স্কালোনি। বলেছেন, শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করেই তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন। তবে শেষ পর্যন্ত স্কালোনির সিদ্ধান্ত হতাশই করেছে মেসি ভক্তদের। মেসিকে স্কালোনি এদিন শুধু একাদশের বাইরেই রাখেননি, বরং স্কোয়াডেই রাখেননি। অর্থাৎ খেলা শুরু হওয়ার আগেই এটা নিশ্চিত হয়ে যায় যে এই ম্যাচে মেসির আর মাঠে নামা হবে না। মেসিকে ছাড়া অবশ্য বলিভিয়ার বিপক্ষে জয় পেতে খুব বেশি কষ্ট করতে হয়নি আর্জেন্টিনাকে। ২০২৬ বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের ম্যাচে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা শেষ পর্যন্ত জিতেছে ৩-০ গোলে। দলের হয়ে গোল করছেন এনজো ফার্নান্দেজ, নিকোলাস তালিয়াফিকো এবং নিকোলাস গনসালেস। এ নিয়ে বিশ্বকাপের পর খেলা ৬ ম্যাচের প্রতিটিতে জয় পেয়েছে আর্জেন্টিনা। এই ম্যাচগুলোতে আর্জেন্টিনা ১৭ গোল করলেও হজম করেনি কোনও গোল। লাপাজে প্রতিপক্ষ দল নয়, বরং মাঠটিই ছিল আর্জেন্টিনার বড় বাঁধা। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩ হাজার ২২৫ মিটার ওপরে হওয়ায় বেশিরভাগ সময়ই অক্সিজেনের অভাবে নাভিশ্বাস উঠে

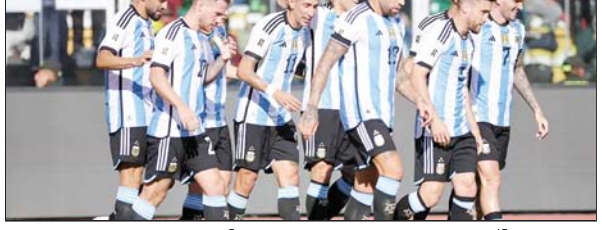

খেলোয়াড়দের। এবারও অক্সিজেন মাস্ক সঙ্গে নিয়েই বলিভিয়া গেছে আর্জেন্টিনা দল। এমনকি এমিলিয়ানো মার্তিনেজ অক্সিজেনের অভাবে বিপাকে পড়ার কথাও জানান। মেসিকে বাইরে রাখার পেছনে এটিও একটি বড় কারণ ছিল। এর আগে ইকুয়েডরের বিপক্ষে শেষ মুহূর্তে চোটের শঙ্কা নিয়ে মাঠ ছাড়েন মেসি। লাপাজের উচ্চতা, মেসির মানিয়ে নিতে না পারা, বয়স এবং চোট- সব মিলিয়ে মেসিকে বাইরে রাখাকেই উপযুক্ত সিদ্ধান্ত বলে মনে হয়েছে স্কালোনির। তবে সে সিদ্ধান্ত নিয়ে কোচকে আক্ষেপে পুড়তে দেননি অন্যরা। লাপাজের উচ্চতা নিয়ে যে ভীতি ছিল সেটাকে জয় করেছে আর্জেন্টিনা। এদিন শুরু থেকেই যথারীতি বলের দখল রেখে খেলায় মনোযোগ দেয় আর্জেন্টিনা। তবে প্রথম দিকে একটু সতর্কই মনে হচ্ছিল দলটিকে। হয়তো উচ্চতা নিয়ে আগে থেকে যে উদ্বেগ ছিল সেটা এবং মেসির না থাকা এতে ভূমিকা রেখেছে। এ সময় দূরপাল্লার শটে একাধিকবার বলিভিয়াকে চমকে দেওয়ার চেষ্টা করে আর্জেন্টিনা। অন্য দিকে বলিভিয়া চেষ্টা করেছে ঘরের মাঠের সুবিধা নিয়ে এগিয়ে যেতে। যদিও দ্রুত ম্যাচে ফিরে এসে বলিভিয়াকে সে সুযোগ দেয়নি আর্জেন্টিনা। এর মধ্যে ১৩ মিনিটে এনজোর দুর্দান্ত এক শট আঙুল ছুঁয়ে ঠেকিয়ে দেন বলিভিয়ার গোলরক্ষক। তবে ৩১ মিনিটে ঠিকই গোল আদায় করে নেয় এনজো। হুলিয়ান আলভারেজের কাছ থেকে বল পেয়ে ডান প্রান্ত দিয়ে আনহেল দি মারিয়া সেটি পাঠান বক্সে। দারুণ ফিনিশিংয়ে দলকে এগিয়ে দেন চেলসি মিডফিল্ডার। ৩৯ মিনিটে বলিভিয়ার খেলোয়া। রবার্তো ফার্নান্দেজ লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লে আরও চাপ পড়ে দলটি। এরপরই দি মারিয়ার ফ্রি কিক থেকে হেডে লক্ষ্যভেদ করে দলকে এগিয়ে দেন তালিয়াফিকো। এই দুই গোল নিয়েই বিরতিতে যায় আর্জেন্টিনা। বিরতির পরও দাপট ছিল আর্জেন্টিনার। তবে দুই গোলে এগিয়ে থাকায় কিছুটা মন্থর হয়ে যায় খেলা। এরপরও তৃতীয় গোলটি ঠিকই আদায় করে নিয়েছে তারা। এই গোলটি আসে নিকোলাস গনসালেসের কাছ থেকে। আর শেষ পর্যন্ত বিশ্বজয়ী আর্জেন্টিনা মাঠ ছেড়েছে ৩-০ গোলের জয়ে। এর আগে বাছাইয়ের প্রথম ম্যাচে মেসির গোলে ইকুয়েডরকে হারিয়েছিল আর্জেন্টিনা।

১-০, পেরুর ওঝারা নেইমারকে আটকাতে পারলেও জিতেছে ব্রাজিল

লিমা, ১৩ সেপ্টেম্বরঃ পেরুর ওঝারা তাহলে সফল! কিন্তু তাঁদের মুখে জয়ের হাসিটা থাকবে না। লিমা থেকে গতকাল খবর এসেছিল, তুকতাক মন্ত্রে নেইমারের 'পা বেঁধে ফেলা'র সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছেন পেরুর ওঝারা। ওয়ালতার আলারকোন নামে এক ওঝা বলে রেখেছিলেন, 'তন্ত্রের মাধ্যমে নেইমারের মনকে মেঘাচ্ছন্ন করাই আমাদের উদ্দেশ্য, যাতে সে যা চায়, সেটা করতে না পারে। ওর লক্ষ্য হলো গোল করা।' লিমার ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে ২০২৬ দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে পেরু-ব্রাজিল ম্যাচটা দেখে থাকলে দেশটির ওঝাদের সফল বলার কারণটাও নিশ্চয়ই জানেন! ভারতীয় সময় আজ সকাল সাড়ে সাতটায় শুরু হওয়া ম্যাচে নেইমার গোল করতে পারেননি। শুধু নেইমার কেন, পেরুর ওঝারা সম্ভবত তুকতাক করে ব্রাজিল আক্রমণভাগে সবার পা-ই অদৃশ্যভাবে বেঁধে ফেলেছিলেন। নইলে গোল করতে ব্রাজিলকে ৯০ মিনিট পর্যন্ত একজন অপেক্ষা করতে হবে কেন! আর সেই গোলটাও কেন একজন ডিফেন্ডারের কাছ থেকে আসবে! ব্রাজিল ডিফেন্ডার মারকিনিওস পেরুর ওঝাদের 'তুকতাকে'র জাল কেটে বেরিয়ে এসেছিলেন বলে রক্ষা! ৯০ মিনিটে নেইমারের ইনসুইং কর্নার থেকে মারকিনিওসের হেডে করা গোলে পেরুর বিপক্ষে ১-০ গোলে জিতেছে ব্রাজিল। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে এ নিয়ে টানা ৩৬ ম্যাচে অপরাজিত রইল ব্রাজিল। তবে পেরুর জালে আরও দুবার বল পাঠিয়েছিল ব্রাজিল। ২৯ মিনিটে ব্রুনো গিমারেজের ক্রস থেকে হেডে গোল করেছিলেন ব্রাজিল স্ট্রাইকার রিচার্লিসন। কিন্তু সেখানেও কি তুকতাক মন্ত্রের কোনও ভূমিকা ছিল? নইলে ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি (ভিএআর) প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে গোলটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর কেন রায় দেবে, রিচার্লিসন ইঞ্চিখানেক ব্যবধানে অফসাইড ছিলেন আর তাই গোলটি হয়নি। সে যা হোক, ব্রাজিলের সমর্থকেরা চাইলে পেরুর ওঝাদের নিয়ে এমন ভাবতে পারেন। তাতে অবশ্য হতাশাই বাড়বে। কারণ খেলায়

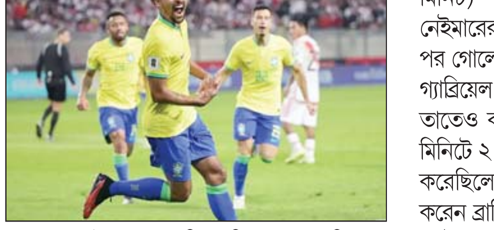

প্রত্যাশা মেটাতে পারেনি ব্রাজিল। যে ব্রাজিলের বিপক্ষে এর আগে সর্বশেষ ৮ ম্যাচের ৭টিতেই হেরেছে পেরু, সে দলের বিপক্ষে ৮৯ মিনিট পর্যন্ত জাল অক্ষত রাখাই তো বড় সাফল্য! বলিভিয়ার জালে ৫ গোল দিয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাই শুরু করেছে ব্রাজিল। আজ দ্বিতীয় ম্যাচে পারফরম্যান্সের দিক থেকে তার ধারেকাছেও ছিল না ফার্নান্দো দিনিজের দল। রিচার্লিসনকে সামনে রেখে পেছনে বাঁ পাশে রদ্রিগো, মাঝে নেইমার ও ডানে রাফিনিয়াকে রেখে আক্রমণভাগ সাজিয়েছিলেন ব্রাজিল কোচ দিনিজ। কিন্তু এই আক্রমণভাগ পেরুর রক্ষণ ভেঙে গোল আদায় করতে পারেনি। প্রথমার্ধে বল দখল ও পাসিংয়ে এগিয়ে থেকেও পেরুর গোলমুখ খুলতে পারেননি নেইমার-রিচার্লিসনরা। মাঝমাঠ থেকে দ্রুতলয়ের পাসে বল প্রতিপক্ষের বক্সে নিয়ে যাওয়ার সেই ধারাল ফুটবলও দেখা যায়নি দিনিজের দলের খেলায়াড় বরং অফসাইডের জ্বালায় পুড়তে হয়েছে। ১৭ মিনিটে যেমন রাফিনিয়া ফিরতি বলে নেওয়া শটে পেরুর জালে বল পাঠালেও এ যাত্রায়ও গোল হয়নি। কারণ আর কি, সেই অফসাইড-ই! প্রথমার্ধের শেষ দিকে (৪৪ মিনিট) পেরু গোলরক্ষক পেদ্রো গ্যালাসে নেইমারের জোরাল একটি শট রুখে দেন। বিরতির পর গোলের খোঁজে ৬৪ মিনিটে রিচার্লিসনকে তুলে গ্যাব্রিয়েল জেসুসকে নামান ব্রাজিল কোচ দিনিজ। তাতেও কাজের কাজ কিছু হয়নি। রাফিনিয়া ৭২ মিনিটে ২০ গজ দূর থেকে শট নিয়ে গোলের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু গ্যালাসে এ যাত্রায়ও হতাশ করেন ব্রাজিলকে। বিরতির পর ম্যাচের ৮৩ মিনিট পর্যন্তও পেরুর বক্সের ভেতর থেকে মাত্র একটি শট নিতে পেরেছে ব্রাজিল। ৪-৪-২ ফর্মেশনে পেরু কোচ হুয়ান রেইমোসো ডিফেন্ডারদের দারুণভাবে ব্যবহার করেছেন। বক্সের সামনে থেকে পাসের কলকাঠি নাড়তে পারেননি নেইমার। দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইয়ে এ নিয়ে ২ ম্যাচই জিতে মোট ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে উঠল ব্রাজিল। তাদের সমান ম্যাচে সমান পয়েন্ট পেলেও গোল ব্যবধানে পিছিয়ে দুইয়ে আর্জেন্টিনা। ২ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট পাওয়া কলম্বিয়া চিলির বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করেছে। ইকুয়েডরের কাছে ২-১ গোলে হেরেছে উরুগুয়ে। ২ ম্যাচে ৩ পয়েন্ট নিয়ে চারে উরুগুয়ে।

বেলগ্রেদে বিখ্যাত ব্যালকনি সেলিব্রেশনের মধ্যমণি, কেঁদে ফেললেন জোকার

বেলগ্রেদ, ১৩ সেপ্টেম্বরঃ ওপেন এরায় কিংবদন্তির স্তরে উঠে গিয়েছেন সার্বিয়ান টেনিস প্লেয়ার। পিছনে ফেলে দিয়েছেন রজার ফেডেরার, রাফায়েল নাদালকে। নোভাক জকোভিচ ২৪তম গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের সঙ্গে মিশে গিয়েছে সার্বিয়া জাতীয় টিমের বাস্কেটবল বিশ্বকাপে রুপো পাওয়া। বাস্কেটবল টিম ও জোকারের বেলগ্রেদে বিখ্যাত ব্যালকনি সংবর্ধনা দেওয়া হল। ওই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন অগণিত জনতা। যাঁরা দেশীয় নায়কদের দেখার জন্য মুখিয়ে ছিলেন। জোকারের দেখা মিলতেই উচ্ছ্বাসে

ফেটে পড়ে সার্বিয়ান জনতা। যা দেখে কেঁদে ফেললেন জোকার। ব্যালকনি সেলিব্রেশনের সময় আবেগতাড়িত হয়ে পড়েছিলেন জোকার। কিছুক্ষণের জন্য থমকে গিয়েছিলেন। নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। তখনই কেঁদে ফেলেন এই মুহূর্তে টেনিস দুনিয়ার সবচেয়ে বড় তারকা। সংবর্ধনায় বাস্কেটবল টিম থাকলেও আকর্ষণের কেন্দ্রে ছিলেন তিনিই। তাঁকে ঘিরে যে এমন উন্মাদনা দেখাতে পারে দেশের মানুষজন, হয়তো ভাবেননি জকোভিচ। সেই কারণেই আবেগে কেঁদে ফেলেন তিনি। কেরিয়ারে চতুর্থ ইউএস ওপেন আর একবার তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে টেনিসে। তার থেকেও বড় কথা হল, কেরিয়ারে ২৪তম গ্র্যান্ড স্লাম জিতে ফেললেন তিনি। ওপেন এরায় একমাত্র এই রেকর্ড রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার মহিলা টেনিস তারকা মার্গারেট কোর্টের। আর একটা গ্র্যান্ড স্লাম জিতলেই টেনিস দুনিয়ায় সর্বকালের সেরার আসনে বসে পড়বেন জোকার। ধারাবাহিক সাফল্যের পরও সার্বিয়ান টেনিস তারকা মাটির মানুষ। ধরাছোঁয়ার মধ্যে। এই কারণে জোকার যেন মনের মণিকোঠায় জায়গা করে নিয়েছেন তামাম বিশ্বের।

৯০ কোটি টাকায় ফ্লোরিডায় নতুন বাড়ি কিনলেন মেসি

ফ্লোরিডা, ১৩ সেপ্টেম্বরঃ ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর থেকেই স্ত্রী-সন্তান নিয়ে নতুন বাড়ির সন্ধানে বেশ দৌড়ঝাঁপ করেছেন লিওনেল মেসি। মনের মতো বাড়িটা অবশেষে খুঁজে পেয়েছেন। ফ্লোরিডার ফোর্ট লডারডেলে ১ কোটি ৭ লক্ষ ৫০ হাজার ডলারে বিলাসবহুল বাড়ি কিনেছেন মেসি, ভারতীয় মুদ্রায় দাম ৯০ কোটি টাকা। মার্কিন সাময়িকী 'আর্কিটেকচারাল

ডাইজেস্ট' বলছে, মেসির নতুন বাড়িটির আয়তন ১০ হাজার ৫০ বর্গফুট। ফোর্ট লডারডেলের অভিজাত এলাকা বে কলোনির গেটেড কমিউনিটিতে এর অবস্থান। বাড়িটিতে রয়েছে ১০টি শয়নকক্ষ, ৯টি বাথরুম, খোলামেলা রান্নাঘর, একটি সুইমিংপুল ও তিনটি গাড়ি রাখার গ্যারেজ। বাড়ির চারপাশে লেক। বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের ম্যাচ থাকায় মেসি এই মুহূর্তে আর্জেন্টিনা দলের সঙ্গে বলিভিয়ার লাপাজে আছেন। তবে শতভাগ ফিট না হওয়ায় গত রাতের ম্যাচটিতে খেলেননি। তাঁকে ছাড়াই বলিভিয়াকে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়েছে আর্জেন্টিনা। এই মাসে জাতীয় দলের আর কোনও ম্যাচ না থাকায় শিগগিরই ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেবেন। ফ্লোরিডায় ফিরেই উঠবেন নতুন বাড়িতে। ইন্টার মায়ামিতে নাম লেখানোর আগে থেকেই অবশ্য মেসি নিয়মিত পরিবার নিয়ে ফ্লোরিডায় আসতেন। ছুটি কাটানোর জন্য তাঁর পছন্দের জায়গাগুলোর একটি যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণের এই অঙ্গরাজ্য। সেখানকার পোরশে ডিজাইন টাওয়ারে ২০১৯ সালে ৯০ লক্ষ ডলারের একটি বাড়ি কিনে রেখেছিলেন। বাল হারবার ও অ্যাভেনচুরার মাঝামাঝি ৬০ তলার সেই টাওয়ার ইন্টার মায়ামির মাঠ ডিআরভি পিএনকে স্টেডিয়াম থেকে ২৫ মিনিটের দূরত্বে অবস্থিত। তবে সেখান থেকে মাঠে আসতে প্রায়ই যানজটে পড়তে হতো বলে সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন মেসি। এখন বে কলোনির নতুন বাড়ি থেকে মাঠের দূরত্ব আরও কমেছে। এখান থেকে তাঁর গাড়ি নিয়ে স্টেডিয়ামে যেতে সময় লাগবে ১৫ মিনিট। অভিজাত এলাকা হওয়ায় এই সড়কে খুব একটা যানজটও নেই।

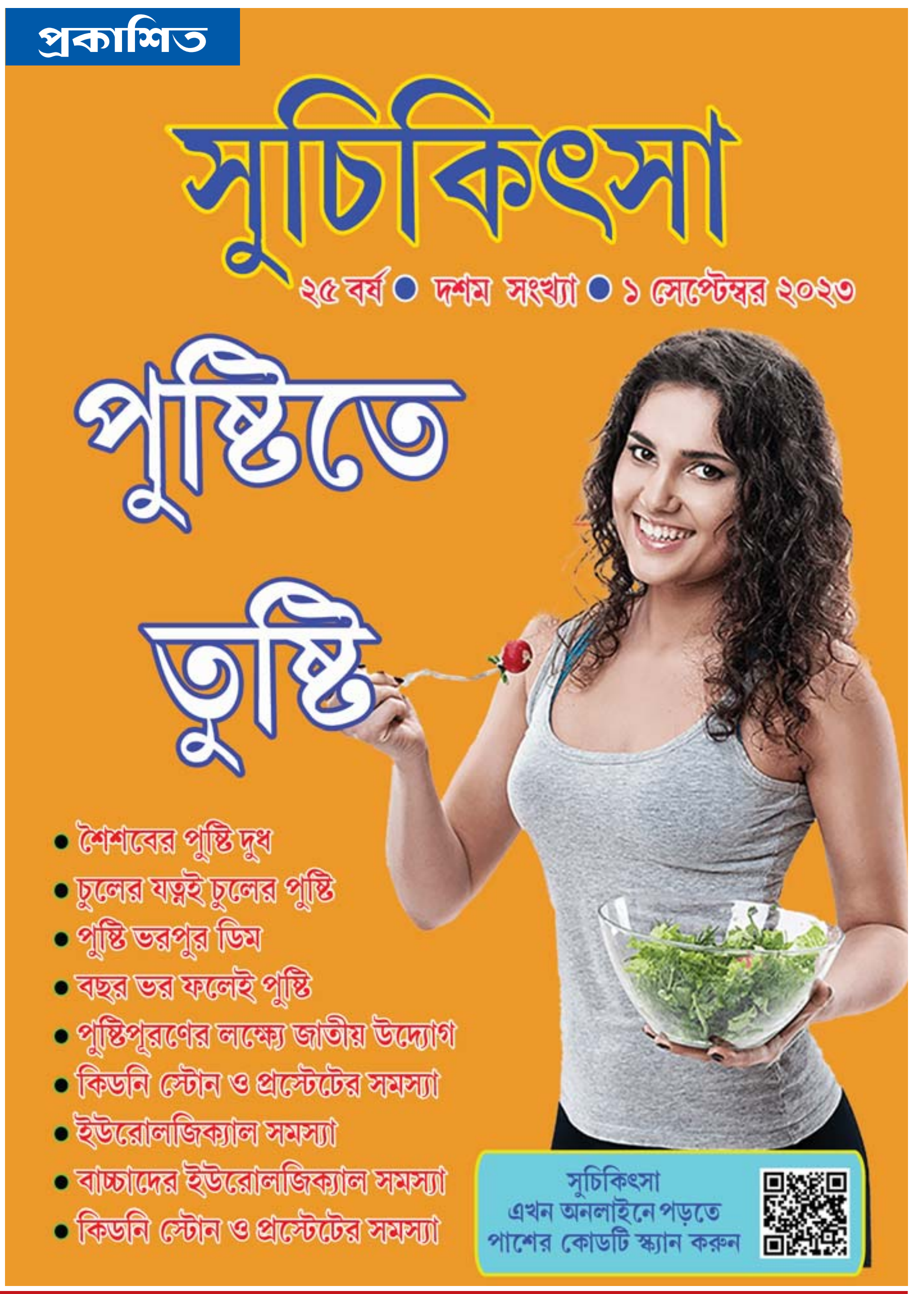

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501